গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা

IMCI

চার্ট বুকলেট-২০১৯

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

Created by Dr. Fahim Ahmad, MBBS, MD(Paediatrics)
Available in www.healthnetbd.com

অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা

অসুস্থ শিশু
২ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত

অসুস্থ শিশুর রোগ নিরূপণ ও শ্রেণী বিভাগ

রোগ নিরূপণ, শ্রেণী বিভাগ এবং চিকিৎসা নির্ণয়

সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্নগুলি যাচাই ৩
তারপর, প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন
- শিশুর কি কাশি অথবা শ্বাস কষ্ট আছে ? ৪
- শিশুর কি ডায়রিয়া আছে ? ৫
- শিশুর কি জ্বর আছে ? ৬
  - ম্যালেরিয়ার শ্রেনী বিভাগ করুন ৬
  - হাম এর শ্রেনী বিভাগ করুন ৬
- শিশুর কানে কি কোন সমস্যা আছে ? ৭

অপুষ্টি আছে কি না যাচাই করুন ৮
রক্ত স্বল্পতা আছে কি না যাচাই করুন ৯
শিশুর টিকাদান সময়সূচী ১০
অন্যান্য সমস্যাগুলি নিরূপণ করুন ১০
ভিটামিন 'এ' ১০
আয়রণ/মাল্টিপল মাইক্রোনিউটিয়েন্ট ১০
মেবেন্ডাজল বা আলবেন্ডাজোল ১০

শিশুর চিকিৎসা

বাড়ীতে মুখে খাওয়ার ওষুধ সম্পর্কে মাকে বুঝিয়ে দিন

- মুখে খাওয়ার এ্যান্টিবায়োটিক ১১
- সালবিউটামল ১২
- মুখে খাওয়ার এ্যান্টিম্যালেরিয়াল ১৩

বাড়ীতে স্থানীয় সংক্রমণের চিকিৎসা করতে মা-কে বুঝিয়ে দিন

- কাশি উপশমে নিরাপদ ব্যবস্থা (Safe remedy) নিন ১৪
- নাইসটেটিন দিয়ে থ্রাসের চিকিৎসা করুন ১৪
- টেট্রাসাইক্লিন চোখের মলম দিয়ে চোখ সংক্রমণের চিকিৎসা করুন ১৪
- শুকনো কাপড় দিয়ে কান পরিস্কার করুন এবং কানের ড্রপ দিন ১৪
- নাইসটেটিন এবং রিবোফ্লবিন দিয়ে মুখের ঘায়ের চিকিৎসা করুন ১৪
- অতিরিক্ত জ্বর (> ৩৮. ৫০ সেন্টি অথবা > ১০১.৫০ ফাঃ) অথবা কান ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল ১৪

ডায়রিয়া হলে বারবার তরল খাবার দিন এবং স্বাভাবিক খাবার চালু রাখুন

- পদ্ধতি কঃ বাড়ীতে ডায়রিয়ার চিকিৎসা ১৫
- পদ্ধতি খঃ ORS দিয়ে কিছু পানি স্বল্পতার চিকিৎসা ১৫
- পদ্ধতি গঃ চরম পানি স্বল্পতার দ্রুত চিকিৎসা ১৬

শিশুর চিকিৎসা, চলমান

নিম্নোক্ত চিকিৎসাগুলি শুধুমাত্র স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দিন

- ডায়জিপাম ১৭
- মাংস পেশীতে এ্যান্টিবায়োটিক ১৭
- রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করুন ১৭

ফলোআপ চিকিৎসা

- নিউমোনিয়া ১৮
- দীর্ঘ মেয়াদি ডায়রিয়া ১৮
- আমাশয় ১৮
- ম্যালেরিয়া ১৯
- জ্বর -ম্যালেরিয়া নয় ১৯
- চোখে অথবা মুখে জটিলতাসহ হাম ১৯
- কানের সংক্রমণ ২০
- রক্তস্বল্পতা ২০
- খাওয়ানোর সমস্যা ২০
- জটিলতাবিহীন মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি ২১
- মাঝারী তীব্র অপুষ্টি ২১

মাকে পরামর্শ দিন

খাবার

- শিশুর খাওয়ানোর বিষয় নিরূপণ করুন ২২-২৩
- খাওয়ানোর সুপারিশ ২৪
- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা ২৫
- দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর খাবারের তালিকা ২৫

তরল খাবার এবং মায়ের নিজের স্বাস্থ্য

- অসুস্থকালে বেশী তরল খাবার দিন ২৬
- মা-কে তার নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দিন ২৬

আবার কখন আসতে হবে

- আবার কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ২৭

অসুস্থ ছোট শিশু
০ দিন থেকে ২ মাস বয়স পর্যন্ত

অসুস্থ ছোট শিশুর রোগ নিরূপণ, শ্রেণী বিভাগ এবং চিকিৎসা

রোগ নিরূপণ, শ্রেণী বিভাগ এবং চিকিৎসা নির্ণয়

- খুব মারাত্মক রোগ যাচাই করুন ২৯
- তারপর: জন্ডিস যাচাই করুন ৩০
- তারপর: ছোট শিশুর ডায়রিয়া আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন?. ৩১
- তারপর: খাওয়ানোর সমস্যা অথবা কম ওজন যাচাই করুন ৩২
- ছোট শিশুর টিকাদান বিষয়ে যাচাই করুন ৩৩
- অন্যান্য সমস্যাগুলি নিরূপণ করুন ৩৩

ছোট শিশুর চিকিৎসা করুন এবং মাকে পরামর্শ দিন

- কিভাবে রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করবেন ৩৪
- শিশুকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় কিভাবে গরম রাখতে হয় তা মাকে শিখিয়ে দিন ৩৪
- স্থানীয় সংক্রমণের বাড়ীতে চিকিৎসা করুন ৩৪
- বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য সঠিক পজিশন এবং বুকে লাগানো ৩৫
- কিভাবে বুকের দুধ চেপে বের করতে হয় ৩৫
- কিভাবে স্তন এবং স্তনের বোঁটার চিকিৎসা করবেন ৩৫
- কিভাবে কাপের সাহায্যে দুধ খাওয়াতে হবে ৩৬
- বাড়ীতে কম ওজনের ছোট শিশুকে গরম রাখা ৩৬
- পদ্ধতি কঃ বাড়ীতে ডায়রিয়ার চিকিৎসা ৩৭
- পদ্ধতি খঃ ORS দিয়ে কিছু পানি স্বল্পতার চিকিৎসা ৩৭
- এ্যান্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ দিন ৩৮
- পদ্ধতি গঃ চরম পানি স্বল্পতার দ্রুত চিকিৎসা ৩৯
- বাড়ীতে ছোট শিশুকে যত্ন নেয়া ৪০

অসুস্থ ছোট শিশুর ফলোআপ চিকিৎসা দিন

- পিএসবিআই: ভিএসডি-সিএসআই, ভিএসডি-এফবি নিউমোনিয়া (০-৬ দিন) ৪১
- দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (৭-৫৯ দিন) ৪১
- স্থানীয় ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ ৪২
- জন্ডিস ৪২
- ডায়রিয়া ৪২
- খাওয়ানোর সমস্যা ৪৩
- বয়স অনুপাতে কম ওজন ৪৩
- মুখের ঘা [থ্রাশ] ৪৩

রেজিস্টার ফরম

- অসুস্থ ছোট শিশু দুই মাস পর্যন্ত ৪৪
- অসুস্থ শিশু দুই মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত ৪৫

Z-Score চার্ট (মেয়ে এবং ছেলে) ৪৬-৫১
তাপমাত্রা পরিবর্তন চার্ট ৫২

অসুস্থ শিশুর রোগ নিরূপন এবং শ্রেণীবিভাগ
দুই মাস থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত

রোগ নিরূপণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয়

রোগের শ্রেণীবিভাগের জন্য শিশুর লক্ষণ এবং সমস্যাগুলো সাজাতে সব ক'টি ঘর ব্যবহার করুন

মাকে/শিশুর শুশ্রূষাকারীকে সম্ভাষন জানান
শিশুর সমস্যাগুলি কি কি, মাকে জিজ্ঞেস করুন
এই সমস্যার জন্য এটাই কি প্রথম সাক্ষাৎ অথবা ফলোআপ সাক্ষাৎ তা নির্ধারণ করুন

- যদি ফলোআপ সাক্ষাৎ হয়, তাহলে ফলোআপ নির্দেশনা অনুসরণ করুন
- যদি প্রথম সাক্ষাৎ হয়, শিশুকে নিম্নরূপে রোগ নিরূপণ করুন ঃ

সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন/ লক্ষণগুলো যাচাই করুন

জিজ্ঞেস করুন ঃ

- শিশু কি পান করতে অথবা বুকের দুধ খেতে পারে?
- শিশু কি সব খাবার বমি করে ফেলে দেয়?
- শিশুটির কি খিঁচুনি হয়েছিল?

লক্ষ্য করুন ঃ

- দেখুন, শিশুটি নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান কি না
- শিশুটির এখন খিঁচুনি আছে কি না?

জরুরী ব্যবস্থা নিন

চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন/লক্ষণ	*গোলাপী ঃ* খুব মারাত্মক রোগ	➢ খিঁচুনি থাকলে, ডায়াজিপাম দিন ➢ দ্রুত নিরূপণ সম্পূর্ণ করুন ➢ তাৎক্ষনিক প্রি-রেফারেল চিকিৎসা দিন ➢ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধে চিকিৎসা করুন ➢ শিশুটিকে গরম রাখুন ➢ অবিলম্বে শিশুকে হাসপাতালে রেফার করুন

সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্নের একটিও থাকলে শিশুর প্রতি জরুরী মনোযোগ দিন, দ্রুত রোগ নিরূপণ সম্পূর্ণ করুন এবং হাসপাতালে পাঠানো-পূর্ব চিকিৎসা দিন যাতে করে হাসপাতালে পাঠাতে বিলম্ব না হয়।

** যদি শিশুকে হাসপাতালে রেফার করা সম্ভব না হয় তা হলে আইএমসিআই এর "শিশুর চিকিৎসা" মডিউলের সংযুক্তি "যেখানে রেফারেল সম্ভব নয়" এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অন্তর্বিভাগে চিকিৎসা নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা দিন*

তারপর, প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন ঃ

শিশুর কি কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট আছে?

হ্যাঁ হলে, জিজ্ঞেস করুন ঃ

- কতদিন ধরে?

লক্ষ্য করুন, শুনুন এবং পরিমাপ করুন[1] ঃ

- এক মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস গুনুন
- বুকের নীচের অংশ ভিতরে ডেবে যায় কিনা লক্ষ্য করুন
- স্ট্রাইডর আছে কি না লক্ষ্য করুন এবং শুনুন
- হুইজিং আছে কি না লক্ষ্য করুন এবং শুনুন
- পালস অক্সিমিটারের সাহায্যে রক্তে অক্সিজেনের স্যাচুরেশন (SpO_2) পরিমাপ করুন

শিশু অবশ্যই শান্ত অবস্থায় থাকবে

যদি হুইজিং এবং দ্রুত শ্বাস অথবা বুক ভিতরে ডেবে যাওয়া থাকে ঃ

নিঃশ্বাসের স্যাথে নেয়ার দ্রুত কার্যকরী ইনহেলার সালবিউটামল ২০ মিনিট পর পর তিনবার পর্যন্ত দিন। আবারও শ্বাস গুনুন, লক্ষ্য করুন, বুক ডেবে যাওয়া আছে কি না এবং তারপর শ্রেণীবিভাগ করুন।

কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট শ্রেনী বিভাগ করুন

চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন অথবা • শিশুর শান্ত অবস্থায় স্ট্রাইডর থাকা অথবা • অক্সিজেনের স্যাচুরেশন (SpO_2) <৯০%	*গোলাপী ঃ* মারাত্মক নিউমোনিয়া অথবা খুব মারাত্মক রোগ	➢ **মাংসপেশীতে ১ম ডোজ জেন্টামাইসিন এবং মুখে খাওয়ার ১ম ডোজ এমক্সিসিলিন দিন** ➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রেফার করুন** ➢ **খিঁচুনি থাকলে, ডায়াজিপাম দিন** ➢ **যদি হুইজিং থাকে ইনহেলার সালবিউটামল দিন**
• বুকের নিচের অংশ ভিতরে ডেবে যাওয়া অথবা • দ্রুত শ্বাস	*হলুদ ঃ* নিউমোনিয়া	➢ ৫ দিনের জন্য মুখে খাওয়ার এমক্সিসিলিন দিন[2] ➢ যদি হুইজিং থাকে (অথবা দ্রুত কার্যকরী ইনহেলার সালবিউটামল দিয়ে ঠিক হয়ে যায়), ৫ দিনের জন্য নিঃশ্বাসের স্যাথে নেয়ার ইনহেলার সালবিউটামল দিন ➢ গলা প্রশমিত করুন, কাশি উপশমে নিরাপদ ব্যবস্থা (Safe remedy) দিন ➢ যদি ১৪ দিনের বেশী কাশি থাকে অথবা বারে বারে হুইজিং থাকে তা হলে সম্ভাব্য যক্ষা অথবা হাঁপানি নিরূপণের জন্য রেফার করুন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৩ দিনের ফলো-আপে আসুন
• নিউমোনিয়া অথবা খুব মারাত্মক রোগ এর চিহ্ন / লক্ষণ নাই	*সবুজ ঃ* কাশি অথবা সর্দি	➢ যদি হুইজিং থাকে (অথবা দ্রুত কার্যকরী ইনহেলার সালবিউটামল দিয়ে ঠিক হয়ে যায়), ৫ দিনের জন্য নিঃশ্বাসের স্যাথে নেয়ার ইনহেলার সালবিউটামল দিন ➢ গলা প্রশমিত করুন, কাশি উপশমে নিরাপদ ব্যবস্থা (Safe remedy) দিন ➢ যদি ১৪ দিনের বেশী কাশি থাকে অথবা বারে বারে হুইজিং থাকে তা হলে সম্ভাব্য যক্ষা অথবা হাঁপানি নিরূপণের জন্য রেফার করুন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ শিশুর অবস্থা উন্নতি না হলে ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন

সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্নসমূহ ঃ

- শিশু পান করতে অথবা বুকের দুধ খেতে পারছেনা
- শিশু সব খাবার বমি করে ফেলে দিচ্ছে
- শিশুটির খিঁচুনি হয়েছিল
- শিশুটি নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান হয়ে গেছে
- শিশুটির এখন খিঁচুনি আছে

যদি শিশুর বয়স ঃ	দ্রুত শ্বাস হলো ঃ
২ মাস থেকে ১১ মাস পর্যন্ত	প্রতি মিনিটে ৫০ বা তার উর্ধ্বে
১২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	প্রতি মিনিটে ৪০ বা তার উর্ধ্বে

১ যদি পাল্স অক্সিমিটার না থাকে জিজ্ঞেস করে, লক্ষ্য করে এবং শুনে রোগ নির্ণয় করুন
২ ডিসপারসিবল এমক্সিসিলিন (এমক্সিসিলিন ডিটি) নিউমোনিয়ার প্রথম সারির ঔষধ, যদি এই ঔষধ না থাকে তা হলে এমক্সিসিলিন সিরাপ দিন
৩ যদি নিঃশ্বাসের স্যাথে নেয়ার ইনহেলার সালবিউটামল না থাকে তা হলে সিরাপ সালবিউটামল দিন কিন্তু চরম তীব্র হুইজিং এর সময় তা ব্যবহার করা যাবে না

শিশুর কি ডায়রিয়া আছে?

হ্যাঁ হলে, জিজ্ঞেস করুন ঃ

- কত দিন ধরে?
- মলে রক্ত আছে কি না?

লক্ষ্য করুন এবং অনুভব করুন ঃ

- শিশুর অবস্থা লক্ষ্য করুন
  শিশু কি ঃ
  - নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান?
  - অস্থির এবং খিটখিটে?
- চোখ বসে গেছে কি না দেখুন
- শিশুকে তরল খাবার দিয়ে দেখুন
  শিশু কি ঃ
  - পান করতে পারে না বা কম পান করে?
  - আগ্রহের সাথে পান করে, তৃষ্ণার্ত?
- পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় ঃ
  - খুব ধীরে ধীরে (২ সেকেন্ডের বেশী সময় নেয়)?
  - ধীরে ধীরে?

ডায়রিয়ার শ্রেণীবিভাগ করুন

	চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
পানি স্বল্পতার জন্য	নীচের যে কোন দুইটি চিহ্ন/লক্ষণ ঃ • নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান • চোখ বসে গেছে • পান করতে পারে না বা কম পান করে • চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে খুব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়	*গোলাপী ঃ* চরম পানি স্বল্পতা	➢ যদি শিশুটির অন্য কোন মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ না থাকে, তাহলে ঃ – পদ্ধতি-'গ' অনুসারে চিকিৎসা দিন অথবা যদি শিশুটির অন্য কোন মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ থাকে ঃ – জরুরী ভাবে হাসপাতালে রেফার করুন, মাকে বলুন, যাওয়ার পথে শিশুকে বার বার ওআরএস (ORS) খাওয়াতে – বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে মাকে পরামর্শ দিন ➢ যদি শিশুর বয়স ২ বছর বা তার বেশী হয় এবং রোগীর এলাকায় কলেরার প্রাদুর্ভাব থাকে, তাহলে কলেরার জন্য এ্যান্টিবায়োটিক দিন
	নীচের যে কোন দুইটি চিহ্ন/লক্ষণ ঃ • অস্থির, খিটখিটে • চোখ বসে গেছে • আগ্রহের সাথে পান করে, তৃষ্ণার্ত • চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়	*হলুদ ঃ* কিছু পানি স্বল্পতা	➢ পানি স্বল্পতার জন্য তরল খাবার, জিংক সাপ্লিমেন্টেশন ও স্বাভাবিক খাবার দিন [পদ্ধতি-খ] ➢ যদি শিশুর মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ থাকে ঃ – জরুরী ভাবে হাসপাতালে রেফার করুন মাকে বলুন, যাওয়ার পথে শিশুকে বার বার ওআরএস (ORS) খাওয়াতে – বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে মাকে পরামর্শ দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ অবস্থার উন্নতি না হলে, ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন
	• কিছু অথবা চরম পানি স্বল্পতার কোন চিহ্ন নাই	*সবুজ ঃ* পানি স্বল্পতা নাই	➢ বাড়ীতে ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য তরল খাবার, জিংক সাপ্লিমেন্টেশন ও স্বাভাবিক খাবার দিন [পদ্ধতি-ক] ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে, সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ অবস্থার উন্নতি না হলে, ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন
এবং যদি ডায়রিয়া ১৪ দিন বা তার বেশী হয়	• পানি স্বল্পতা থাকলে	*গোলাপী ঃ* মারাত্মক দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া	➢ শিশুর অন্য কোন মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ না থাকলে, হাসপাতালে পাঠানোর পূর্বে পানি স্বল্পতার চিকিৎসা দিন ➢ হাসপাতালে রেফার করুন
	• পানি স্বল্পতা নাই	*হলুদ ঃ* দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া	➢ দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে খাওয়ানো সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ এক ডোজ ভিটামিন 'এ' দিন ➢ মাল্টিভিটামিন/মিনারেল (জিংক সমৃদ্ধ) ১৪ দিনের জন্য দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে, সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন
এবং যদি মলে রক্ত থাকে	• মলে রক্ত থাকলে	*হলুদ ঃ* আমাশয়	➢ সিপ্রোফ্লক্সাসিন ৩ দিনের জন্য দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে, সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৩ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন

শিশুর কি জ্বর আছে?

(ইতিহাস বা গরম অনুভব অথবা তাপমাত্রা ৯৯.৫°ফাঃ বা (৩৭.৫° সেন্টিঃ)* বা অধিক

যদি হ্যাঁ হয় ঃ সিদ্ধান্ত নিন ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি ঃ অধিক অথবা কম **তারপর জিজ্ঞেস করুন ঃ** • শিশুটির কত দিন ধরে জ্বর? • যদি জ্বর ৭ দিনের বেশী হয়, প্রতিদিনই কি জ্বর থাকে? • বিগত ৩ মাসে শিশুর কি হাম হয়েছিল?	**ম্যালেরিয়ার জন্য RDT** **লক্ষ্য করুন এবং অনুভব করুন ঃ** • লক্ষ্য করুন অথবা অনুভব করুন ঘাড় শক্ত • লক্ষ্য করুন নাক দিয়ে পানি ঝরা • লক্ষ্য করুন জ্বরের কারণ ব্যাকটেরিয়াল কিনা** • লক্ষ্য করুন হামের লক্ষনের জন্য - সারা গায়ে হামের দাগ এবং - যে কোন একটি ঃ কাশি, নাক ঝরা অথবা চোখ লাল
যদি শিশুটির এখন অথবা বিগত ৩ মাসের মধ্যে হাম হয়ে থাকে ঃ	• মুখে ঘা আছে কি না, থাকলে সেগুলো গভীর এবং ব্যাপক কি না? • চোখ থেকে পুঁজ পড়ছে কি না? • কর্নিয়া ঘোলাটে কি না?

এখন অথবা ৩ মাসের মধ্যে হাম হয়ে থাকলে → (নিচের টেবিল)

অধিক অথবা কম ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি → (ডানের প্রথম টেবিল)

জ্বরের শ্রেণী বিভাগ করুন

ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি নেই অথবা ম্যালেরিয়া ঝুঁকিপূর্ন এলাকায়* যাননি** → (ডানের দ্বিতীয় টেবিল)

চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন অথবা • ঘাড় শক্ত	*গোলাপী ঃ* **খুব মারাত্মক জ্বর জনিত রোগ**	➢ **মারাত্মক ম্যালেরিয়ার জন্য আরটিসোনেট দিন (প্রথম ডোজ)** ➢ **যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ দিন** ➢ **রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধের জন্য যথাযথ খাবার নিশ্চিত করুন** ➢ **অধিক জ্বর (৩৮.৫°সেন্টিঃ/ ১০১.৫°ফাঃ অথবা অধিক) এর জন্য ক্লিনিকে এক ডোজ প্যারাসিটামল দিন** ➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রেফার করুন**
• RDT পজিটিভ/ অন্যান্য ম্যালেরিয়া টেস্ট Positive	*হলুদ ঃ* **ম্যালেরিয়া**	➢ মুখে খাওয়ার সুপারিশকৃত প্রথম সারির এ্যান্টিম্যালেরিয়াল দিয়ে চিকিৎসা করুন (আরটিমিথার কম্বিনেশন থেরাপি/ এসিটি অথবা অন্য সুপারিশকৃত এ্যান্টিম্যালেরিয়াল) ➢ অধিক জ্বর (৩৮.৫°সেন্টিঃ/ ১০১.৫°ফাঃ অথবা অধিক) এর জন্য ক্লিনিকে এক ডোজ প্যারাসিটামল দিন ➢ ব্যাকটেরিয়াল কারনে জ্বরের জন্য যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিক দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ অবিরাম জ্বর থাকলে ৩ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন ➢ যদি ৭ দিনের বেশী প্রতিদিনই জ্বর থাকে, তাহলে রোগ নিরূপণের জন্য হাসপাতালে রেফার করুন
• RDT নেগেটিভ/ অন্যান্য ম্যালেরিয়া টেস্ট Negative • জ্বরের অন্য কোন কারণ আছে	*সবুজ ঃ* **জ্বর- ম্যালেরিয়া নয়**	➢ অধিক জ্বর (৩৮.৫°সেন্টিঃ/ ১০১.৫°ফাঃ অথবা অধিক) এর জন্য ক্লিনিকে এক ডোজ প্যারাসিটামল দিন ➢ ব্যাকটেরিয়াল কারনে জ্বরের জন্য যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিক দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ অবিরাম জ্বর থাকলে ৩ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন ➢ যদি ৭ দিনের বেশী প্রতিদিনই জ্বর থাকে, তাহলে রোগ নিরূপণের জন্য হাসপাতালে রেফার করুন

চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন অথবা • ঘাড় শক্ত	*গোলাপী ঃ* **খুব মারাত্মক জ্বর জনিত রোগ**	➢ **যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ দিন** ➢ **রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধের জন্য যথাযথ খাবার নিশ্চিত করুন** ➢ **অধিক জ্বর (৩৮.৫°সেন্টিঃ/ ১০১.৫ °ফাঃ অথবা অধিক) এর জন্য ক্লিনিকে এক ডোজ প্যারাসিটামল দিন** ➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রেফার করুন**
• কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন নেই অথবা • ঘাড় শক্ত নেই	*সবুজ ঃ* **জ্বর ******	➢ অধিক জ্বর (৩৮.৫°সেন্টিঃ/ ১০১.৫°ফাঃ অথবা অধিক) এর জন্য ক্লিনিকে এক ডোজ প্যারাসিটামল দিন ➢ ব্যাকটেরিয়াল কারনে জ্বরের জন্য যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিক দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ অবিরাম জ্বর থাকলে ২ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন ➢ যদি ৭ দিনের বেশী প্রতিদিনই জ্বর থাকে, তাহলে রোগ নিরূপণের জন্য হাসপাতালে রেফার করুন

যদি ম্যালেরিয়া টেষ্ট না থাকে ঃ
অধিক বা কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঃ ম্যালেরিয়া হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করুন
ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি নেই অথবা ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিপূর্ন এলাকায় যান নি ঃ জ্বর হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করুন

চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক লক্ষণ অথবা • ঘোলাটে কর্নিয়া অথবা • গভীর এবং ব্যাপক মুখের ঘা	*গোলাপী ঃ* **মারাত্মক জটিলতাসহ হাম *******	➢ **ভিটামিন 'এ' দিন** ➢ **যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ দিন** ➢ **যদি কর্নিয়া ঘোলাটে বা চোখ থেকে পুঁজ পড়ে তাহলে, টেট্রাসাইক্লিন মলম লাগান** ➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রেফার করুন**
• চোখ দিয়ে পুঁজ পড়ছে অথবা • মুখের ক্ষত	*হলুদ ঃ* **চোখ ও মুখের জটিলতাসহ হাম*******	➢ ভিটামিন 'এ' দিন ➢ চোখ থেকে পুঁজ পড়লে টেট্রাসাইক্লিন মলম দিয়ে চোখের সংক্রমণের চিকিৎসা করুন ➢ মুখে ঘা হলে, নাইসটেটিন অয়েন্টমেন্ট এবং রিবোফ্লাভিন দিয়ে চিকিৎসা করুন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৩ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন
• এখন অথবা বিগত ৩ মাসের মধ্যে হাম হলে	*সবুজ ঃ* **হাম**	➢ ভিটামিন 'এ' দিন

*	বগলের তাপমাত্রাকে ভিত্তি করা হয়েছে। মলদ্বারে তাপমাত্রা প্রায় ০.৫° সেন্টিঃ বেশী
**	অন্য সম্ভাব্য ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমনের কারণগুলো হলো প্রশ্রাবের রাস্তায় সংক্রমন, টাইফয়েড, সেলুলাইটিজ এবং অস্টিওমাইলাইটিস। লক্ষ্য করুন, স্থানীয় ব্যথার জন্য, মুখের ক্ষত, হাত পায়ের কম ব্যবহার, গরম ফোলা ব্যথা, লাল ব্যথাময় চামড়া অথবা ফোঁড়া, তলপেটে ব্যথা অথবা বড় শিশুদের ক্ষেত্রে প্রশ্রাবের সময় ব্যথা আছে কিনা
***	ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিপূর্ন এলাকা: রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার
****	জ্বর হতে পারে *ডায়রিয়া, আমাশয়, শ্বাস তন্ত্রের সংক্রমন* ইত্যাদি কারনে
*****	হামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জটিলতাগুলো হলো - নিউমোনিয়া, স্ট্রাইডর, ডায়রিয়া, কানের সংক্রমন এবং অপুষ্টি যা শ্রেনীবিন্যস্ত আছে অন্যান্য টেবিলে

RDT=Rapid Diagnostic Test

শিশুর কানে কি কোন সমস্যা আছে?

হ্যাঁ হলে, জিজ্ঞেস করুন ঃ

- কানে কি ব্যথা আছে?
- কান থেকে কি পুঁজ বা পানি পড়ে?
  - হ্যাঁ হলে, কত দিন ধরে?

লক্ষ্য করুন এবং অনুভব করুন ঃ

- লক্ষ্য করুন, কান থেকে পুঁজ পড়ে কি না
- অনুভব করুন, কানের পেছনে ব্যথা সহ ফোলা আছে কিনা

কানের সমস্যার শ্রেণীবিভাগ করুন

চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• কানের পিছনে ব্যথাসহ ফোলা	*গোলাপী ঃ* ম্যাসটয়ডাইটিস	➢ **যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিক এর প্রথম ডোজ দিন** ➢ **ব্যথার জন্য প্রথম ডোজ প্যারাসিটামল দিন** ➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রেফার করুন**
• কানে ব্যথা অথবা • কান থেকে পুঁজ পড়ছে এবং তা ১৪ দিনের কম সময় থেকে পড়ছে	*হলুদ ঃ* কানের তীব্র সংক্রমণ	➢ **৫ দিনের জন্য একটি এ্যান্টিবায়োটিক দিন** ➢ **ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল দিন** ➢ পরিস্কার শুকনো নরম কাপড় দিয়ে কান পরিস্কার করুন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন
• কান থেকে পুঁজ পড়ছে এবং তা ১৪ দিন বা তার চেয়ে বেশী সময় ধরে পড়ছে	*হলুদ ঃ* কানের দীর্ঘ স্থায়ী সংক্রমণ	➢ পরিস্কার শুকনো নরম কাপড় দিয়ে কান পরিস্কার করুন ➢ স্থানীয় কুইনোলন কানের ড্রপ দিয়ে চিকিৎসা দিন ১৪ দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন
• কানে কোন ব্যথা নাই এবং • কানে পুঁজ দেখা যায় না	*সবুজ ঃ* কানের সংক্রমণ নাই	➢ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই

তারপর অপুষ্টি যাচাই করুন

অপুষ্টি যাচাই করুন

লক্ষ্য করুন এবং অনুভব করুন ঃ

- লক্ষ্য করুন - তীব্র অপুষ্টির চিহ্নগুলো
- লক্ষ্য করুন - উভয় পা ফুলেছে কি না
- নির্ধারন করুন WFH/L*__ (z score)

অথবা

- পরিমাপ করুন MUAC**__মি.মি. ৬ মাসের শিশু অথবা তার উর্দ্ধে

যদি WFH/L –3 z score এর কম হয় অথবা MUAC ১১৫ মি.মি এর কম হয় তা হলে ঃ

- **যাচাই করুন কোন স্বাস্থ্যগত জটিলতা আছে কিনা ঃ**
  - কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন/লক্ষণগুলো
  - কোন মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ
  - নিউমোনিয়া সাথে বুক ডেবে যাওয়া
- **যদি কোন স্বাস্থ্যগত জটিলতা না থাকে ঃ**

  শিশুর বয়স ৬ মাস বা তার বেশী, পুষ্টি চিকিৎসা*** দিন। শিশুটি কি:
  - পুষ্টি চিকিৎসা শেষ করতে পারেনি?
  - পুষ্টি চিকিৎসা শেষ করেছে?
- **শিশুর বয়স ৬ মাসের কম হলে, বুকের দুধ খায় কিনা নিরূপণ করুন ঃ**
  - শিশুর বুকের দুধ খাওয়াতে কোন সমস্যা আছে কিনা?

পুষ্টি অবস্থার শ্রেণীবিভাগ করুন

চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)

• উভয় পা ফুলেছে কি না, অথবা
• WFH/L –3 z score এর কম, অথবা
• MUAC ১১৫ মি.মি এর কম এবং নিচের কোনটির মধ্যে:
  • স্বাস্থ্যগত জটিলতা আছে অথবা
  • পুষ্টি চিকিৎসা শেষ করতে পারেনি অথবা
  • বুকের দুধ খাওয়ায় সমস্যা
	গোলাপী ঃ
	জটিল মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি
		➢ **যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিক এর প্রথম ডোজ দিন**
		➢ **রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে চিকিৎসা দিন**
		➢ **শিশুকে গরম রাখুন**
		➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রেফার করুন**

• WFH/L –3 z score এর কম হয় অথবা • MUAC ১১৫ মি.মি এর কম এবং • পুষ্টি চিকিৎসা শেষ করেছে	*হলুদ ঃ* **জটিলতাবিহীন মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি**	➢ মুখে খাওয়ার এ্যান্টিবায়োটিক দিন ৫ দিনের জন্য ➢ শিশুর বয়স ৬ মাস বা তার বেশী, পুষ্টি চিকিৎসা দিন ➢ শিশুকে কিভবে খাওয়াতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ সম্ভাব্য যক্ষা সংক্রমন নিরূপণ করুন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৭ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
• WFH/L –3 থেকে –2 z score এর মধ্যে অথবা • MUAC ১১৫ থেকে ১২৫ মি.মি এর মধ্যে	*হলুদ ঃ* **মাঝারী তীব্র অপুষ্টি**	➢ শিশুর খাওয়ানো নিরূপণ করুন এবং মাকে পরামর্শ বিষয়ক চার্ট অনুসারে শিশুর খাওয়ানো সম্পর্কে পরামর্শ দিন ➢ যদি খাওয়ানোর সমস্যা থাকে, ৭ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন ➢ সম্ভাব্য যক্ষা সংক্রমন নিরূপণ করুন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৩০ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
• WFH/L –2 z score অথবা এর বেশী অথবা • MUAC ১২৫ মি.মি অথবা বেশী	*সবুজ ঃ* **তীব্র অপুষ্টি নেই**	➢ যদি শিশুর বয়স ২ বছরের কম হয়, তবে শিশুর খাওয়ানো নিরূপণ করুন এবং মাকে পরামর্শ বিষয়ক চার্ট অনুসারে শিশুর খাওয়ানো সম্পর্কে পরামর্শ দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ যদি খাওয়ানোর সমস্যা থাকে, ৭ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন

* WFH/L is Weight-for-Height or Weight-for-Length determined by using the WHO growth standard charts
** MUAC is Mid-Upper Arm Circumference measure using MUAC tape in all children 6 months or older
*** Give nutrition therapy as per National Nutrition guideline

রক্ত স্বল্পতা যাচাই করুন

লক্ষ্য করুন ঃ

- লক্ষ্য করুন - হাতের তালু ফ্যাকাসে* কি না?
  হ্যাঁ, হলে ঃ
  - খুব ফ্যাকাসে?
  - কিছু ফ্যাকাসে?

রক্ত স্বল্পতা শ্রেণীবিভাগ করুন

চিহ্ন / লক্ষণ	শ্রেণীবিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয় (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• হাতের তালু খুব ফ্যাকাসে	*গোলাপী ঃ* **মারাত্মক রক্ত স্বল্পতা**	➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রেফার করুন**
• হাতের তালু কিছু ফ্যাকাসে	*হলুদ ঃ* **রক্ত স্বল্পতা**	➢ আয়রণ** অথবা মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট দিন ➢ শিশুর বয়স ১ বছর বা বেশী হলে এবং বিগত ৬ মাস কোন ডোজ না খেয়ে থাকলে মেবেন্ডাজল বা আলবেন্ডাজল দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ১৪ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসুন
• হাতের তালু ফ্যাকাসে নয়	*সবুজ ঃ* **রক্ত স্বল্পতা নাই**	➢ যদি শিশুর বয়স ২ বছরের কম হয়, শিশুর খাওয়ানো নিরূপণ করুন এবং মাকে খাওয়ানো বিষয়ক সুপারিশমালা অনুযায়ি পরামর্শ দিন ➢ যদি শিশুর বয়স ৬ মাস বা তার বেশী হয় তাহলে আয়রন ফলেট (আইএফএ) অথবা মাল্টিভিটামিন মাইক্রোনিউটিয়েন্ট দিন ➢ যদি খাওয়ানোর সমস্যা থাকে, ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপের জন্য আসুন

* আপনার এলাকায় জন্মগত রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাব থাকলে শিশুটির ক্ষেত্রে যাচাই করুন

** যদি শিশুর মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি থাকে এবং বর্তমানে নিউট্রিশনাল থেরাপী নিচ্ছে এমন হয়, তাহলে আয়রণ দিবেন না কারণ নিউট্রিশনাল থেরাপীর মধ্যে পরিমাণমত আয়রণ রয়েছে

শিশুর টিকা দান, ভিটামিন ‘এ’ এবং কৃমিনাশক বিষয়ে যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন

টিকা দান সময়সূচী ঃ বাংলাদেশের জাতীয় নীতিমালা অনুসারে

বয়স	টিকা			
জন্ম	বিসিজি	+ ওপিভি-০		
৬ সপ্তাহ	পেন্টা-১	+ ওপিভি-১	+ পিসিভি-১	+ আইপিভি
১০ সপ্তাহ	পেন্টা-২	+ ওপিভি-২	+ পিসিভি-২	
১৪ সপ্তাহ	পেন্টা-৩	+ওপিভি-৩	+ পিসিভি-৩	+ আইপিভি
৯ মাস	এম আর-১			
১৫ মাস	এম আর-২			

কৃমিনাশক বিষয়ে

শিশুকে প্রতি ৬ মাস পর পর কৃমিনাশক দিন বয়স ১ বছর পর থেকে। শিশুর ডোজ কার্ডে তালিকাভুক্ত করুন।

মেবেন্ডাজল অথবা আলবেন্ডাজল দিন

ক্লিনিকে মেবেন্ডাজল অথবা আলবেন্ডাজল এর একটি ডোজ দিন যদি শিশুর বয়স এক বছর বা তার বেশী হয় এবং বিগত ৬ মাসে কোন ডোজ পেয়ে না থাকে।

বয়স	মেবেন্ডাজল এর ডোজ	আলবেন্ডাজল এর ডোজ
১-২ বছর	৫০০ মিগ্রা	২০০ মিগ্রা
২-৫ বছর	৫০০ মিগ্রা	৪০০ মিগ্রা

ভিটামিন ‘এ’ সাপ্লিমেন্টেশন

প্রত্যেক শিশুকে ৬ মাস বয়স থেকে প্রতি ৬ মাস পর পর ভিটামিন ‘এ’ দিন। শিশুর ডোজ কার্ডে তালিকাভুক্ত করুন

ভিটামিন ‘এ’ চিকিৎসা দিন

- **চিকিৎসার** অংশ হিসেবে ভিটামিন ‘এ’ এর একটি অতিরিক্ত ডোজ* দিন (সাপ্লিমেন্টেশন ডোজ এর সমপরিমান), যদিঃ
  - **শিশুর হাম অথবা দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া থাকে**
- যদি শিশু বিগত মাসে ভিটামিন ‘এ’ এর ডোজ পেয়ে থাকে তা হলে **ভিটামিন ‘এ’ দেয়া যাবে না**

বয়স	ভিটামিন ‘এ’ ডোজ
৬ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত	১০০,০০০ আই.ইউ
১ বছর বা তার উর্দ্ধে	২০০,০০০ আই.ইউ

- সর্বদা শিশুর তালিকা রেজিষ্টারে ভিটামিন ‘এ’ এর ডোজটি তালিকাভুক্ত করুন

**প্রফাইলেকটিক MMN/MNP*

(মাল্টিভিটামিন মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট/ আয়রণ ফলিক এসিড)

এক প্যাকেট MMN অথবা ২০ মি.গ্রা. এলিমেন্টাল আয়রণ + ১০০ মাইক্রোগ্রাম ফলিক এসিড (একটা ট্যাবলেট পিডিয়াট্রিক IFA অথবা ৫ মিলি IFA সিরাপ অথবা ১ মিলি IFA ড্রপ) শিশু তীব্র অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার পর ১ বছরে ১০০ দিনের জন্য দিন যদি:

- শিশুর বয়স ৬ মাস বা তার বেশী হয় এবং
- গত বছর ১০০ দিন পিডিয়াট্রিক IFA ট্যাবলেট/ সিরাপ/ ড্রপ পায় নি

মাল্টিপল মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট

বয়স	MMN/MNP প্যাকেট (আয়রণ ১২.৫ মিগ্রা, জিংক ৫ মিগ্রা, ভিটামিন এ ৩০০ মাইক্রোগ্রাম, ফলিক এসিড ১৬০ মাইক্রোগ্রাম এবং ভিটামিন সি ৫০ মিগ্রা)
৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	১ প্যাকেট প্রতি ১ দিন পর পর-মোট ৬০ প্যাকেট ৪ মাসে। যেন আবার না হয় সে জন্য ৬ মাস পর আবার দেওয়া যেতে পারে।

আয়রন অথবা মাল্টিপল মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট দিন

- প্রতিদিন ১ টি করে ১৪ দিনের ডোজ দিন

বয়স অথবা ওজন	আয়রণ/ফোলেট ট্যাবলেট ফেরাস সালফেট ২০০ মিগ্রা + ২৫০ মাইক্রোগ্রাম ফোলেট (৬০ মিগ্রা মৌলিক আয়রণ)	আয়রণ সিরাপ ফেরাস ফিউমারেট ১০০ মিগ্রা/৫ মিলি (২০ মিগ্রা মৌলিক আয়রণ/মিলি)
২ মাস থেকে ৪ মাস পর্যন্ত (৪ - <৬ কেজি)		১.০ মিলি (<১/৪ চা চামচ)
৪ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত (৬ - <১০ কেজি)		১.২৫ মিলি (১/৪ চা চামচ)
১২ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত (১০ - <১৪ কেজি)	১/২ ট্যাবলেট	২.০ মিলি (<১/২ চা চামচ)
৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১৪ - ১৯ কেজি)	১/২ ট্যাবলেট	২.৫ মিলি (১/২ চা চামচ)

দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়ার জন্য মাল্টিভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিন

১০ দিনের জন্য এক ডোজ করে মাল্টিভিটামিনের মিক্সচার দিন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ হাসপাতালে অবশ্যই ভিটামিন ‘এ’-এর একটি ডোজ দিন।

প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি অসুস্থ শিশুকে টিকা দিন

অন্যান্য সমস্যা নিরূপণ করুন এবং প্রয়োজনে রেফার করুন

*National Strategy on Prevention and Control of Micronutrient Deficiencies Bangladesh (2015-2024)

শিশুর চিকিৎসা

রোগ নিরূপণ এবং শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী চার্টের ধাপ অনুসারে চিকিৎসা প্রদান করুন

বাড়ীতে মুখে খাওয়ার ওষুধ সম্পর্কে মাকে বুঝিয়ে দিন

বাড়ীতে মুখে খাওয়ানোর জন্য প্রতিটি ওষুধ সম্পর্কে নীচের নির্দেশগুলো অনুসরণ করুন এবং চার্ট অনুযায়ী প্রতিটি ওষুধের ডোজ প্রদান নিশ্চিত করুন

- শিশুর বয়স এবং ওজন অনুযায়ি যথাযথ ওষুধ এবং ডোজ নির্ধারণ করুন
- শিশুকে ওষুধ দেবার কারণগুলো মা-কে বুঝিয়ে বলুন
- ওষুধের ডোজ কি করে মাপতে হয় তা হাতে কলমে মা-কে দেখিয়ে দিন
- লক্ষ্য করুন ঃ মা নিজে নিজেই ওষুধের ডোজ মাপতে পারেন কিনা
- মাকে বলুন ঃ আপনার শিশুকে ওষুধের প্রথম ডোজটি দিন
- ভালো করে বুঝিয়ে দিন ঃ কেমন করে ওষুধ দিতে হয় তা মাকে বুঝিয়ে দিন তারপর প্যাকেটে নির্দেশনা লিখে দিন - একাধিক ওষুধ দিতে হলে, প্রত্যেকটি ওষুধ আলাদা আলাদা প্যাকেটে দিন
- শিশু সুস্থ হয়ে গেলেও মুখে খাওয়ার প্রত্যেকটি বড়ি অথবা সিরাপের পুরো কোর্সটাই খাওয়াতে হবে এই বিষয়টি বুঝিয়ে দিন
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র ত্যাগ করার আগে মা সবকিছু ভালভাবে বুঝেছেন কিনা তা যাচাই করুন

মুখে খাওয়ার যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিক দিন

- মারাত্মক নিউমোনিয়া অথবা খুব মারাত্মক রোগ, নিউমোনিয়া, কানের তীব্র সংক্রমণ, তীব্র অপুষ্টি, আমাশয় এবং কলেরার জন্য

মারাত্মক নিউমোনিয়া অথবা খুব মারাত্মক রোগ, নিউমোনিয়া

বয়স অথবা ওজন	এমক্সিসিলিন দিনে দুই বার ৫ দিনের জন্য	
	ট্যাবলেট/ ডিসপারসিবল ট্যাবলেট ২৫০ মিগ্রা	সিরাপ ১২৫ মিগ্রা প্রতি ৫ মিলিতে
২ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত (৪ - <১০ কেজি)	১	৬ - ১৫ মিলি
১২ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত (১০ - <১৪ কেজি)	২	১৫ - ২০ মিলি
৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১৪ - <১৯ কেজি)	৩	২০ - ৩০ মিলি

কানের তীব্র সংক্রমণ

১ম সারির এ্যান্টিবায়োটিক ঃ এমক্সিসিলিন
২য় সারির এ্যান্টিবায়োটিক ঃ কোট্রিমোক্সাজল

বয়স অথবা ওজন	এমক্সিসিলিন দিনে দুই বার ৫ দিনের জন্য	
	ট্যাবলেট/ ডিসপারসিবল ট্যাবলেট ২৫০ মিগ্রা	সিরাপ ১২৫ মিগ্রা প্রতি ৫ মিলিতে
২ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত (৪ - <১০ কেজি)	১	৬ - ১৫ মিলি
১২ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত (১০ - <১৪ কেজি)	২	১৫ - ২০ মিলি
৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১৪ - <১৯ কেজি)	৩	২০ - ৩০ মিলি

তীব্র অপুষ্টি

বয়স অথবা ওজন	এমক্সিসিলিন দিনে দুই বার ৫ দিনের জন্য	
	ট্যাবলেট/ ডিসপারসিবল ট্যাবলেট ২৫০ মিগ্রা	সিরাপ ১২৫ মিগ্রা প্রতি ৫ মিলিতে
২ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত (৪ - <১০ কেজি)	১	৬ - ১৫ মিলি
১২ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত (১০ - <১৪ কেজি)	২	১৫ - ২০ মিলি
৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১৪ - <১৯ কেজি)	৩	২০ - ৩০ মিলি

আমাশয়

বয়স অথবা ওজন	সিপ্রোফ্লক্সাসিন ১৫ মিগ্রা/কেজি দিনে দুই বার ৩ দিনের জন্য দিন
	ট্যাবলেট ২৫০ মিগ্রা
২ মাস থেকে ৪ মাস পর্যন্ত (৪ - <৬ কেজি)	১/৪
৪ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত (৬ - <১৪ কেজি)	১/২
৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১৪ - <১৯ কেজি)	১

কলেরা

১ম সারির এ্যান্টিবায়োটিক ঃ টেট্রাসাইক্লিন
২য় সারির এ্যান্টিবায়োটিক ঃ এরিথ্রোমাইসিন

বয়স অথবা ওজন	টেট্রাসাইক্লিন দিনে চার বার ৩ দিনের জন্য দিন	এরিথ্রোমাইসিন দিনে চার বার ৩ দিনের জন্য দিন
	ক্যাপসুল ২৫০ মিগ্রা	ট্যাবলেট ২৫০ মিগ্রা
২ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১০- ১৯ কেজি)	১	১

বয়স অথবা ওজন	কোট্রিমোক্সাজল (ট্রাইমিথোপ্রিম + সালফামিথক্সাজল) দিনে দুই বার ৫ দিনের জন্য		
	প্রাপ্ত বয়স্কদের ট্যাবলেট ৮০ মিগ্রা ট্রাইমিথোপ্রিম + ৪০০ মিগ্রা সালফামিথক্সাজল	শিশুদের ট্যাবলেট ২০ মিগ্রা ট্রাইমিথোপ্রিম + ১০০ মিগ্রা সালফামিথক্সাজল	সিরাপ ৪০ মিগ্রা ট্রাইমিথোপ্রিম + ২০০ মিগ্রা সালফামিথক্সাজল প্রতি ৫ মিলিতে
২ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত (৪ - <১০ কেজি)	১/২	২	৫.০ মিলি
১২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১০ - <১৯ কেজি)	১	৩	৭.৫ মিলি

বাড়ীতে মুখে খাওয়ার ওষুধ সম্পর্কে মাকে বুঝিয়ে দিন

হুইজিং এর জন্য নিঃশ্বাসের সাথে নেয়ার সালবিউটামল দিন

স্পেসার ব্যবহার করুন*

স্পেসার হলো ব্রংকডাইলেটর ঔষধ কার্যকরভাবে ফুসফুসে পৌঁছানোর একটি পদ্ধতি। পাঁচ বছরের নিচে কোন শিশুকে স্পেসার ছাড়া নিঃশ্বাসের সাথে কোন ঔষধ দেয়া উচিত না। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে স্পেসার নেবুলাইজারের মতই কার্যকর

- নিঃশ্বাসের সাথে নেয়ার সালবিউটামল (১০০ মাইক্রো গ্রাম/ পাফ) হতে দুই পাফ দিন
- নিউমোনিয়া শ্রেণীবিভাগ করার পূর্বে ২০ মিনিট পর পর ৩ বার এ পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করুন

নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে স্পেসার তৈরী করা যায়:

- ৫০০ মিলি পানির বোতল বা এ ধরনের বোতল ব্যবহার করুন
- ইনহেলারের মাউথ পিস এর সমমাপের বোতলের তলায় একটি গর্ত করুন। একটি ধারালো ছুরি দিয়ে তা করা যেতে পারে
- উপরের ৪ ভাগের এক ভাগ এবং নীচের ৩/৪ ভাগের মধ্যে বোতলটি কাটুন এবং বোতলের উপরের ১/৪ ভাগ অংশ আলাদা করুন
- বোতলের বড় উন্মুক্ত অংশের বর্ডারে একটি ছোট V কাটুন যাতে তা শিশুর নাকে বসানোর জন্য এবং মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করা যায়
- বোতলের কাঁটা প্রান্ত একটি মোম অথবা লাইটার দিয়ে গলান নরম করার জন্য
- ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একই রকম প্লাষ্টিকের কাপে গর্ত করে মাস্ক তৈরী করা যায় (পলিষ্টাইরিন নয়)
- অন্য ভাবে দোকান থেকে কেনা স্পেসার ব্যবহার করা যায়, যদি সহজ লভ্য হয়

ইনহেলারের সাথে স্পেসারের ব্যবহার:

- ইনহেলারের মুখ খুলুন। ইনহেলারটি ভাল করে ঝাঁকান
- ইনহেলারের মাউথপিসটি বোতলের অথবা প্লাষ্টিক কাপের গর্ত দিয়ে ঢোকান
- বোতলের উন্মুক্ত অংশে শিশু মুখ রাখবে এবং মুখ দিয়ে শ্বাস নিবে এবং শ্বাস ছাড়বে
- ইনহেলারে চাপ দিন এবং বোতলের ভিতর স্প্রে করুন যখন শিশু স্বাবাভিক ভাবে শ্বাস নিতে থাকবে
- ৩ থেকে ৪ বার শ্বাস নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এবং পুনরায় সর্বোমোট ৫ বার স্প্রে করুন
- কম বয়সের শিশুর ক্ষেত্রে কাপটি শিশুর মুখের উপর রাখুন এবং একই ভাবে স্পেসার হিসেবে ব্যবহার করুন
- যদি শিশুর হুইজিং থাকে, সালবিউটামল ইনহেলার ২০ মিনিট পরপর তিনবার ব্যাবহার করুন। যদি কাজ না করে ইনহেলারটি ব্যবহার করবেন না

**** যদি স্পেসার প্রথম বারের মত ব্যবহার করা হয় তা হলে ইনহেলার থেকে ৪ থেকে ৫ টি অতিরিক্ত পাফ দিয়ে কাজের জন্য উপযোগী করতে হবে***

বয়স	সালবিউটামল	
	ট্যাবলেট ২ মিগ্রা	সিরাপ ২ মিগ্রা / ৫ মিলি
১ বছর পর্যন্ত	১/২	২.৫ মিলি
১ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	১	৫ মিলি

নোট ঃ যখন শিশুর অবস্থা ভালোর দিকে যাবে এবং সে ক্ষেত্রে যদি শ্বাসের সাথে নেওয়ার সালবিউটামল না পাওয়া যায় অথবা না কিনতে পারে, তখন ৬ থেকে ৮ ঘন্টা পর পর মুখে খাওয়ার সালবিউটামল (সিরাপ অথবা ট্যাবলেট) দেয়া যেতে পারে

বাড়ীতে মুখে খাওয়ার ওষুধ সম্পর্কে মাকে বুঝিয়ে দিন

মুখে খাওয়ার এ্যান্টিম্যালেরিয়াল দিন

মুখে আরটিমিথার কম্বিনেশন থেরাপি (এসিটি) অথবা অন্যান্য যথাযথ এ্যান্টিম্যালেরিয়াল দিন

ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া ঃ যদি প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম এর জন্য RDT অথবা রক্তে স্মেয়ার পজিটিভ থাকে

- ক্লিনিকে এসিটি এর প্রথম ডোজ দিন এবং ১ ঘন্টার জন্য পর্যবেক্ষণ করুন। যদি শিশু ১ ঘন্টার মধ্যে বমি করে তা হলে পুনরায় ডোজ দিন। ২য় ডোজ বাড়ীতে ৮ ঘন্টা পরে
- নিচে যে ভাবে দেয় হয়েছে সে ভাবে দিনে দুই বার আরও দুই দিনের জন্য
- এসিটি (ACT) খাবারের সাথে নেয়া উচিত

বয়স অথবা ওজন	কো-আরটিমিথার (২০ মিগ্রা আরটিমিথার এবং ১২০ মিগ্রা লিউমফেনট্রিন)					
	দিন-১		দিন-২		দিন-৩	
ওজন	০ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	৩৬ ঘন্টা	৪৮ ঘন্টা	৬০ ঘন্টা
৫ - <১৫ কেজি (৫ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত)	১	১	১	১	১	১
১৫ - <২০ কেজি (৩ বছর থেকে ৫ বছর)	২	২	২	২	২	২

ভাইভেক্স ম্যালেরিয়াঃ যদি রক্তে PV এর জন্য স্মেয়ার পজিটিভ হয়

বয়স অথবা ওজন	ক্লোরোকুইন						প্রিমাকুইন
	দিন-১		দিন-২		দিন-৩		প্রতিদিন একটি করে ১৪ দিন
	ট্যাবলেট ১৫০ মিগ্রা	সিরাপ ৫০ মিগ্রা বেস প্রতি ৫ মিলি	ট্যাবলেট ১৫০ মিগ্রা	সিরাপ ৫০ মিগ্রা বেস প্রতি ৫ মিলি	ট্যাবলেট ১৫০ মিগ্রা	সিরাপ ৫০ মিগ্রা বেস প্রতি ৫ মিলি	ট্যাবলেট (২.৫ মিগ্রা)
২ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত (৪ - <১০ কেজি)	১/২	৭.৫ মিলি	১/২	৭.৫ মিলি	১/৪	৪ মিলি	০
১২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১০ - ১৯ কেজি)	১	১৫ মিলি	১	১৫ মিলি	১/২	৭.৫ মিলি	১

যদি RDT এবং রক্তে স্মেয়ার না পাওয়া যায়, ক্লোরোকুইন দিন

বয়স অথবা ওজন	দিন-১		দিন-২		দিন-৩	
	ক্লোরোকুইন		ক্লোরোকুইন		ক্লোরোকুইন	
	ট্যাবলেট ১৫০ মিগ্রা	সিরাপ ৫০ মিগ্রা বেস প্রতি ৫ মিলি	ট্যাবলেট ১৫০ মিগ্রা	সিরাপ ৫০ মিগ্রা বেস প্রতি ৫ মিলি	ট্যাবলেট ১৫০ মিগ্রা	সিরাপ ৫০ মিগ্রা বেস প্রতি ৫ মিলি
২ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত (৪ - <১০ কেজি)	১/২	৭.৫ মিলি	১/২	৭.৫ মিলি	১/৪	৪ মিলি
১২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১০ - ১৯ কেজি)	১	১৫ মিলি	১	১৫ মিলি	১/২	৭.৫ মিলি

নোট ঃ নির্দিষ্ট ভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য RDT পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিৎ। অনুমানের উপর চিকিৎসা করা যাবে না।

মাকে বাড়িতে স্থানীয় সংক্রমণের চিকিৎসা দিতে শিক্ষা দিন

- কি চিকিৎসা দিতে হবে এবং তা কেন দিতে হবে, মাকে ব্যাখ্যা করুন
- উপযুক্ত ঘর থেকে চিকিৎসার ধাপগুলো বর্ণনা করুন
- মা প্রথমবারের মত চিকিৎসাটি দিচ্ছেন, তা লক্ষ্য করুন (কাশি অথবা গলার প্রদাহের উপশম ব্যতিরেকে)
- চিকিৎসাটি কতবার বাড়িতে দিতে হবে তা তাকে বলুন
- বাড়িতে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হলে, টেট্রাসাইক্লিন মলমের টিউবটি মাকে দিয়ে দিন
- মা বুঝেছেন কিনা তা ক্লিনিক ত্যাগের পূর্বে যাচাই করুন

গলার প্রদাহ এবং কাশি উপশমে নিরাপদ ব্যবস্থা (Safe Remedy) নিন

➢ **সুপারিশকৃত নিরাপদ ব্যবস্থা (Safe remedy)**
- কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়া শিশুদের জন্য - বুকের দুধ
- উষ্ণ পানি
- তুলসী পাতার রস
- লেবুর রস

➢ **নিচের ক্ষতিকারক ওষুধগুলোর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে ঃ**
- কোডিন, এ্যান্টিহিস্টামিন এবং এ্যালকোহোল আছে এমন সব ওষুধ

নাইসটেটিন দিয়ে থ্রাসের চিকিৎসা করুন

➢ **দিনে চার বার ৭ দিন থ্রাসের চিকিৎসা করুন**
- হাত ধুয়ে নিন
- হাতের আঙ্গুলে পরিস্কার নরম কাপর মুড়িয়ে এবং লবন পানিতে ভিজিয়ে মুখ পরিস্কার করতে ব্যবহার করুন
- ১ মিলি নাইসটেটিন দিনে চার বার দিন
- ঔষধ ব্যবহারের পর ২০ মিনিটের জন্য খাওয়ানো বন্ধ রাখুন
- মা যদি বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান তাহলে মায়ের বুকে ঘা আছে কিনা যাচাই করুন, যদি থাকে তখন নাইসটেটিন দিয়ে চিকিৎসা করুন
- মাকে দুধ খাওয়ানোর পর বুক পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দিন। যদি বোতলে দুধ খায় তা হলে কাপ এবং চামচ দিয়ে খাওয়ানোর পরামর্শ দিন
- ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল দিন

টেট্রাসাইক্লিন মলম দিয়ে চোখ সংক্রমণের চিকিৎসা করুন

➢ **উভয় চোখ দিনে চার বার করে পরিস্কার করুন**
- হাত ধুয়ে নিন
- পুঁজ ধীরে ধীরে মুছে ফেলার জন্য পরিস্কার কাপড় ও পানি ব্যবহার করুন

➢ **তারপর দিনে চার বার উভয় চোখে মলম লাগান**
- নিচের পাতার ভিতরের দিকে সামান্য পরিমান মলম দিন
- আবার হাত ধুয়ে ফেলুন

➢ **পুঁজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যান**

➢ **অন্য কোন মলম, ফোঁটা বা অন্য কোন কিছু চোখে দেবেন না**

শুকনো কাপড় দিয়ে কান পরিস্কার করুন এবং কানের ড্রপ দিন

➢ **দিনে অন্ততঃ ৩ বার কান পরিস্কার করুন**
- পরিস্কার শুকনো নরম কাপড় সরু করে পেঁচিয়ে নিন
- এবার পেঁচানো কাপড় শিশুর কানের ভিতর দিন
- ভিজে গেলে কাপড় সরিয়ে নিন
- আবার একটা শুকনো পেঁচানো কাপড় কানে দিন এবং কান শুকনো না হওয়া পর্যন্ত একই ভাবে পুনরায় ব্যবহার করুন
- দুই সপ্তাহ ধরে কুইনোলন* কানের ড্রপ প্রদান করুন

➢ **সাঁতার কাটা এবং কানে পানি ঢুকানো থেকে বিরত থাকুন**

* কুইনোলন কানের ড্রপের মধ্যে থাকে সিপ্রোফ্লক্সাসিন, নরফ্লক্সাসিন, অফ্লক্সাসিন

নাইসটেটিন এবং রিবোফ্লাভিন দিয়ে মুখের ঘায়ের চিকিৎসা করুন

➢ **প্রতিদিন দুই বার করে মুখের ঘা - এর চিকিৎসা করুন**
- হাত ধুয়ে নিন
- হাতের আঙ্গুলে পরিস্কার নরম কাপর মুড়িয়ে এবং লবন পানিতে ভিজিয়ে শিশুর মুখ পরিস্কার করুন
- নাইসটেটিন মুখের ভিতর লাগিয়ে দিন
- আবার হাত ধুয়ে নিন
- রিবোফ্লাভিন দিন
- ব্যথা কমানের জন্য প্যারাসিটামল দিন

অতিরিক্ত জ্বর ($\geq$ ৩৮.৫° সেন্টিঃ অথবা $\geq$ ১০১.৫° ফাঃ) অথবা কান ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল দিন

- ক্লিনিকে প্যারাসিটামল এর একটি ডোজ দিন
- অতিরিক্ত জ্বর এবং কান ব্যাথা থাকলে বাড়িতে প্যারাসিটামল এর আরো ৩ টি ডোজ দিন, প্রত্যেক ছয় ঘন্টা পর পর দেয়ার জন্য

প্যারাসিটামল		
বয়স অথবা ওজন	সিরাপ ১২৫ মিগ্রা	ট্যাবলেট ৫০০ মিগ্রা
২ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত (৪- <১৪ কেজি)	৫ মিলি	১/৪
৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত (১৪ - <১৯ কেজি)	১০ মিলি	১/২

ডায়রিয়া হলে বারবার তরল খাবার দিন এবং স্বাভাবিক খাবার চালু রাখুন

(মাকে **পরামর্শদান চার্ট** অনুযায়ী খাবার বিষয়ে উপদেশ দিন)

পদ্ধতি 'ক'ঃ বাড়ীতে ডায়রিয়ার চিকিৎসা

বাড়ীতে ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য মাকে ৪-টি নিয়ম বুঝিয়ে দিন ।

১. বারবার তরল খাবার দিন
২. জিংক দিন (২ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত)
৩. স্বাভবিক খাবার চালু রাখুন
৪. আবার কখন আসতে হবে

১। বারবার তরল খাবার দিন (শিশু যে পরিমান খেতে পারে)

➢ **মাকে বলুনঃ**
- ঘন ঘন বুকের দুধ দিন এবং প্রতিবারে বেশী সময় ধরে দিন
- যদি শিশু শুধুমাত্র বুকের দুধ খায়, তাহলে সেই সাথে ORS বা নিরাপদ পানি দিন
- যদি শিশু শুধুমাত্র বুকের দুধ না খায়, তাহলে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক তরল খাবার খেতে দিনঃ ORS, সুপারিশকৃত তরল খাবার যেমনঃ (ভাতের মাড়, চিড়ার পানি, মাঠা) অথবা নিরাপদ পানি

➢ **বাড়ীতে ORS দেওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যখনঃ**
- *এ সাক্ষাতে শিশুকে পদ্ধতি "খ" বা "গ" অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়েছে*
- *ডায়রিয়া বেড়ে গেলেও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা সম্ভব নয়*

➢ **ORS তৈরী এবং কিভাবে খাওয়াতে হয় তা মাকে বুঝিয়ে দিন। বাড়ীতে খাওয়ানোর জন্য মাকে ২ প্যাকেট ORS দিন**

➢ **স্বাভাবিক তরল খাবারের সাথে কি পরিমান অতিরিক্ত তরল খাবার দিতে হবে তা মা-কে দেখিয়ে দিন ঃ**

বয়স	**পরিমাপ**
২ বছর পর্যন্ত	৫০ থেকে ১০০ মিলি প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে
২ বছর বা বেশী বয়সের	১০০ থেকে ২০০ মিলি প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে

মাকে বলুনঃ
- কাপ থেকে বারবার অল্প পরিমান খেতে দিন
- শিশু বমি করলে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর আবার খাওয়ান, তবে পূর্বের তুলনায় আরো ধীরে ধীরে
- ডায়রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত তরল খাবার চালু রাখুন

২। জিংক দিন (২ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত)

➢ তীব্র ডায়রিয়া, দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া এবং আমাশয়ের জন্য জিংক সাপ্লিমেন্টেশন দিন

➢ কতটুকু জিংক দিতে হবে মাকে বুঝিয়ে বলুন

বয়স	**জিংক ট্যাবলেট ২০ মিগ্রা**	**স্থিতিকাল**
২ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত (দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া)	১/২	১০ দিন
৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	১	১০ দিন

➢ কিভাবে জিংক সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হয় মাকে দেখিয়ে দিন
- **ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে** - বের করা অল্প পরিমানের বুকের দুধ, ওআরএস অথবা কাপে পরিষ্কার পানির মধ্যে ট্যাবলেট মিশিয়ে দিন
- **বড় শিশুদের ক্ষেত্রে** - ট্যাবলেট চুষে খেতে পারে অথবা কাপে পরিষ্কার অল্প পরিমান পানিতে মিশিয়ে খেতে পারে

৩। স্বাভবিক খাবার চালু রাখুন (যদি ৬ মাসের নিচে হয়, শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ)

৪। আবার কখন আসতে হবে

পদ্ধতি 'খ'ঃ ORS দিয়ে কিছু পানি স্বল্পতার চিকিৎসা

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৪ ঘন্টাব্যাপী সুপারিশকৃত পরিমানে ORS দিন

➢ **প্রথম ৪ ঘন্টা দেবার জন্য ORS-এর পরিমান নির্ণয় করুন**

ওজন	< ৬ কেজি	৬ - < ১০ কেজি	১০ - < ১২ কেজি	১২ - < ২০ কেজি
বয়স*	**৪ মাস পর্যন্ত**	**৪ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত**	**১২ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত**	**২ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত**
৪ ঘন্টাব্যাপী তরলের (মিলি) পরিমাণ	২০০ - ৪৫০	৪৫০-৮০০	৮০০-৯৬০	৯৬০-১৬০০

* *কেবলমাত্র যখন শিশুর ওজন জানা নেই তখন বয়স অনুযায়ী দিন। শিশুর ওজনের (কেজি) সাথে ৭৫ দিয়ে গুণ করে ORS-এর আনুমানিক পরিমান [মিলি-এ] হিসাব করা যেতে পারে*

- প্রদর্শিত পরিমানের চেয়ে বেশী খেতে চাইলে, শিশুকে খেতে দিন
- ৬ মাসের কম বয়সী ছোট শিশু যারা বুকের দুধ খায় না, তাদেরকে এই সময়ে ১০০-২০০ মিলি পরিস্কার পানি পান করতে দিন। যদি আপনি নতুন কম অসমোলারিটির ORS ব্যবহার করেন তাহলে এটির প্রয়োজন নেই

➢ **ORS কেমন করে খাওয়াতে হয় তা মাকে শিখিয়ে দিন**
- কাপ থেকে বারবার অল্প পরিমান খেতে দিন
- শিশু বমি করলে, ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর আবার খাওয়ান, তবে ধীরে ধীরে
- শিশু চাইলে বুকের দুধ খেতে দিন

➢ **৪ ঘন্টা পরে**
- শিশুকে পুনরায় পরীক্ষা করুন এবং পানি স্বল্পতার জন্য শ্রেণী বিভাগ করুন
- চিকিৎসা চালু রাখতে যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচন করুন
- শিশুকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে খাবার দিন

➢ **যদি চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ত্যাগ করতেই চায় ঃ**
- বাড়ীতে ORS কেমন করে তৈরী করতে হয় তা মাকে শিখিয়ে দিন
- বাড়ীতে ৪ ঘন্টাব্যাপী চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হলে কি পরিমান ORS দিতে হবে তা তাকে বুঝিয়ে দিন
- বাড়ীতে লবণ এবং চিনি/গুড় দ্বারা কিভাবে খাবার স্যালাইন তৈরী করবে তা শিখিয়ে দিন (যদি ORS না থাকে)
- বাড়ীতে চিকিৎসার ৪ টি নিয়ম বুঝিয়ে দিন ঃ

১। বারবার তরল খাবার দিন
২। জিংক দিন (২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত)
৩। স্বাভবিক খাবার চালু রাখুন (শুধু মাত্র বুকের দুধ খাওয়ান ৬ মাসের কম বয়স হলে)
৪। আবার কখন আসতে হবে

এই চিকিৎসাগুলো শুধুমাত্র ক্লিনিকে দিন

(ডায়রিয়া হলে বারবার তরল খাবার দিন এবং স্বাভাবিক খাবার চালু রাখুন)

পদ্ধতি 'গ': চরম পানি স্বল্পতার দ্রুত চিকিৎসা

তীর চিহ্ন অনুসরণ করুন। যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে ডান দিকের তীর চিহ্ন অনুসরণ করুন। যদি 'না' হয় তবে নীচের তীর চিহ্ন অনুসরণ করুন

এখান থেকে শুরু করুন

আপনি কি অনতিবিলম্বে শিরায় স্যালাইন দিতে পারেন ?

হ্যাঁ →

- **দ্রুত শিরায় স্যালাইন দেওয়া শুরু করুন**
- **যদি শিশু পান করতে পারে, তবে শিরায় স্যালাইন দেওয়ার আগে ORS দিতে থাকুন**
- প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১০০ মিঃ লিঃ কলেরা স্যালাইন/রিঙ্গার্স ল্যাকটেট দিন (যদি না থাকে তবে নরমাল স্যালাইন দিন)। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ভাগ করুন:

বয়স	প্রথমে দিন ৩০ মিলি/কেজি	তারপর দিন ৭০ মিলি/কেজি
ছোট শিশু (১২ মাস বয়সের নীচের শিশু)	১ ঘন্টা*	৫ ঘন্টা
শিশু (১২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	৩০ মিনিট*	২ ঘন্টা ৩০ মিনিট

** যদি রেডিয়াল পালস খুব দূর্বল থাকে বা নিরূপণ করা না যায় তাহলে একবার পূনরাবৃত্তি করুন*

- **৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পর পর শিশুকে পর্যবেক্ষণ করুন**। যদি পানি স্বল্পতার কোন উন্নতি না হয় তবে আরো ১ ঘন্টার জন্য একই পরিমাণ স্যালাইন প্রদান করুন
- শিশু যখনই পান করতে পারে তখনই ORS দিন (৫ মিঃ লিঃ/কেঃ জিঃ/১ ঘন্টা) সাধারণত: খুব ছোট শিশুদের বেলায় ৩-৪ ঘন্টা পর এবং বড় শিশুদের বেলায় ১-২ ঘন্টা পর
- ৬ ঘন্টা পর খুব ছোট শিশুদের এবং ৩ ঘন্টা পর বড়দের পুনরায় পরীক্ষা করুন। পানি স্বল্পতা নিরূপন করুন। চিকিৎসার জন্য যথাযথ চিকিৎসা পদ্ধতি ('ক', 'খ' বা 'গ') নির্ধারণ করুন

না ↓

কাছাকাছি অন্তঃশিরা স্যালাইন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা অছে কিনা (৩০ মিনিটের মধ্যে)

হ্যাঁ →

- **অতি দ্রুত অন্তঃশিরা স্যালাইন দেয়ার জন্য রেফার করুন**
- শিশু তখনও পান করতে পারলে ORS খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে যান এবং যাত্রাপথে কিভাবে ঘন ঘন চুমুক দিয়ে খাওয়াবে বা ন্যাজোগ্যাসট্রিক টিউব এর মাধ্যমে ORS প্রদান করবে তা দেখিয়ে দিন

না ↓

আপনি কি ন্যাজোগ্রাসট্রিক টিউব দিয়ে পানি স্বল্পতা পূরণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত?

না ↓

শিশু কি পান করতে পারে?

হ্যাঁ →

- **ন্যাজোগ্যাসট্রিক টিউব এর সাহায্যে (অথবা মুখে) ORS প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করুন**: ২০ মিলি/কেজি/ঘন্টা হিসেবে ৬ ঘন্টার জন্য (মোট ১২০ মিলি /কেজির জন্য) প্রদান করুন
- **স্থানান্তরের জন্য অপেক্ষমান সময়ে প্রতি ১-২ ঘন্টা পর পর রোগীকে পর্যবেক্ষন করুন:**
  - যদি বারবার বমি হয় অথবা পেট ফেঁপে যায় তবে স্যালাইন খুব ধীরে ধীরে দিন
  - যদি ৩ ঘন্টার মধ্যে পানি স্বল্পতা উন্নতি না হয় তবে শিরায় স্যালাইন দেওয়ার জন্য রেফার করুন
- ৬ ঘন্টা পর রোগীকে পুনরায় পর্যবেক্ষন করুন। পানি স্বল্পতা নিরূপন করুন। চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথ চিকিৎসা পদ্ধতি ('ক', 'খ' বা 'গ') নির্ধারণ করুন

না ↓

রোগীকে অন্তঃশিরা স্যালাইন অথবা ন্যাজোগ্রাসট্রিক টিউব দিয়ে চিকিৎসার জন্য অতি দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করুন

লক্ষণীয়

- যদি হাসপাতালে রেফার করা না হয়, পানি স্বল্পতা পূরণের ৬ ঘন্টা পর রোগীকে দেখুন এবং নিশ্চিত হন যে মা ওআরএস দিয়ে পানি স্বল্পতা পুরণ করতে পারছে
- চিকিৎসা চলমান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তরল প্রদান করুন

দীর্ঘমেয়াদি ডায়রিয়ার জন্য মাল্টিভিটামিন সাপ্লিমেন্টাশেন দিন

- **১০ দিনের জন্য মাল্টিভিটামিন মিক্সারের একটি ডোজ দিন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/ হাসপাতালে ভিটামিন 'এ' এর একটি ডোজ দিন**

- **শিশুর কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন থাকলে, তাকে যথাযথ এ্যান্টিবায়োটিকের এক ডোজ এবং জরুরী চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে রেফার নিশ্চিত করুন**
- **ব্যতিক্রম : পদ্ধতি 'গ' অনুযায়ী শিশুর পানি স্বল্পতার চিকিৎসা করলে বিপজ্জনক চিহ্নগুলি দূরীভূত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আর হাসপাতালে প্রেরনের প্রয়োজন নেই**

নিম্নোক্ত চিকিৎসাগুলো শুধুমাত্র ক্লিনিকে দিন

- ➤ শিশুকে ওষুধ দেবার কারণগুলো মা-কে বুঝিয়ে বলুন
- ➤ শিশুকে বয়স বা ওজন অনুপাতে যথার্থ ওষুধ এবং ডোজ নির্ধারণ করুন
- ➤ জীবাণুমুক্ত সুঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন ইনজেকশন দেয়ার সময়
- ➤ ডোজটি সঠিকভাবে নিরূপণ করুন
- ➤ ঔষধটি মাংশ পেশীতে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হবে
- ➤ শিশুকে হাসপাতালে রেফার করা সম্ভব না হলে নিম্নের নির্দেশগুলো অনুসরণ করুন

মাংসপেশীতে এ্যান্টিবায়োটিক দিন

দ্রুত রেফার করার আগে শিশুকে এ্যান্টিবায়োটিক দিন

জেন্টামাইসিন

- **অমিশ্রিত ২ মিলি ভায়াল ব্যবহার করুন (৮০ মিগ্রা/ ২ মিলি)**
- **ডোজের পরিমান নিচে দেওয়া হয়েছে। যে সব শিশুর ওজন তালিকা নিচের দিকে আছে তাদের জন্য কম ডোজ ব্যবহার করুন এবং যে সব শিশুর ওজন তালিকার উপরের দিকে আছে তাদের জন্য বেশী ডোজ ব্যবহার করুন**

যদি রেফার সম্ভব না হয় অথবা দেরী হয় তা হলে দিনে একবার করে ২ দিনের জন্য জেন্টামাইসিন ইনজেকশন দিন

বয়স	ওজন	জেন্টামাইসিন ২ মিলি ভায়াল ৮০ মিগ্রা/ ২ মিলি
২ মাস থেকে ৪ মাস পর্যন্ত	৪ – <৬ কেজি	০.৫ – ১.০ মিলি
৪ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত	৬ – <১০ কেজি	১.১ – ১.৮ মিলি
১ বছর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত	১০ – <১৫ কেজি	১.৯ – ২.৭ মিলি
৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	১৫ – ২০ কেজি	২.৮ – ৩.৫ মিলি

রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধে শিশুকে চিকিৎসা দিন, হাসপাতালে নেওয়ার সময়/ রেফারের সময়

যদি শিশু বুকের দুধ খেতে পারে ঃ

- মাকে বলুন শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে

যদি শিশু বুকের দুধ চুষতে না পারে, কিন্তু গিলতে পারে, তাহলে ঃ

- চাপ দিয়ে বের করা বুকের দুধ বা বুকের দুধের বিকল্প দিন
- এ গুলো কোনটিই না পাওয়া গেলে, চিনি মিশ্রিত পানি দিন
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র ত্যাগ করার আগে ৩০-৫০ মিলি দুধ অথবা চিনির শরবত দিন

** চিনির শরবত তৈরী পদ্ধতি ঃ ৪ চা চামচ চিনি (২০ গ্রাম) ২০০ মিলি নিরাপদ পানিতে মিশিয়ে দিন*

যদি শিশু গিলতে না পারে ঃ

- ন্যাজোগ্যাসট্রিক নলের সাহায্যে ৫০ মিলি দুধ বা চিনির শরবত দিন
- যদি ন্যাজোগ্যাসট্রিক নল না থাকে, এক চামচ চিনি ১-২ ফোঁটা পানিতে ভিজিয়ে জিহবার নিচে দিন এবং পুনরাবৃত্তি এড়াতে ২০ মিনিট পর পর দিন

খিঁচুনি বন্ধ করার জন্য ডায়াজিপাম দিন

- পায়ু পথে নিডেল ছাড়া অথবা ক্যাথেটার ব্যবহার না করে ০.৫ মিগ্রা/কেজি ডায়াজিপাম ইনজেকশন সলিউশন দিন
- যদি ১০ মিনিট পর খিঁচুনি বন্ধ না হয় তবে আবারও ডায়াজিপাম দিন

ওজন	বয়স	ডায়াজিপাম এর ডোজ (১০ মিগ্রা/ ২ মিলি)
< ৫ কেজি	< ৬ মাস	০.৫ মিলি
৫ - <১০ কেজি	৬ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত	১.০ মিলি
১০- <১৪ কেজি	১২ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত	১.৫ মিলি
১৪ - ১৯ কেজি	৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	২.০ মিলি

ফলোআপ চিকিৎসা দিন

- ফলোআপ-এর জন্য পূর্ববর্তী শ্রেনী বিভাগের সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘরের নির্দেশনা মোতাবেক যত্ন নিন
- শিশুর যদি নতুন কোন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে রোগ নিরূপণ ও শ্রেনী বিভাগ চার্ট মোতাবেক শিশুর রোগ নিরূপন, শ্রেনী বিভাগ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা দিন

নিউমোনিয়া

৩ দিন পর ঃ

শিশুর সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্নগুলি যাচাই করুন
শিশুর কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট নিরূপণ করুন
পরিমাপ করুন:
– শিশুটির অক্সিজেন স্যাচুরেশন (SpO_2) <৯০%?
জিজ্ঞেস করুন ঃ
– শিশু কি ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে?
– শিশুর বুকের নিচের অংশ কি ডেবে যায়?
– শিশুর জ্বর কি কমেছে?
– শিশু কি ভালভাবে খাচ্ছে ?

} *রোগ 'নিরূপণ এবং শ্রেণীবিভাগ' চার্ট দেখুন*

চিকিৎসা ঃ

- যদি *যে কোন একটিও সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন দেখা দেয় অথবা ষ্ট্রাইডর থাকে অথবা শিশুটির অক্সিজেন স্যাচুরেশন (SpO_2)<৯০%*, তাহলে মাংশপেশীতে জেন্টামাইসিন এবং মুখে খাওয়ার এমক্সিসিলিন দিন। তারপর **জরুরী ভিত্তিতে** হাসপাতালে রেফার করুন
- যদি বুকের নিচে ডেবে যায় এবং/ অথবা *শ্বাস প্রশ্বাসের হার, জ্বর এবং খাওয়া দাওয়া একই রকম থাকে,* তাহলে **জরুরী ভিত্তিতে** হাসপাতালে রেফার করুন
- যদি *শ্বাস প্রশ্বাস ধীরগতি সম্পন্ন হয়, বুকের নিচে ডেবে যাওয়া না থাকে, জ্বর কম থাকে, খাওয়া দাওয়া ভাল থাকে,* তাহলে ৫ দিনের এন্টিবায়োটিক সম্পূর্ণ করুন

দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া

৫ দিন পর ঃ

জিজ্ঞেস করুন ঃ
– ডায়রিয়া বন্ধ হয়েছে কি?
– শিশু প্রতিদিন কতবার ক'রে পাতলা পায়খানা করছে?

চিকিৎসা ঃ

- যদি *ডায়রিয়া বন্ধ না হয়ে থাকে (শিশুর এখনো প্রতিদিন ৩ বা ততোধিক বার পাতলা পায়খানা হচ্ছে)* শিশুকে পুনরায় নিরূপণ করুন। প্রয়োজন মত চিকিৎসা দিন। তারপর হাসপাতালে **রেফার** করুন
- যদি *ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে থাকে (শিশুর প্রতিদিন ৩ বারের কম পাতলা পায়খানা হচ্ছে)* মাকে শিশুর বয়স অনুযায়ী সুপারিশকৃত খাবার খাওয়াতে বলুন

আমাশয়

৩ দিন পর ঃ

শিশুর ডায়রিয়া নিরূপণ করুন। > রোগ 'নিরূপণ এবং শ্রেণীবিভাগ' চার্ট দেখুন।

জিজ্ঞেস করুন ঃ
– পায়খানার পরিমাণ কি কমেছে?
– মলে কি রক্তের পরিমাণ কমেছে?
– শিশুর জ্বর কি কমেছে?
– পেট ব্যাথা কি কমেছে?
– শিশু কি পূর্বের চেয়ে ভালভাবে খাচ্ছে?

চিকিৎসা ঃ

- শিশুর *পানি স্বল্পতা* থাকলে তার চিকিৎসা করুন
- যদি *পাতলা পায়খানার সংখ্যা, মলে রক্তের পরিমান, জ্বর, পেট ব্যাথা অথবা খাওয়া একই রকম বা খারাপ হয়:* **হাসপাতালে রেফার করুন**
- যদি *পায়খানার সংখ্যা কমে যায়, মলে রক্তের পরিমান কমে যায়, পেট ব্যাথা কমে যায় এবং পূর্বের চেয়ে ভালভাবে খায়* তাহলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সিপ্রোফ্লক্সাসিন চালু রাখুন

নিশ্চিত হন মা ওরাল রিহাইড্রেশন পদ্ধতি ঠিকতম বুঝতে পেরেছে কিনা এবং সপ্তাহে এক দিন অতিরিক্ত খাবার দেয়ার ব্যাপারে বুঝেছে কিনা

ফলোআপ চিকিৎসা দিন

ম্যালেরিয়া

যদি ৩ দিন পরও জ্বর থাকে তা হলে ঃ

- শিশুটি পুনরায় নিরূপণ করুন > *'রোগ নিরূপণ এবং শ্রেণীবিভাগ চার্ট'* দেখুন
- পুনরায় RDT করার দরকার নাই, যদি সাম্প্রতিক ভিজিটে পজিটিভ না হয়

চিকিৎসা ঃ

➢ যদি শিশুর ***যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন অথবা ঘাড় শক্ত থাকে*** তবে 'খুব মারাত্মক জ্বর জনিত রোগ' হিসেবে চিকিৎসা করুন

➢ যদি শিশুর ***ম্যালেরিয়া ব্যতীত জ্বরের অন্য কোন কারণ থাকে,*** তার চিকিৎসা করুন

➢ যদি ***আপাতঃ দৃষ্টিতে জ্বরের অন্য কোন কারন না থাকে ঃ***

– যদি জ্বর ৭ দিনের বেশী থাকে রোগ নিরূপনের জন্য **রেফার** করুন

– মাইক্রোসকপি কররুন ম্যালেরিয়া জীবাণু দেখার জন্য, যদি জীবাণু থাকে এবং শিশু প্রথম সারির এন্টি-ম্যালেরিয়াল সম্পন্ন করে তা হলে দ্বিতীয় সারির এ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল দিন, যদি থাকে অথবা হাসপাতালে **রেফার** করুন

– আপাত: দৃষ্টিতে যদি জ্বরের অন্য কোন কারন না থাকে এবং জীবাণু দেখার জন্য মাইক্রোসকপি না করা যায় তা হলে হাসপাতালে **রেফার** করুন

জ্বর- ম্যালেরিয়া নয়

যদি ৩ দিন পরও জ্বর থাকে তা হলে ঃ

- শিশুটি পুনরায় নিরূপণ করুন > *'রোগ নিরূপণ এবং শ্রেণীবিভাগ চার্ট'* দেখুন
- পুনরায় ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করুন (RDT/BSE)

চিকিৎসা ঃ

➢ যদি শিশুর ***যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন অথবা ঘাড় শক্ত থাকে*** তবে **'খুব মারাত্মক জ্বর জনিত রোগ'** হিসেবে চিকিৎসা করুন

➢ যদি শিশুর ***ম্যালেরিয়া টেষ্ট পজিটিভ থাকে,*** মুখে খাওয়ার প্রথম সারির এন্টিম্যালেরিয়াল দিন। যদি জ্বর উপশম না হয়ে থাকে, তাহলে মাকে তিন দিনের মধ্যে পূনরায় আসতে পরামর্শ দিন

➢ যদি ***ম্যালেরিয়া ছাড়া জ্বরের অন্য কোন কারন থাকে,*** চিকিৎসা দিন

➢ যদি ***আপাতঃ দৃষ্টিতে ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র কারন*** হয় ঃ

– মুখে খাওয়ার এন্টিম্যালেরিয়াল দিয়ে চিকিৎসা করুন। যদি জ্বর থাকে, তাহলে মাকে তিন দিনের মধ্যে পূনরায় আসতে পরামর্শ দিন

➢ যদি ***আপাতঃ দৃষ্টিতে জ্বরের অন্য কোন কারন না থাকে ঃ***

– যদি জ্বর ৭ দিন থাকে, নিরূপনের জন্য **রেফার** করুন

চোখে অথবা মুখে জটিলতা সহ হাম, মুখের ঘা অথবা থ্রাস

৩ দিন পর ঃ

- চোখ লাল এবং চোখ দিয়ে পুঁজ পড়ছে কি না দেখুন?
- মুখে ঘা আছে কি না দেখুন
- মুখে গন্ধ আছে কি না দেখুন

চোখ সংক্রমনের জন্য চিকিৎসা ঃ

➢ যদি ***চোখ থেকে পুঁজ পড়ে,*** চোখ সংক্রমণ কিভাবে তিনি চিকিৎসা করেছিলেন তা মাকে জিজ্ঞেস করুন। যদি সঠিক চিকিৎসা দিয়ে থাকে তবে হাসপাতালে রেফার করুন। আর যদি সঠিক চিকিৎসা না হয়ে থাকে তাহলে মাকে সঠিক চিকিৎসা বুঝিয়ে দিন
➢ যদি ***পুঁজ পড়া বন্ধ হয়ে থাকে কিন্তু চোখ এখনও লাল,*** তাহলে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে বলুন
➢ যদি ***পুঁজ পড়া বন্ধ হয় অথবা চোখ লাল না থাকে,*** চিকিৎসা বন্ধ করুন

মুখের ঘা-এর চিকিৎসা ঃ

➢ যদি ***মুখের ঘা আরোও খারাপ হয়ে থাকে অথবা মুখ থেকে খুব দুর্গন্ধ আসতে থাকে,*** তাহলে হাসপাতালে **রেফার** করুন
➢ যদি ***মুখের ঘা একই রকম অথবা তুলনামলক ভাবে ভাল হয়,*** তাহলে মোট ৭ দিন পর্যন্ত নাইসটেটিন অয়েন্টমেন্ট এবং রিবোফ্লোভিন দিয়ে চিকিৎসা করুন

থ্রাস এর চিকিৎসা ঃ

➢ যদি ***থ্রাস খারাপ হয়*** তাহলে চিকিৎসা ঠিকমত দেয়া হয়েছে কিনা যাচাই করুন
➢ যদি শিশুর ***গলঃধকরনে কোন সমস্যা থাকে,*** হাসপাতালে **রেফার** করুন
➢ যদি ***থ্রাস একই রকম থাকে অথবা ভাল হয়,*** শিশু ভাল খাওয়া দাওয়া করে, তাহলে নাইসটেটিন ব্যবহার করা চালিয়ে যান ৭ দিনের জন্য

ফলোআপ চিকিৎসা দিন

ফলোআপ-এর পূর্ববর্তী শ্রেনী বিভাগের সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘরের নির্দেশনা মোতাবেক যত্ন নিন

শিশুর যদি নতুন কোন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে *রোগ নিরূপণ ও শ্রেনী বিভাগ* চার্ট মোতাবেক শিশুর রোগ নিরুপন, শ্রেনী বিভাগ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা দিন

কানের সংক্রমণ

৫ দিন পর ঃ

- কানের সমস্যার জন্য পুনরায় নিরূপণ করুন > *'রোগ নিরূপণ এবং শ্রেণী বিভাগ চার্ট'* দেখুন
- শিশুর তাপমাত্রা মেপে নিন

চিকিৎসা ঃ

➢ যদি ***কানের পেছনে ব্যাথাসহ ফোলা অথিক অথবা জ্বর (৩৮.৫° সেন্টি বা ততোধিক) থাকে,*** **জরুরী ভিত্তিতে** হাসপাতালে রেফার করুন

➢ ***কানের তীব্র সংক্রমণ ঃ***

– যদি ***কানে ব্যাথা বা পুঁজ পড়ে,*** একই এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আরো ৫ দিন চিকিৎসা করুন। শুকনো কাপড় দিয়ে কান পরিস্কার করুন। ৫ দিন পর চিকিৎসা পরবর্তী ব্যবস্থাপনার জন্য আসুন

– ***যদি কানে ব্যাথা বা পুঁজ পড়া না থাকে:*** ভালো কাজের জন্য মাকে প্রশংসা করুন। যদি তিনি ৫ দিনের এ্যান্টিবায়োটিক শেষ না করে থাকেন, তাহলে তা সম্পূর্ণ করতে বলুন

➢ ***কানের দীর্ঘ স্থায়ী সংক্রমণ ঃ***

– মা সঠিকভাবে শুকনো নরম কাপড় দিয়ে কান পরিস্কার করছেন কি না এবং দিনে ৩ বার কুইনোলন ড্রপ দিচ্ছে কিনা যাচাই করুন। কাজটা চালু রাখতে মাকে উৎসাহ দিন

খাওয়ানোর সমস্যা

৭ দিন পর ঃ

খাওয়ানো পুনরায় নিরূপণ করুন > 'মাকে পরামর্শদান চার্ট'-এর উপরিভাগের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। প্রাথমিক সাক্ষাতে খাওয়ানো বিষয়ে কোন সমস্যা হয়েছিল কি না জিজ্ঞেস করুন

➢ চলমান অথবা নতুন কোন খাওয়ানোর সমস্যা থাকলে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন। খাওয়ানোর ব্যাপারে মাকে যদি গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তাহলে শিশুকে আবার নিয়ে আসতে বলুন

➢ যদি শিশুর মাঝারি তীব্র অপুষ্টি থাকে শিশুর WHF/L, MUAC এর জন্য প্রথম সাক্ষাতের ৩০ দিন পর শিশুকে নিয়ে মাকে আবার আসতে বলুন

রক্ত স্বল্পতা

১৪ দিন পর ঃ

➢ আয়রন দিন। আরো আয়রণের জন্য মাকে ১৪ দিনের মধ্যে পুনরায় আসতে বলুন

➢ প্রতি ১৪ দিন পর পর পুরো দুই মাস আয়রণ দিতে থাকুন

➢ দুই মাস পরেও যদি শিশুর হাতের তালু ফ্যাকাসে থাকে, নিরুপণের জন্য হাসপাতালে রেফার করুন

জটিলতাবিহীন মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি

১৪ দিন পর অথবা নিয়মিত ফলোআপের সময় ঃ

- শিশুকে পুনরায় নিরূপণ করুন > 'রোগ নিরূপণ এবং শ্রেণী বিভাগ চার্ট' দেখুন
- শিশুকে প্রাথমিক ভিজিটের অনুরূপ করে পরিমাপ করুন (WFH/L, MUAC):
- যাচাই করুন, উভয় পা ফুলেছে কিনা
- যদি শিশুর বয়স ৬ মাস বা তার বেশী হয় তা হলে থেরাপীওটিক ফুড দিয়ে শিশুর ক্ষুধা যাচাই করুন

চিকিৎসা ঃ

➢ যদি শিশুর **জটিল মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি** থাকে (উভয় পা ফুলেছে কি না, অথবা WFH/L –3 z score এর কম, অথবা MUAC ১১৫ মি.মি এর কম এবং নিচের কোনটির মধ্যে ঃ স্বাস্থ্যগত জটিলতা আছে), **তা হলে অবিলম্বে হাসপাতালে রেফার করুন**

➢ যদি শিশুর **জটিলতাবিহীন মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি** থাকে (WFH/L –3 z score এর কম হয়, অথবা MUAC ১১৫ মি.মি এর কম এবং যদি স্বাস্থ্যগত কোন জটিলতা না থাকে) যথাযথ নিউট্রিশনাল থেরাপী খাওয়ানো চালিয়ে যেতে মাকে উৎসাহ এবং পরামর্শ দিন। ১৪ দিনের মধ্যে মাকে পুনরায় আসতে বলুন

➢ যদি শিশুর **মাঝারী তীব্র অপুষ্টি** থাকে (WFH/L –3 এবং –2 z score এর কম অথবা MUAC ১১৫ থেকে ১২৫ মি.মি এর মধ্যে), যথাযথ নিউট্রিশনাল থেরাপী খাওয়ানো চালিয়ে যেতে মাকে উৎসাহ এবং পরামর্শ দিন বয়স ভিত্তিক খাবারের তালিকা অনুযায়ী শিশুকে অন্যান্য খাবার খাওয়ানের জন্য মাকে পরামর্শ দিন (মাকে পরামর্শ দেয়ার চার্ট দেখুন)। ১৪ দিনের মধ্যে মাকে পুনরায় আসতে বলুন

➢ যদি শিশুর **তীব্র অপুষ্টি না থাকে** (WFH/L –2 z score অথবা এর বেশী, অথবা MUAC ১২৫ মি.মি অথবা বেশী)। মাকে প্রশংসা করুন, নিউট্রিশনাল থেরাপী বন্ধ রাখুন এবং বয়স ভিত্তিক খাবারের তালিকা অনুযায়ী শিশুকে অন্যান্য খাবার খাওয়ানের জন্য মাকে পরামর্শ দিন

মাঝারী তীব্র অপুষ্টি

৩০ দিন পর ঃ

শিশুকে প্রাথমিক ভিজিটের অনুরূপ করে পরিমাপ করুন (WFH/L, MUAC):

- যদি WFH/L, শিশুর ওজন মাপুন, উচ্চতা অথবা দৈর্ঘ্য এবং WFH/L পরিমাপ করুন
- যদি MUAC, পরিমাপের সময় MUAC টেইপ ব্যবহার করুন
- শিশুর উভয় পা ফুলেছে কিনা যাচই করুন

পুনরায় শিশুর খাবার নিরূপণ করুন। **মাকে পরামর্শ** দেয়ার চার্টের প্রশ্নগুলো দেখুন

চিকিৎসা ঃ

➢ যদি শিশুর **মাঝারী তীব্র অপুষ্টি না থাকে**, তাহলে খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাকে প্রশংসা করুন এবং উৎসাহ দিন

➢ যদি এখনও শিশুর **মাঝারী তীব্র অপুষ্টি থাকে**, শিশুর কোন খাবারের সমস্যা আছে কিনা সে সম্পর্কে মাকে জিজ্ঞেস করুন। ১ মাসের মধ্যে পুনরায় মাকে আসতে বলুন। যতদিন না পর্যন্ত শিশু ঠিকমত খেতে পারে এবং শিশুর ওজন নিয়মিত বৃদ্ধি পায় এবং WFH/L –2 z score অথবা এর বেশী অথবা MUAC ১২৫ মি.মি এর বেশী, ততদিন পর্যন্ত মাকে প্রতি মাসে শিশুকে নিয়ে আসার জন্য পরামর্শ দিন

ব্যতিক্রম ঃ

- যদি আপনি মনে করেন শিশুর খাওয়া দাওয়া ভালো হচ্ছে না অথবা শিশুর ওজন বাড়ছে না অথবা তার MUAC কমছে তা হলে হাসপাতালে রেফার করুন

মাকে পরামর্শ দিন

খাওয়ানোর সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন

শিশুর খাওয়ানোর বিষয় নিরূপণ করুন

সকল শিশু ৬ মাস বা তাদের উর্ধ্বে যাদের **চরম তীব্র অপুষ্টি** (দুই পা ফুলে যাওয়া অথবা WFH/L –3 z score এর কম অথবা MUAC ১১৫ মিমি এর কম)¸এবং কোন স্বাস্থ্যগত জটিলতা নেই তাদের খাওয়ানোর বিষয়ে নিরূপন করতে হবে।

খাওয়ানোর বিষয় প্রাথমিক ভিজিট এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিটি ফলো-আপ ভিজিটের সময় নিরূপন করতে হবে। একটি আলাদা জায়গার ব্যবস্থা থাকবে যেখানে মা তার শিশুকে নিউট্রিশনাল থেরাপি খাওয়াতে পারবে। সাধারনতঃ বাচ্চারা ৩০ মিনিট ধরে নিউট্রিশনাল থেরাপি খেয়ে থাকে।

মাকে বুঝিয়ে দিন ঃ

- শিশুর খাবার নিরূপনের উদ্দেশ্য
- নিউট্রিশনাল থেরাপি কি?
- নিউট্রিশনাল থেরাপি কি ভাবে দিতে হয় ঃ
  - নিউট্রিশনাল থেরাপি দেয়ার পূর্বে হাত ধুয়ে নিন
  - শিশুকে কোলে নিয়ে বসুন এবং ধীরে ধীরে নিউট্রিশনাল থেরাপি খাওয়ান
  - শিশুকে জোর করে নিউট্রিশনাল থেরাপি না খাওয়ানোর জন্য উৎসাহিত করুন
  - নিউট্রিশনাল থেরাপি খাওয়ানোর সময় শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমানে পরিষ্কার পানি দিন

শিশুকে যথাযথ পরিমানে নিউট্রিশনাল থেরাপি খেতে দিন ঃ

- ৩০ মিনিট পর যাচাই করুন শিশু সম্পূর্ণ পরিমান নিউট্রিশনাল থেরাপি শেষ করতে পেরেছে কিনা এবং সিদ্ধান্ত নিন
  - শিশু ৩০ মিনিটের মধ্যে নিউট্রিশনাল থেরাপির ১/৩ অংশ (৯২ গ্রাম) অথবা ৩ চামচ **শেষ করতে পেরেছে** কিনা
  - শিশু ৩০ মিনিটের মধ্যে নিউট্রিশনাল থেরাপির ১/৩ আংশ (৯২ গ্রাম) অথবা ৩ চামচ **শেষ করতে পারেনি** কিনা

খাওয়ানো সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন

শিশুর খাওয়ানোর বিষয় নিরূপণ করুন

দুই বছরের কম বয়সী শিশু যাদের মাঝারী তীব্র অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা রয়েছে তাদের খাওয়ানোর বিষয় নিরূপণ করুন। শিশুর প্রতি দিনের খাবার খাওয়ানো এবং এই অসুস্থাবস্থায় খাওয়ানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। মায়ের উত্তরগুলি শিশুর বয়স অনুযায়ী নিচের ***সুপারিশকৃত খাবারগুলোর*** সাথে তুলনা করুন

জিজ্ঞেস করুন - আপনি কিভাবে আপনার শিশুকে খাওয়ান?

- **আপনি কি আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান?**
  - দিনে কতবার খাওয়ান?
  - রাতেও কি বুকের দুধ খাওয়ান?
- **শিশু কি অন্য কোন খাবার বা তরল খায়?**
  - কি খাবার বা তরল খায়?
  - দিনে কতবার খায়?
  - আপনি শিশুকে কিভাবে খাওয়ান?
- **যদি শিশুর মাঝারী তীব্র অপুষ্টি থাকে, জিজ্ঞেস করুন:**
  - কি পরিমান খাওয়ান?
  - শিশু কি নিজের জন্য নির্ধারিত খাবার খায়?
  - শিশুকে কে খাওয়ান এবং কিভাবে খাওয়ান?
  - ঘরে কোন কোন খাবার সবসময় থাকে?
- **এই অসুস্থকালে, শিশুর খাওয়া কি পরিবর্তন হয়েছে?**
  - হ্যাঁ হলে, কেমন পরিবর্তন?

খাওয়ানো সম্পর্কে মা'কে পরামর্শ দিন

খাওয়ানোর সুপারিশ

অসুস্থ এবং সুস্থ অবস্থায় বয়স ভিত্তিক খাওয়ানোর তালিকা

জন্ম থেকে ১ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত	১ সপ্তাহ থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত	৬ মাস বয়স থেকে ৯ মাস বয়স পর্যন্ত	৯ মাস বয়স থেকে ১২ মাস বয়স পর্যন্ত	১২ মাস বয়স থেকে ২ বছর পর্যন্ত	২ বছর এবং তার উর্ধ্বে
জন্মের পর তাৎক্ষনিকভাবে শিশু এবং মায়ের উভয়ের চামড়া পরস্পরের সংস্পর্শে রাখুন শিশুকে জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ান। শিশুকে প্রথম ঘন, হলুদ শাল দুধ দিন। এটি শিশুকে অনেক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। দিনে এবং রাতে শিশু যতবার চায় ততবার শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান। কমপক্ষে ২৪ ঘন্টায় ৮ বার। বারে বারে দুধ খাওয়ানো অতিরিক্ত দুধ তৈরীতে সহায়তা করে। যদি শিশু ছোট হয় (কম ওজনের) কমপক্ষে প্রতি দুই থেকে তিন ঘন্টা পর পর খাওয়ান। যদি শিশু নিজ থেকে না জাগে তা হলে তিন ঘন্টা পর পর শিশুকে জাগিয়ে বুকের দুধ খাওয়ান। অন্য কোন খাবার বা তরল দিবেন না। বুকের দুধেই শিশুর প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি আছে।	শিশু যতবার চায় ততবার শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান। লক্ষ্য করুন শিশু ক্ষুধার্ত কিনা যেমন - শিশু হইচই করছে কিনা, আঙ্গুল চুষছে কিনা অথবা ঠোঁট নাড়ছে কিনা দিনে এবং রাতে শিশু যতবার চায় ততবার শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান। কমপক্ষে ২৪ ঘন্টায় ৮ বার। বারে বারে দুধ খাওয়ানো অতিরিক্ত দুধ তৈরীতে সহায়তা করে অন্য কোন খাবার বা তরল দিবেন না। বুকের দুধই শিশুর প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি আছে।	শিশু যতবার চায় ততবার বুকের দুধ খাওয়ান আরও সাথে ঘন জাউ, ভর্তা জাতীয় খাবার, মাংশ জাতীয় খাবার এবং ভিটামিন এ সমৃদ্ধ শাক-সব্জী দিন প্রথমে ২ থেকে তিন চা চামচ দিয়ে শুরু করুন, তারপর ধীরে ধীরে অর্ধেক কাপ পর্যন্ত বাড়ান (১ কাপ = ২৫০ মিলি) প্রতিদিন দুই থেকে তিন বার খাবার দিন যদি শিশু ক্ষুধার্ত থাকে তা হলে দুই বার খাওয়ানোর মাঝখানে মুড়ি, চা-বিস্কুট দিন।	শিশু যতবার চায় ততবার বুকের দুধ খাওয়ান আরও সাথে ঘন জাউ, ভর্তা জাতীয় খাবার, মাংশ জাতীয় খাবার , ভালভাবে তৈরী করা পারিবারিক খাবার এবং ভিটামিন এ সমৃদ্ধ শাক-সব্জী, ফল মূল দিন প্রতিবার খাবারে অর্ধেক কাপ দিন (১ কাপ = ২৫০ মিলি) প্রতিদিন তিন থেকে চার বার খাবার দিন যদি শিশু ক্ষুধার্ত থাকে তা হলে দুই বার খাওয়ানোর মাঝখানে মুড়ি, চা-বিস্কুট দিন। আপনার শিশুকে নিজের হাতে খেতে দিন, কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সাহায্য করুন।	শিশু যতবার চায় ততবার বুকের দুধ খাওয়ান আরও সাথে ঘন জাউ, ভর্তা জাতীয় খাবার, মাংশ জাতীয় খাবার , ভালভাবে তৈরী করা পারিবারিক খাবার এবং ভিটামিন এ সমৃদ্ধ শাক-সব্জী, ফল মূল দিন প্রতিবার খাবারে ৩/৪ কাপ দিন (১ কাপ = ২৫০ মিলি) প্রতিদিন তিন থেকে চার বার খাবার দিন দুই বার খাওয়ানোর মাঝখানে মুড়ি, চা-বিস্কুট দিন ধীরে ধীরে ধৈর্য্যের সাথে শিশুকে খাওয়ান। শিশুকে খাওয়ানোর উৎসাহ দিন কিন্তু জোর করবেন না।	আরও সাথে ঘন জাউ, ভর্তা জাতীয় খাবার, মাংশ জাতীয় খাবার , ভালভাবে তৈরী করা পারিবারিক খাবার এবং ভিটামিন এ সমৃদ্ধ শাক-সব্জী, ফল মূল দিন প্রতিবার খাবারে ১ কাপ দিন (১ কাপ = ২৫০ মিলি) প্রতিদিন তিন থেকে চার বার খাবার দিন। দুই বার খাওয়ানোর মাঝখানে মুড়ি, চা-বিস্কুট দিন যদি শিশু নতুন কোন খাবার খেতে না চায় তা হলে কয়েকবার চেষ্টা করুন শিশুকে খাওয়ানোর সময় শিশুর সাথে কথা বলুন।

** একটি ভালো মানের খাবার যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে এবং তা শক্তি-সমৃদ্ধ হতে হবে (উদাহরণ স্বরূপ- বাড়তি তেল যুক্ত ঘন খাদ্যশস্য); মাংস, মাছ, ডিম অথবা ডাল এবং ফল ও শাক-সবজি*

খাওয়ানোর পরামর্শ

শিশু বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা

বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা মানে সম্পূর্ণ বুকের দুধ খাওয়ানো থেকে কোন বুকের দুধ না খাওয়ানোয় পরিবর্তন।
এটা ধীরে ধীরে এক মাস ধরে করতে হবে।

১. **মাকে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করুন**
- মাকে তার পরিবারের সাথে আলোচনা এবং আগে থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে, যদি সম্ভব হয়
- বুকের দুধ চেপে বের করা এবং কাপে খাওয়ানো
- অন্য ধরনের দুধের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা
- কি ভাবে বাসায় দুধ সংরক্ষর করা যায় সে ব্যাপারে মাকে শিক্ষা দেয়া

২. **মাকে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করা**
- কাপে খাওয়ানোর ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া (২ মাসের কম বয়সী অসুস্থ শিশুর চার্ট বুকলেটের রোগ নিরূপণ, শ্রেণী বিভাগ এবং চিকিৎসা এর কাউন্সেলিং পার্ট দেখুন)
- থালা বাটি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা
- একই নিয়মে গরুর দুধ শিশুকে খাওয়ানো

৩. **সম্পূর্নভাবে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা**
- যথেষ্ট পরিমানে বুকের দুধ চেপে বের করা যেন বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করলেও কোন সমস্যা না হয়

দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর খাবারের তালিকা

- যদি শিশু বুকের দুধ খায় তবে শিশুকে আরো ঘন ঘন বেশীক্ষন ধরে দিনে এবং রাত্রিতে বুকের দুধ খেতে দিন
- যদি অন্য দুধ খায় তবে ঃ
  - তার পরিবর্তে বুকের দুধ বেশী করে খাওয়ান, অথবা
  - তার পরিবর্তে দুধ জাতীয় খাবার যেমন- দই অথবা
  - সারাদিন যে দুধ খায় তার অর্ধেক এর পরিবর্তে নরম পুষ্টিকর খাবার দিন
- অন্যান্য খাবারের জন্য শিশুর বয়স অনুপাতে পরামর্শকৃত খাবার দিন

তরল খাবার এবং মায়ের নিজের স্বাস্থ্য

অসুস্থকালে বেশী বেশী তরল খাবার দেয়ার জন্য মাকে উপদেশ দিন

যে কোন অসুস্থ শিশুর জন্য ঃ

- বার বার করে বুকের দুধ দিন এবং প্রতিবারই দীর্ঘ সময় ধরে দিন। যদি শিশু বুকের দুধের পরিবর্তে অন্য কোন দুধ খায়, তবে সেই দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন
- অন্যান্য তরল খাবার দিন। যেমনঃ ভাতের মাড়, চিড়ার পানি অথবা নিরাপদ পানি। ঘন ঘন কিন্তু অল্প পরিমাণে শক্তিদায়ক খাবার প্রদান করুন

ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর জন্য ঃ

- বারবার তরল খাবার দেওয়া জীবন রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করে। শিশুর *চিকিৎসা চার্ট* মোতাবেক পদ্ধতি 'ক' অথবা 'খ' অনুযায়ী তরল খাবার দিন

মাকে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দিন

- মা অসুস্থ হলে, তার যত্ন নিন অথবা তাকে সহায়তার জন্য হাসপাতালে রেফার করুন
- যদি তার স্তনে কোন সমস্যা (যেমন, অতিরিক্ত ফুলে থাকা, বোঁটা ব্যথা করা, স্তন সংক্রমণ) থাকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। অথবা সহায়তার জন্য হাসপাতালে রেফার করুন
- মায়ের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাকে ভালমত খাওয়া দাওয়া করতে পরামর্শ দিন
- মায়ের টিকাদান অবস্থা যাচাই করুন এবং প্রয়োজন বোধে তাকে ধনুষ্টংকারের টিকা দিন
- নিশ্চিত হউন- তার সাহায্য নেবার সুযোগ রয়েছে ঃ
  - পরিবার পরিকল্পনা
  - এস টি ডি এবং এইডস প্রতিরোধে পরামর্শ গ্রহন

আবার কখন আসতে হবে

স্বাস্থ্য কর্মীর কাছে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে উপদেশ দিন

ফলোআপ সাক্ষাৎ : শিশুর নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোর জন্য কত দ্রুত পরবর্তী চিকিৎসার জন্য আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে উপদেশ দিন।

যদি শিশুর	পরবর্তী চিকিৎসার জন্য কত দিনের মধ্যে আসতে হবে
• নিউমোনিয়া • আমাশয় • ম্যালেরিয়া, যদি জ্বর থাকে • জ্বর-ম্যালেরিয়া নয়, যদি জ্বর থাকে • চোখ ও মুখের জটিলতাসহ হাম • মুখে অথবা মাড়িতে ঘাঁ অথবা থ্রাস	৩ দিন
• দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া • কানের তীব্র সংক্রমণ • কানের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ • ঠান্ডা অথবা কাশি যদি উন্নতি না হয়	৫ দিন
• জটিলতাবিহীন মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি • খাওয়ার সমস্যা	১৪ দিন
• রক্ত স্বল্পতা	১৪ দিন
• মাঝারি তীব্র অপুষ্টি	৩০ দিন

কখন অবিলম্বে আসতে হবে

মা-কে আবার অবিলম্বে আসতে পরামর্শ দিন, যদি শিশুর এগুলোর যে কোন একটি চিহ্ন থাকে ঃ	
যে কোন অসুস্থ শিশু	• পান করতে বা বুকের দুধ খেতে না পারে • অবস্থা আরো খারাপ হয় • জ্বর হয়
যদি শিশুর নিউমোনিয়া নয়: কাশি অথবা সর্দি হয় তখনও আসতে হবে	• দ্রুত শ্বাস • শ্বাস কষ্ট
যদি শিশুর ডায়রিয়া হয় তখনও আসতে হবে	• মলে রক্ত • যদি কম পান করে

সুস্থ শিশুর ফলোআপ সাক্ষাৎ ঃ টিকাদানের সময়সূচী অনুযায়ী শিশুকে পরবর্তী টিকা কখন দিতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অসুস্থ ছোট শিশুর রোগ নিরূপণ, শ্রেনী বিভাগ এবং চিকিৎসা
০ দিন থেকে ২ মাস বয়স পর্যন্ত

অপেক্ষমান সকল ছোট শিশুকে দ্রুত পরীক্ষা করুন

রোগ নিরূপণ	শ্রেনী বিভাগ	চিকিৎসা নির্ণয়
শিশুর সমস্যাগুলি কি কি, মাকে জিজ্ঞেস করুন ➢ **এই সমস্যার জন্য এটাই কি প্রথম সাক্ষাৎ অথবা ফলোআপ সাক্ষাৎ** - যদি ফলোআপ সাক্ষাৎ হয়, তাহলে ফলোআপ নির্দেশনা অনুসরন করুন - যদি প্রথম সাক্ষাৎ হয়, শিশুকে নিম্নরুপে রোগ নিরূপণ করুনঃ	**রোগের শ্রেণী বিভাগের জন্য শিশুর লক্ষণ এবং সমস্যাগুলো সাজাতে সব ক'টি ঘর ব্যবহার করুন**	

আই. এম. সি. আই. চার্ট বুকলেট-২০১৯

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSDP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

National Newborn Health Program

World Health Organization
unicef
Save the Children.
icddr,b

খুব মারাত্মক রোগের জন্য যাচাই করুন

0 - 2 m

জিজ্ঞেস করুন ঃ

- ছোট শিশু কি অচেতন/ ঝিমাচ্ছে?
- ছোট শিশু কি খেতে পারছে না?
- ছোট শিশুর কি খিঁচুনি হয়েছিল (fits)?
- ছোট শিশুটির কি ক্রমাগত বমি হচ্ছিল?
- ছোট শিশুর কি ঘুমের মধ্যে ২০ সেঃ বা বেশি সময়ের জন্য শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?
- ছোট শিশুটির গুরুতর রক্তপাত হয়েছে কি না?
- ছোট শিশুটির কি খেতে কষ্ট হচ্ছে?

লক্ষ্য করুন, শুনুন, অনুভব করুন ঃ

- মাথার তালু স্ফীত হয় কি না লক্ষ্য করুন
- শিশুর শরীরের বিশেষ অংশ নীলবর্ণ ধারন করে কি না তা লক্ষ্য করুন
- খিঁচুনি হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য করুন
- কোন গুরুতর জন্মগত বিকলাঙ্গতা আছে কি না তা লক্ষ্য করুন
- গুরুতর রক্তপাত হয়েছে কি না/ এমন অস্ত্রোপচার যার জন্য হাসপাতালে থাকতে হয়ে ছিল কি না তা লক্ষ্য করুন

- এক মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস গুনুন ঃ
  - বেশী হলে, আবার গুনুন

} ছোট শিশু অবশ্যই শান্ত অবস্থায় থাকবে

- বুকের নিচের অংশ মারাত্মক ভাবে ডেবে যায় কি না লক্ষ্য করুন
- বগলের তাপমাত্রা মাপুন
- ছোট শিশুর নড়াচড়া লক্ষ্য করুন

যদি ছোট শিশু ঘুমিয়ে থাকে তা হলে মাকে জাগাতে বলুন।
- ছোট শিশু কি নিজেই নড়াচড়া করতে পারছে কিনা

যদি না পারে তা হলে ধীরে ধীরে নাড়ানোর চেষ্টা করুন।
- ছোট শিশুটি কি শুধু মাত্র উত্তেজিত করলে নড়াচড়া করে?
- ছোট শশুটি কি একেবারেই নড়াচড়া করে না?

- নাভী লাল অথবা পুঁজ পড়ছে কিনা লক্ষ্য করুন
- চামড়ায় পুঁজসহ দানা (Pustules) আছে কি না লক্ষ্য করুন

সব ছোট শিশুর শ্রেণী বিভাগ করুন

চিহ্ন/লক্ষন	শ্রেনী বিভাগ	চিকিৎসা (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
নিম্নলিখিত লক্ষণগুলোর কোন একটিঃ • অচেতন/ঝিমুনি • খিঁচুনি অথবা খিঁচুনির ইতিহাস • ছোট শিশু খাওয়া খেতে পারছে না • ক্রমাগত বমি • মাথার তালু স্ফীত হয়ে যাওয়া • ঘুমের মধ্যে ২০ সেঃ বা বেশি সময়ের জন্য শ্বাস বন্ধ হওয়া • শরীরের বিশেষ অংশ নীলবর্ণ ধারন • গুরুতর রক্তপাত • জন্ম ওজন <১৫০০ গ্রাম • গুরুতর জন্মগত বিকলাঙ্গতা • এমন সার্জিক্যাল কন্ডিশন যার জন্য হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন	*গোলাপী ঃ* **সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ-সঙ্কটাপন্ন অসুস্থতা (VSD-CI)**	➢ **মাংস পেশীতে জেন্টামাইসিন প্রথম ডোজ দিন এবং মুখে খাওয়ার এমক্সিলিনের প্রথম ডোজ দিন** ➢ **রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ চিকিৎসা দিন** ➢ **হাসপাতালে যাওয়ার পথে ছোট শিশুর গা কেমন করে গরম রাখতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন** ➢ **জরুরীভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরন করুন**
নিম্নলিখিত লক্ষণগুলোর কোন একটি • বুকের নীচের অংশ মারাত্মক ডেবে যায় • জ্বর (৩৭.৫° সেন্টি* বা বেশী) অথবা শরীরে অল্প তাপমাত্রা (৩৫.৫° সেন্টি* থেকে কম) • ঠিক মত খেতে পারে না • ছোট শিশুটি কি শুধু মাত্র উত্তেজিত করলে নড়াচড়া করে/নাকি একেবারেই নড়াচড়া করে না	*গোলাপী ঃ* **সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ-খুব মারাত্মক সংক্রমণ (VSD-CSI)**	➢ **মাংস পেশীতে জেন্টামাইসিন প্রথম ডোজ দিন এবং মুখে খাওয়ার এমক্সিলিনের প্রথম ডোজ দিন** ➢ **রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ চিকিৎসা দিন** ➢ **হাসপাতালে যাওয়ার পথে ছোট শিশুর গা কেমন করে গরম রাখতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন** ➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরন করুন** ➢ যদি রেফেরেলে রাজি না হয় অথবা সম্ভব না হয়, মাংস পেশীতে জেন্টামাইসিন ২ দিন এবং মুখে খাওয়ার এমক্সিলিনের ৭ দিন ধরে অব্যহত রাখুন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৪র্থ দিনে ফলো-আপ
• দ্রুত শ্বাস (প্রতি মিনিটে ৬০ বা ততোধিক) ০-৬ দিন বয়সের জন্য	*গোলাপী ঃ* **সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ-দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (০-৬ দিন বয়সের জন্য)**	➢ **মুখে খাওয়ার এমক্সিলিনের প্রথম ডোজ দিন** ➢ **রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ চিকিৎসা দিন** ➢ **হাসপাতালে যাওয়ার পথে ছোট শিশুর গা কেমন করে গরম রাখতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন** ➢ **জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরন করুন** ➢ যদি রেফেরেলে রাজি না হয় অথবা সম্ভব না হয়, ৭ দিন ধরে মুখে খাওয়ার এমক্সিলিন দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৪র্থ দিনে ফলো-আপ
• দ্রুত শ্বাস (প্রতি মিনিটে ৬০ বা ততোধিক) ৭-৫৯ দিনের বয়সের জন্য	*হলুদ ঃ* **দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (৭-৫৯ দিন বয়সের জন্য)**	➢ ৭ দিন ধরে মুখে খাওয়ার এমক্সিলিন দিন ➢ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ চিকিৎসা দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ৪র্থ দিনে ফলো-আপ
• নাভী লাল অথবা পুঁজ পড়ছে • চামড়ায় কিছু পূঁজ সহ দানা	*হলুদ ঃ* **স্থানীয় ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ**	➢ ৫ দিন ধরে মুখে খাওয়ার এমক্সিলিন দিন ➢ বাড়ীতে স্থানীয় চামড়ার সংক্রমণের চিকিৎসা দিতে মাকে বুঝিয়ে দিন ➢ ছোট শিশুকে বাড়ীতে যত্ন নেয়ার জন্য মাকে পরামর্শ দিন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ২য় দিনে ফলো-আপ
• খুব মারাত্মক রোগ অথবা স্থানীয় ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমনের কোন লক্ষন নেই	*সবুজ ঃ* **স্থানীয় সংক্রমণ নেই**	➢ ছোট শিশুকে বাড়ীতে যত্ন নেয়ার জন্য মাকে পরামর্শ দিন

** এসব মানদন্ড বগলের তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে নেয়া; মলদ্বারে তাপমাত্রা প্রায় ০.৫° সেন্টি বেশী হয়*
*** যদি রেফারেল সম্ভব না হয় তাহলে অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা-র, শিশুকে চিকিৎসা দিনঃ সংযুক্তিঃ 'যেখানে রেফার করা সম্ভব নয়' দেখুন*

এরপর জন্ডিস যাচাই করুন

জিজ্ঞেস করুন ঃ	লক্ষ্য করুন ঃ	
• কখন জন্ডিস প্রথম দেখা দিয়ে ছিল?	• জন্ডিস লক্ষ্য করুন (হলদে চোখ ও চামড়া) • শিশুটির হাতের তালু ও পায়ের পাতা লক্ষ্য করুন। এগুলো কি হলদে হয়েছে?	জন্ডিসের শ্রেণীবিভাগ

চিহ্ন/লক্ষন	শ্রেনী বিভাগ	চিকিৎসা (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• ২৪ ঘন্টার কম বয়সী শিশুর যে কোন ধরনের জন্ডিস অথবা • যে কোন বয়সে হলদে বর্ণের হাতের তালু ও পায়ের পাতা	*গোলাপী ঃ* **মারাত্মক জন্ডিস**	➢ **রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে চিকিৎসা দিন** ➢ **শিশুকে হাসপাতালে নেয়ার সময় কিভাবে গরম রাখবেন সে ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিন** ➢ **অবিলম্বে হাসপাতালে রেফার করুন**
• জন্মের ২৪ ঘন্টার পরে জন্ডিস দেখা দিলে এবং • হাতের তালু ও পায়ের পাতা হলদে না হলে	*হলুদ ঃ* জন্ডিস	➢ মাকে বাড়ীতে ছোট শিশুর যত্ন নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিন ➢ হাতের এবং পায়ের পাতা হলুদ হয়ে গেলে অবিলম্বে পুণরায় নিয়ে আসার পরামর্শ দিন ➢ যদি ছোট শিশুর বয়স ৩ সপ্তাহের বেশী হয়, তবে রোগ নিরূপনের জন্য হাসপাতালে রেফার করুন ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ ১ম দিনে ফলো-আপ
• জন্ডিস নেই	*সবুজ ঃ* জন্ডিস নেই	➢ মাকে বাড়ীতে ছোট শিশুর যত্ন নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিন

তারপর জিজ্ঞেস করুন ঃ
ছোট শিশুর ডায়রিয়া আছে কিনা? *

যদি হ্যাঁ হয়, লক্ষ্য করুন এবং অনুভব করুন ঃ

- ছোট শিশুর স্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করুন ঃ
  - শিশুটি কি অস্থির এবং খিটখিটে?
- ছোট শিশুর নড়াচড়া ঃ
  - ছোট শিশু কি নিজেই নড়াচড়া করে
  - ছোট শিশু কি নড়াচড়া করানোর চেষ্টা করলে নড়াচড়া করতে পারে
  - ছোট শিশু কি একবারেই নড়াচড়া করে না
- চোখ বসে গেছে কি না দেখুন
- পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় ঃ
  - খুব ধীরে ধীরে (২ সেকেন্ডের বেশী সময় নেয়)?
  - ধীরে ধীরে?

পানি স্বল্পতার জন্য ডায়রিয়ার শ্রেণীবিভাগ করুন

চিহ্ন/লক্ষন	শ্রেনী বিভাগ	চিকিৎসা (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
নীচের যে কোন দুইটি চিহ্ন/ লক্ষন ঃ • ছোট শিশু কে নড়াচড়া করানোর চেষ্টা করলে শুধুমাত্র নড়াচড়া করতে পারে অথবা একবারেই নড়াচড়া করতে পারে না • চোখ বসে গেছে • চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে খুব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়	*গোলাপী ঃ* **চরম পানি স্বল্পতা**	➢ যদি শিশুটির অন্য কোন মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ না থাকে, তাহলে ঃ - পদ্ধতি-'গ' অনুসারে চরম পানি স্বল্পতার চিকিৎসা দিন অথবা ➢ যদি শিশুর অন্য কোন মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ থাকে ঃ - **জরুরীভাবে হাসপাতালে প্রেরন করুন, মাকে বলুন, পথিমধ্যে শিশুকে বারবার ওআরএস (ORS) খাওয়াতে** - **পথিমধ্যে শিশুকে কিভাবে গরম রাখতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন** - **বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে মাকে পরার্মশ দিন**
নীচের যে কোন দুইটি চিহ্ন/ লক্ষন ঃ • অস্থির, খিটখিটে • চোখ বসে গেছে • চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়	*হলুদ ঃ* **কিছু পানি স্বল্পতা**	➢ শরীরে কিছু পানি স্বল্পতার জন্য খাদ্য এবং তরল খাবার দিন [পদ্ধতি-'খ'] অথবা ➢ যদি শিশুর খুব মারাত্মক রোগ থাকে ঃ - **জরুরীভাবে হাসপাতালে প্রেরন করুন, মাকে বলুন, পথিমধ্যে শিশুকে বারবার ওআরএস (ORS) খাওয়াতে** - **পথিমধ্যে শিশুকে কিভাবে গরম রাখতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন** - **বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে মাকে পরার্মশ দিন** ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ যদি ছোট শিশুর উন্নতি না হয় তা হলে ২ দিনে ফলো-আপ
• কিছু অথবা চরম পানি স্বল্পতার কোন চিহ্ন নাই	*সবুজ ঃ* **পানি স্বল্পতা নাই**	➢ বাড়ীতে ডায়রিয়ার জন্য বারবার তরল খাবার দিন [পদ্ধতি-'ক'] ➢ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➢ যদি ছোট শিশুর উন্নতি না হয় তা হলে ২ দিনের ফলো-আপ

***ছোট শিশুদের ডায়রিয়া কি**

যদি কোন শিশুর স্বাভাবিক পায়খানার ধরন পরিবর্তিত হয় এবং প্রচুর পাতলা (পায়খানার চেয়ে পানি বেশী) পায়খানা হয় তাহলে সেই ছোট শিশুর ডায়রিয়া আছে।

বুকের দুধ খাওয়া ছোট শিশুর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে বারবার অথবা অল্প নরম পায়খানা ডায়রিয়া নয়।

তারপর খাওয়ানোর সমস্যা অথবা কম ওজন যাচাই করুন ঃ

জিজ্ঞেস করুন ঃ

- ছোট শিশু কি বুকের দুধ খায়? হ্যাঁ হলে, ২৪ ঘন্টায় কতবার খায়?
- ছোট শিশু কি সাধারণত অন্য কোন খাবার বা তরল খাবার খায়?
  - হ্যাঁ হলে, কতবার খায়?
  - শিশুকে কিভাবে খাওয়ান?

লক্ষ্য করুন এবং অনুধাবন করুন ঃ

- বয়স অনুপাতে ওজন নির্ণয় করুন
  - ওজন কি ২ কেজি থেকে কম?
  - বয়স অনুপাতে ওজন কি -২ z score থেকে কম?
- মুখের ঘা অথবা সাদা দাগ (থ্রাস)

খাওয়ানো শ্রেনী বিভাগ করুন

যদি ছোট শিশুকে ঃ **খাওয়াতে কোন সমস্যা হয়,**
২৪ ঘন্টার মধ্যে ৮ বারের কম বুকের দুধ খায়,
অন্য কোন খাবার বা তরল খাবার না খায়, অথবা
বয়স অনুপাতে ওজন কম হয়
এবং
জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরনের কোন প্রয়োজন না থাকে

বুকের দুধ খাওয়ানো নিরুপণ করুন ঃ

- ছোট শিশুকে কি গত ১ ঘন্টায় বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে?
  - না খাওয়ানো হয়ে থাকলে, মাকে বুকের দুধ খাওয়াতে বলুন, ৪ মিনিট ধরে ছোট শিশুকে দুধ খাওয়ানো দেখুন
  - যদি ছোট শিশু গত ১ ঘন্টায় খেয়ে থাকে, মাকে বলুন ছোট শিশু আবার কখন খেতে চায় সে পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারেন কি না এবং তা আপনাকে বলতে পারেন কি না?

১। ছোট শিশুকে কি ভাল ভাবে বুকে লাগানো (Attachment) হয়েছে?

বুকে লাগানো একেবারেই হয় নি   *ভালো ভাবে বুকে লাগানো হয় নি*   *ভালো ভাবে বুকে লাগানো হয়েছে*

বুকে লাগানো যাচাই করার জন্য লক্ষ্য করুন ঃ
- থুতনী স্তন স্পর্শ করেছে হ্যাঁ__ না__
- বড় করে মুখ খোলা হ্যাঁ__ না__
- নিচের ঠোঁট বাইরের দিকে উল্টে রয়েছে হ্যাঁ__ না__
- এরিওলা নিচের দিকের চেয়ে মুখের উপরের দিকে বেশী দৃশ্যমান হ্যাঁ__ না__

(সবগুলো চিহ্ন উপস্থিত থাকলে ভাল ভাবে বুকে লাগানো হয়েছে)

২। ছোট শিশু কি ভালো পজিশনে (Position) আছে?

পজিশন যাচাই করার জন্য লক্ষ্য করুন ঃ
- মাথা এবং শরীর সোজা হ্যাঁ__ না__
- শিশু মায়ের গায়ের সাথে লেগে থাকা হ্যাঁ__ না__
- পুরো শরীর আগলে রাখা হ্যাঁ__ না__
- মুখ স্তনের দিকে ফিরানো হ্যাঁ__ না__

ভালো পজিশন   ভালো পজিশন নয়

৩। ছোট শিশু কি ভাল ভাবে দুধ চুষে খায়?

ধীরে ধীরে গভীরভাবে চুষে, মাঝেমাঝে বিরতি নিয়ে

একে বারেই দুধ চুষে না   ভাল ভাবে দুধ চুষে না   ভাল ভাবে দুধ চুষে

বুকের দুধ খাওয়াতে সমস্যা হলে বন্ধ নাক পরিষ্কার করে দিন

৪। লক্ষ্য করুন, মুখে ঘা অথবা সাদা দাগ (থ্রাস) আছে কি না?

৫। বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মার কি ব্যথা হয়
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে দেখুনঃ
- স্তনের বোঁটা চেপ্টা বা ভিতরে ঢুকে গেছে অথবা বোঁটাতে ঘা আছে
- বুক ফোলা অথবা ফোঁড়া আছে

চিহ্ন/লক্ষন	শ্রেনী বিভাগ	চিকিৎসা (জরুরী রেফারেল-পূর্ব চিকিৎসাসমূহ মোটা হরফে লিখা)
• ৭ দিন বয়সি ছোট বাচ্চার ওজন ২ কেজি থেকে কম	*গোলাপী ঃ* **বয়সের অনুপাতে খুব কম ওজন**	➤ **ক্যাংগারু মাদার কেয়ারের জন্য হাসপাতালে প্রেরন করুন** ➤ **রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে চিকিৎসা দিন** ➤ **ছোট শিশুকে হাসপাতালে নেয়ার সময় কিভাবে গরম রাখবেন সে ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিন**
• ভালভাবে বুকে লাগানো হয় নি • ভালভাবে দুধ চুষে না • ২৪ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ ৮ বারের চেয়ে কম খায় • অন্য খাবার বা তরল খাবার খায় • বয়স অনুপাতে ওজন কম • থ্রাশ (মুখে ঘা অথবা সাদা ঘা)	*হলুদ ঃ* **খাওয়ানোর সমস্যা অথবা কম ওজন**	➤ যদি ভালভাবে বুকে লাগানো না হয় অথবা ভালভাবে দুধ না চুষে, তাহলে মাকে ভাল পজিশন এবং ভাল ভাবে বুকে লাগানো সম্পর্কে শিখিয়ে দিন ➤ যদি ভালভাবে বুকে লাগাতে না পারে তবে বুকের দুধ কি ভাবে চেপে বের করে বাচ্চাকে খাওয়াতে হয় সে সম্পর্কে শিখিয়ে দিন ➤ ২৪ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ ৮ বারের চেয়ে কম খাওয়ানো হলে, আরো বেশী বার খাওয়ানোর পরামর্শ দিন। দিনে ও রাতে ছোট শিশু যতবার এবং যতক্ষণ খেতে চায়, ছোট শিশুকে ততবার খাওয়াতে মা-কে পরামর্শ দিন ➤ যদি অন্য কোন খাবার বা তরল খাবার খায় তবে মাকে পরামর্শ দিন ঐ সব খাবারের পরিমান কমিয়ে মা যেন বার বার বুকের দুধ খাওয়ান এবং কাপ দিয়ে খাওয়ান ➤ যদি বুকের দুধ একেবারেই না খায় ঃ - বুকের দুধ খাওয়ানো সম্ভব হলে পুনরায় বুকের দুধ চালুর পরামর্শ গ্রহণের জন্য হাসপাতালে রেফার করুন - কি ভাবে বুকের দুধের পরিপূরক খাবার তৈরী করতে হয় সে ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিন ➤ কম জন্ম ওজনের ছোট শিশুকে কিভাবে খাওয়াতে হবে এবং শরীর গরম রাখতে হবে সে সম্পর্কে মাকে উপদেশ দিন ➤ থ্রাশ হয়ে থাকলে, বাড়ীতে থ্রাশের চিকিৎসা ব্যবস্থা মাকে বুঝিয়ে দিন ➤ ছোট শিশুকে বাড়ীতে ভালোভাবে যত্ন নেয়ার জন্য মাকে পরামর্শ দিন ➤ অবিলম্বে কখন আসতে হবে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন ➤ খাওয়ানোর সমস্যা বা থ্রাশ দেখা দিলে ২ দিনের মধ্যেই ফলোআপ-এর জন্য আসুন ➤ বয়স অনুপাতে ওজন কম হলে ১৪ দিন পর ফলোআপ
• বয়স অনুপাতে ওজন কম নয় এবং অপর্যাপ্ত খাওয়ানোর অন্য কোন চিহ্ন	*সবুজ ঃ* **খাওয়ানোর সমস্যা নাই**	➤ ছোট শিশুকে বাড়ীতে যত্ন নেয়ার জন্য মাকে পরামর্শ দিন ➤ ছোট শিশুকে ভালো ভাবে খাওয়ানোর জন্য মায়ের প্রশংসা করুন

তারপর ছোট শিশুর টিকাদান বিষয় যাচাই করুন ঃ

টিকাদান সময় সূচী ঃ

বয়স	টিকা			
জন্ম	বিসিজি	ওপিভি-০		
৬-সপ্তাহ	পেন্টা - ১	ওপিভি-১	পিসিভি-১	+আইপিভি

- মায়ের টিকা গ্রহন বিষয়ে যাচাই করুন এবং প্রয়োজনবোধে তাকে টিটেনাস টক্সোইড দিন
- মায়ের ভিটামিন 'এ' বিষয়ে যাচাই করুন এবং প্রয়োজন হলে তাকে ভিটামিন 'এ' দিন

অন্যান্য সমস্যাগুলি নিরূপণ করুন

চোখের, কানের এবং মুখের সমস্যা

মায়ের স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ

পুষ্টির অবস্থা এবং রক্ত স্বল্পতা, গর্ভনিরোধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস দেখুন

ছোট শিশুর চিকিৎসা করুন এবং মাকে পরামর্শ দিন

রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতারোধে ছোট শিশুকে চিকিৎসা করুন

যদি ছোট শিশু বুকের দুধ খেতে পারে

- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর কথা মাকে বলুন

যদি ছোট শিশু বুকের দুধ খেতে না পারে কিন্তু গিলতে পারে

- খাবার আগে ২০-৫০ মিলিলিটার (১০ মিলিগ্রামে/কেজি) চেপে বের করা বুকের দুধ দিন
- যদি বুকের দুধ বের করা সম্ভব না হয় তা হলে ২০-৫০ মিলি (১০ মিলিগ্রামে/কেজি) মিষ্টি পানি দিন **(একটা পরিষ্কার কাপে ২০০ মিলিলিটার পরিষ্কার পানিতে ৪ চামচ (২০ গ্রাম) চিনি মিশিয়ে মিষ্টি পানি তৈরী করুন)**

যদি ছোট শিশু গিলতে না পারে

- ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক টিউব দিয়ে ২০-৫০ মিলিলিটার (১০ মিলিগ্রামে/কেজি) চেপে বের করা বুকের দুধ অথবা মিষ্টি পানি খাওয়ান

ছোট শিশুকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় কিভাবে গরম রাখতে হয় তা মাকে শিখিয়ে দিন

- মায়ের এবং শিশুর চামড়া পরস্পরের সংস্পর্শে রাখা অথবা
- শিশুকে যতক্ষন পারা যায় ততক্ষন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন, শিশুকে অতিরিক্ত কাপড় পড়ান যেমন-মাথায় টুপি, হাতে গ্লাবস, পায়ে মোজা এবং শিশুকে শুষ্ক কাপড় দিয়ে পেচিয়ে রাখুন এবং কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখুন

বাড়ীতে স্থানীয় সংক্রমণগুলির চিকিৎসা মাকে বুঝিয়ে দিন

- কেমন করে চিকিৎসা দিতে হয়, ব্যাখ্যা করুন
- স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তিনি প্রথমবার কিভাবে চিকিৎসা করলেন তা লক্ষ্য করুন
- সংক্রমণ আরও খারাপ হলে তাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আবার আসতে বলুন

চামড়ায় পুঁজসহ দানা অথবা নাভির সংক্রমণের চিকিৎসা ঃ

মাকে দিনে দুই বার সপ্তাহে ৫ দিন চিকিৎসা করতে হবে ঃ

- হাত ধোয়া
- ধীরে ধীরে চলটা এবং পুঁজ সাবান এবং পানি ধুয়ে ফেলা
- জায়গাটা শুকনো করা
- চামড়া অথবা নাভিতে পূর্ণ শক্তির (০.৫%) জেনশান ভায়োলেট লাগানো
- আবারও হাত ধোয়া

মুখের ঘা অথবা থ্রাশ চিকিৎসা

মাকে দিনে চার বার সপ্তাহে ৭ দিন চিকিৎসা করতে হবে ঃ

- হাত ধোয়া
- আঙ্গুলে পরিষ্কার নরম কাপড় জড়িয়ে মুখের ভিতরটা নাইসটেটিন ওয়েনমেন্ট লাগিয়ে দিতে হবে
- আবারও হাত ধোয়া

- **প্রতিটি অসুস্থ ছোট শিশুকে প্রয়োজনীয় টিকা দিন**

- **ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য ছোট শিশুর চিকিৎসার চার্ট দেখুন**

ছোট শিশুর চিকিৎসা করুন এবং মাকে পরামর্শ দিন

মাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় সঠিক পজিশন এবং বুকে লাগানো শিখিয়ে দিন

- কেমন করে তার ছোট শিশুকে ধরতে হবে তা মাকে দেখিয়ে দিন
  - শিশুর মাথা এবং শরীর সোজা রাখা
  - মুখ স্তনের দিকে ফিরানো এবং নাক বোঁটার বিপরীতে থাকা
  - শিশু মায়ের গায়ের সাথে লেগে থাকা
  - পুরো শরীর আগলে রাখা, কেবল মাত্র গলা এবং কাঁধ নয়
- বুকে লাগানোর ব্যাপারে ছোট শিশুকে কেমন করে সাহায্য করতে হবে তা মাকে দেখান। মায়ের করণীয় হলো :
  - শিশুর ঠোঁটের সাথে তার নিপল স্পর্শ করা
  - শিশুর মুখ বড় করে হা না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা
  - শিশুকে তাড়াতাড়ি করে স্তনের দিকে নিন যাতে করে শিশুর নিচের ঠোঁট নিপলের বেশ নীচে থাকে
- ভাল ভাবে বুকে লাগানো এবং ভালভাবে দুধ চুষার চিহ্নগুলো লক্ষ্য করুন। ভালভাবে বুকে লাগানো ও দুধ চুষা ভাল না হলে, পুনরায় চেষ্টা করুন

কিভাবে বুকের দুধ চেপে বের করতে হয় মাকে শিখিয়ে দিন

মাকে জিজ্ঞেস করুন:

- হাত ভালো করে ধুয়েছে কি না
- তাকে আরামে রাখুন
- স্তনের বোঁটা এবং বৃন্তের নিচে একটি বাটি ধরুন
- আপনার বৃদ্ধাঙ্গুল স্তনের উপর রাখুন এবং তর্জনী স্তনের নিচের দিকে রাখুন যাতে করে তারা পরস্পরের বিপরীত দিকে থাকে (কমপক্ষে বোঁটার আগা থেকে ৪ সেমি. দূরে)
- দুই আঙ্গুলের মাঝখানে কয়েকবার চাপ দিন এবং বুকের দুধ বের করুন
- যদি বুকের দুধ বের না হয় তা হলে বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং তর্জনী বোঁটার আরও কাছাকাছি এনে চাপ দিন এবং আগের মত করে বুকের দুধ বের করুন
- বোঁটা থেকে দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান রেখে পুরো স্তন জোরে চাপ দিন। সতর্ক থাকবেন বোঁটাতে যেন চাপ না পড়ে এবং স্তনের চামড়ায় যেন ঘষা না লাগে
- প্রথমে একটি স্তন থেকে দুধ বের করুন এবং পরে অপরটি থেকে বের করুন
- কমপক্ষে ২০-৩০ মিনিটে পাঁচ থেকে ছয় বার স্তন পরিবর্তন করুন
- বুকের দুধ বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে স্তনে চাপ দেওয়া বন্ধ করুন

বোঁটার সমস্যা এবং স্তনের চিকিৎসা মাকে শিখিয়ে দিন

- যদি স্তনের বোঁটা চেপ্টা এবং ভিতরে ডেবে যায় তা হলে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানের আগে কয়েকবার আঙ্গুল দিয়ে স্তনের বোঁটা উপরের দিকে তুলে নিন
- যদি বোঁটাতে ঘা থাকে তবে উপশম করার জন্য বুকের দুধ ব্যবহার করুন-নিশ্চিত করুন শিশুকে কিভাবে সঠিকভাবে ধরতে হবে এবং বুকের সাথে লাগাতে হবে। যদি মায়ের অস্বস্থি হয় তা হলে বুকের দুধ চেপে বের করে কাপ এবং চামচ দিয়ে খাওয়ান
- যদি স্তন ফুলে যায়, সম্ভব হলে শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যান। যদি শিশু ঠিকমত খেতে না পারে তা হলে মাকে বুকের দুধ চেপে বের করতে সাহায্য করুন এবং ছোট শিশুকে স্তনের কাছে রাখুন। এ ক্ষেত্রে স্তনে গরম সেঁক দিলে উপকার হতে পারে
- যদি স্তনে ফোঁড়া থাকে মাকে অপর স্তন থেকে দুধ খাওয়াতে বলুন এবং সার্জনের কাছে প্রেরন করুন। যদি ছোট শিশু আরও দুধ খেতে চায় তা হলে গরু অথবা ছাগলের দুধ আরও তরল করে চিনি মিশিয়ে কাপ এবং চামচ দিয়ে খাওয়ান

ছোট শিশুর চিকিৎসা করুন এবং মাকে পরামর্শ দিন

কিভাবে কাপে করে খাওয়াতে হয় মাকে শিখিয়ে দিন

- ছোট শিশুর বুকের উপর কাপড় রাখুন যাতে করে গড়িয়ে পড়া দুধ শিশুর কাপড়ে না লাগে
- ছোট শিশুকে আধ শোয়া ভাবে কোলে নিন
- কাপে পরিমানমত দুধ নিন
- কাপ এমনভাবে রাখুন যাতে তা ছোট শিশুর নীচের ঠোঁটের সাথে লেগে থাকে
- কাপ একটু উঁচু করুন যাতে করে দুধ শিশুর ঠোঁটে পৌঁছতে পারে
- শিশুকে নিজে নিজে দুধ খেতে দিন। শিশুর মুখে দুধ ঢেলে দিবেন না
- কাপে দুধ মেপে রাখবেন

কিভাবে কম ওজনের ছোট শিশুকে বাড়ীতে গরম রাখতে হয় মাকে শিখিয়ে দিন

প্রথমে কেঙ্গারু মাদার কেয়ার এর জন্য রেফার করুন। যদি রেফারেলে রাজি না হয় অথবা সম্ভব না হয়, তাহলে নিম্নোক্ত নির্দেশনা গুলো বাড়ীতে পালন করতে বলুন ঃ

- ছোট শিশুকে মায়ের সাথে একই বিছানায় রাখুন
- যন্ত্রের মাধ্যমে ঘর গরম রাখুন (কমপক্ষে ২৫ ডিগ্রী সে) এবং নিশ্চিত করুন ঘরে কোন ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে না
- কম ওজনের ছোট শিশুকে গোসল করানো থেকে বিরত থাকুন। শিশুকে গরম ঘরে এবং গরম পানি ব্যবহার করে পরিষ্কার অথবা গোসল করাতে হবে, দ্রুত শিশুর শরীর ভালভাবে মুছে দিন এবং কাপড় পড়িয়ে দিন
- শিশু ভিজে গেলে কাপড় (যেমন-নেপিস) পরিবর্তন করে দিন
- দিনে এবং রাতে যতক্ষন পারা যায় ছোট শিশুকে মায়ের শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখুন যাতে করে পরস্পরের চামড়া সংস্পর্শে থাকে
  - ছোট শিশুকে বুক খোলা গরম কাপড় পড়ান, নেপি, মাথার টুপি এবং মোজা পড়ান
  - শিশুকে মায়ের বুকের সাথে দুই স্তনের মাঝে চামড়ার সংস্পর্শে লাগিয়ে রাখুন। শিশুর মাথা একপাশে ঘুরিয়ে রাখুন
  - শিশুকে মায়ের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন (ঠান্ডা আবহাওয়ায় অতিরিক্ত গরম কম্বল ব্যবহার করুন)
- যদি ছোট শিশুকে মায়ের চামড়ার সংস্পর্শে না রাখা যায় তা হলে যতক্ষন পারা যায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন। অতিরিক্ত কাপড় হিসেবে মাথার টুপি, মোজা, নরম গরম কাপড় এবং কম্বল ব্যবহার করা যায়
- বারে বারে যাচাই করুন ছোট শিশুর হাত পা গরম আছে কিনা। যদি ঠান্ডা থাকে তা হলে মায়ের সংস্পর্শে রাখুন
- বারে বারে ছোট শিশুকে বুকের (অথবা কাপ দিয়ে চেপে বের করা) দুধ খাওয়ান

ডায়রিয়া হলে বারবার তরল খাবার দিন এবং স্বাভাবিক খাবার চালু রাখুন

(যদি ছোট শিশুর পানি স্বল্পতা না থাকে, পদ্ধতি 'ক' ব্যাবহার করুন। যদি ছোট শিশুর কিছু পানি স্বল্পতা থাকে, পদ্ধতি 'খ' ব্যাবহার করুন)

পদ্ধতি 'ক' ঃ বাড়ীতে ডায়রিয়ার চিকিৎসা

বাড়ীতে ছোট শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসা সম্পর্কে মা কে পরামর্শ দিন

১. **বাড়তি তরল খাবার দিন**
২. **শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে পরামর্শ দিন**
৩. **আবার কখন আসতে হবে**

১। বাড়তি তরল খাবার দিন (ছোট শিশু যে পরিমান খেতে পারে)

- ➢ **মাকে বলুন ঃ**
  - ঘন ঘন বুকের দুধ দিন এবং প্রতিবারে বেশী সময় ধরে দিন
  - বুকের দুধের পাশাপাশি ORS অথবা পরিষ্কার পানি দিন

বাড়ীতে ORS দেওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যখন ঃ

- এ সাক্ষাতে শিশুকে পদ্ধতি 'খ' বা 'গ' অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়েছে
- ডায়রিয়া বেড়ে গেলেও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা সম্ভব নয়
  - ORS তৈরী এবং কিভাবে খাওয়াতে হয় তা মাকে বুঝিয়ে দিন। বাড়ীতে খাওয়ানোর জন্য মাকে ২ প্যাকেট ORS দিন
  - স্বাভাবিক তরল খাবারের সাথে কি পরিমান অতিরিক্ত তরল খাবার দিতে হবে তা মা-কে দেখিয়ে দিন:
    - ২ বছরের নিচে, প্রত্যেকবার পাতলা পায়খানার পর ৫০-১০০ মিলিলিটার

- ➢ **মাকে বলুন ঃ**
  - কাপ থেকে বারবার অল্প পরিমান খেতে দিন
  - শিশু বমি করলে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর আবার খাওয়ান, তবে ধীরে ধীরে
  - ডায়রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত তরল খাবার চালু রাখুন

২। শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো চালু রাখুন

৩। আবার কখন আসতে হবে

পদ্ধতি 'খ' ঃ ORS দিয়ে কিছু পানি স্বল্পতার চিকিৎসা

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৪ ঘন্টাব্যাপী সুপারিশকৃত পরিমানে ORS দিন

প্রথম ৪ ঘন্টা দেবার জন্য ORS এর পরিমান নির্ণয় করুন

ওজন	< ৬ কেজি
বয়স	**৪ মাস পর্যন্ত**
ORS	২০০ - ৪৫০
নোট ঃ শিশুর ওজনের (কেজি) সাথে ৭৫ দিয়ে গুণ করে ORS-এর আনুমানিক পরিমান [মিলি] হিসাব করা যেতে পারে	

- ছোট শিশু যদি উপরে বর্ণিত পরিমানের থেকে আরো ORS খেতে চায় তাহলে দিন

➢ **ORS কেমন করে খাওয়াতে হয় তা মাকে শিখিয়ে দিন:**
- কাপ থেকে বারবার অল্প পরিমান খেতে দিন
- শিশু বমি করলে, ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর আবার খাওয়ান, তবে ধীরে ধীরে
- শিশু চাইলে বুকের দুধ খেতে দিন

➢ **৪ ঘন্টা পরে ঃ**
- শিশুকে পুনরায় পরীক্ষা করুন এবং পানি স্বল্পতার জন্য শ্রেণী বিভাগ করুন
- চিকিৎসা চালু রাখতে যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচন করুন
- শিশুকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে খাবার দিন

➢ **যদি চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ত্যাগ করতেই চায় ঃ**
- বাড়ীতে ORS কেমন করে তৈরী করতে হয় তা মাকে শিখিয়ে দিন
- বাড়ীতে ৪ ঘন্টাব্যাপী চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হলে কি পরিমান ORS দিতে হবে তা তাকে বুঝিয়ে দিন
- রিহাইড্রেশন সম্পূর্ণ করার জন্য তাকে পর্যাপ্ত ORS প্যাকেট দিন। *পদ্ধতি 'ক' তে প্রস্তাবনা* অনুসারে তাকে ২ টি প্যাকেট দিন

ছোট শিশুর জন্য বাসায় চিকিৎসার নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করুন ঃ

১। বাড়তি তরল খাবার দিন
২। শুধুমাত্র বুকের দুধ অব্যাহত রাখুন
৩। আবার কখন আসতে হবে

মাংসপেশীতে এ্যান্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ ক্লিনিকে দিন

মাংসপেশীতে এ্যান্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ দিন

- ***সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ-সঙ্কটাপন্ন অসুস্থতার জন্য***
  - মাংসপেশীতে জেন্টামাইসিন এবং মুখে খাওয়ার এমক্সিসিলিন - উভয়েরই প্রথম ডোজ দিন এবং **অবিলম্বে** হাসপাতালে **রেফার** করুন
- ***সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ- খুব মারাত্মক সংক্রমণের জন্য***
  - মাংসপেশীতে জেন্টামাইসিন এবং মুখে খাওয়ার এমক্সিসিলিন - উভয়েরই প্রথম ডোজ দিন এবং **অবিলম্বে** হাসপাতালে **রেফার** করুন
  - যদি রেফারেলে রাজি না হয় বা সম্ভব না হয়, মাংসপেশীতে এ্যান্টিবায়োটিক দিনে একবার করে ২ দিন ধরে এবং মুখে খাওয়ার এ্যান্টিবায়োটিক দিনে দুইবার করে ৭ দিন ধরে দেয়া অব্যহত রাখুন
- ***সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ - দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (০-৬ দিন) এর জন্য***
  - মুখে খাওয়ার এমক্সিসিলিন দিন। **অবিলম্বে** হাসপাতালে **রেফার** করুন
  - যদি রেফারেলে রাজি না হয় বা সম্ভব না হয়, দিনে দুইবার করে ৭ দিন ধরে দেয়া অব্যহত রাখুন
- ***দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (৭-৫৯ দিন) এর জন্য***
  - মুখে খাওয়ার এমক্সিসিলিনের প্রথম ডোজ দিন। দিনে দুইবার করে ৭ দিন ধরে দেয়া অব্যহত রাখুন
- ***স্থানীয় ব্যাক্টেরিয়াল সংক্রমনের জন্য***
  - মুখে খাওয়ার এমক্সিসিলিনের প্রথম ডোজ দিন। দিনে দুইবার করে ৫ দিন ধরে দেয়া অব্যহত রাখুন

ওজন (কেজি)	জেন্টামাইসিন ইঞ্জেকশন ৮০ মিলিগ্রাম/২ মিলিলিটার মিলিলিটারে প্রতি ডোজ	জেন্টামাইসিন ইঞ্জেকশন ২০ মিলিগ্রাম/২ মিলিলিটার মিলিলিটারে প্রতি ডোজ
১.৫- ২.৪	০.২	০.৮
২.৫- ৩.৯	০.৪	১.৬
৪.০- ৫.৯	০.৬	২.৪

এমক্সিসিলিন			
ওজন (কেজি)	ডিসপারসিবল ট্যাবলেট ২৫০ মিলিগ্রাম	ডিসপারসিবল ট্যাবলেট ১২৫ মিলিগ্রাম	সিরাপ (১২৫ মিলিগ্রাম প্রতি ৫ মিলিলিটার) প্রতি ডোজ (মিলিলিটার)
১.৫- ২.৪	১/২	১	৫ মিলি
২.৫- ৩.৯	১/২	১	৫ মিলি
৪.০- ৫.৯	১	২	১০ মিলি

এই চিকিৎসাগুলো ক্লিনিকে দিন

পদ্ধতি 'গ': চরম পানি স্বল্পতার দ্রুত চিকিৎসা

তীর চিহ্ন অনুসরন করুন। যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে অনুসরন করুন। যদি 'না' হয় তবে নীচে যান।

এখান থেকে শুরু করুন

আপনি কি অনতিবিলম্বে শিরায় স্যালাইন দিতে পারেন? → হ্যাঁ →

- **দ্রুত শিরায় স্যালাইন দেওয়া শুরু করুন**
- যদি শিশু পান করতে পারে, তবে শিরায় স্যালাইন দেওয়ার আগে ORS দিতে থাকুন
- প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১০০ মিঃ লিঃ রিঙ্গার্স ল্যাকটেট দিন (যদি না থাকে, নরমাল স্যালাইন দিন)। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ভাগ করুন ঃ

বয়স	প্রথমে দিন ৩০মিঃ লিঃ/কেজি	তারপর দিন ৭০ মিঃ লিঃ/কেজি
ছোট শিশু (১২ মাস বয়সের নীচের শিশু)	১ ঘন্টা ব্যাপী	৫ ঘন্টা ব্যাপী

- ১ থেকে ২ ঘন্টা পর পর শিশুকে পর্যবেক্ষণ করুন। যদি পানি স্বল্পতার কোন উন্নতি না হয় তবে অন্তঃশিরা স্যালাইনের হার এবং পরিমান বাড়িয়ে দিন
- ছোট শিশু যখনই পান করতে পারে তখনই ও আর এস দিন (৫ মিঃ লিঃ/কেঃ জিঃ/১ ঘন্টা) সাধারণত: ৩-৪ ঘন্টা পর পর

↓ না

কাছাকাছি অন্তঃশিরা স্যালাইন দেওয়ার কোন ব্যাবস্থা আছে কিনা (৩০ মিনিটের মধ্যে) → হ্যাঁ →

- **অনতিবিলম্বে** অন্তঃশিরা স্যালাইন দেয়ার জন্য **রেফার** করুন
- শিশু পান করতে পারলে, মা কে ORS দিন এবং যাত্রাপথে কিভাবে ঘন ঘন চুমুক দিয়ে খাওয়াবে, বা ন্যাজোগ্যাসট্রিক টিউব এর মাধ্যমে ORS প্রদান করবে তা দেখিয়ে দিন

↓ না

আপনি কি ন্যাজোগ্রাসট্রিক টিউব দিয়ে পানি স্বল্পতা পুরণে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত?

↓ না

শিশু কি পান করতে পারে?

(যে কোনটির উত্তর) হ্যাঁ →

- **ন্যাজোগ্যাসট্রিক টিউব এর সাহায্যে (অথবা মুখে) ORS প্রদানের মাধ্যমে পানি স্বল্পতা পুরণ শুরু করুন: ২০ মিলি/কেজি/ঘন্টা হিসেবে ৬ ঘন্টার জন্য (মোট ১২০ মিলি /কেজির জন্য) প্রদান করুন**
- **স্থানান্তরের জন্য অপেক্ষমান সময়ে প্রতি ১-২ ঘন্টা পর পর রোগীকে পর্যবেক্ষন করুন ঃ**
  - যদি বারবার বমি হয় অথবা পেট ফেঁপে যায় তবে স্যালাইন খুব ধীরে দিন
  - যদি ৩ ঘন্টার মধ্যে পানি স্বল্পতা উন্নতি না হয় তবে শিরায় স্যালাইন দেওয়ার জন্য রেফার করুন
- ৬ ঘন্টা পর রোগীকে পুনরায় পর্যবেক্ষন করুন। পানি স্বল্পতা নিরূপন করুন। চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথ চিকিৎসা পদ্ধতি ('ক', 'খ' বা 'গ') নির্ধারণ করুন

↓ না

অন্তঃশিরা স্যালাইন অথবা **ন্যাজোগ্রাসট্রিক টিউব দিয়ে** চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে **অনতিবিলম্বে** রেফার করুন

লক্ষণীয় ঃ যদি হাসপাতালে রেফার করা না হয়, পানি স্বল্পতা পুরণের ৬ ঘন্টা পর রোগীকে দেখুন এবং নিশ্চিত হন যে মা ORS দিয়ে পানি স্বল্পতা পুরণ করতে পারছে

মাকে পরামর্শ দিন

বাড়ীতে ছোট শিশুকে যত্ন নেয়ার ব্যাপারে মাকে উপদেশ দিন

১। ছোট শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান

- ছোট শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান। যতবার পারা যায় ততবার ও যতক্ষন ধরে শিশু বুকের দুধ খেতে চায়
- ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ান, যখন এবং যতক্ষন ছোট শিশু বুকের দুধ খেতে চায়

২। ছোট শিশু সব সময় গরম আছে কিনা নিশ্চিত হউন

- যদি আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে তাহলে অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে শিশুর মাথা এবং পা ঢেকে রাখুন

৩। কখন আসতে হবে

ফলোআপ সাক্ষাৎঃ

ছোট শিশুর যদি নীচের অবস্থা থাকেঃ	ফলোআপ-এর জন্য আসুন:
• জন্ডিস	১ম দিনে
• স্থানীয় ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ • ডায়রিয়া • খাওয়ানোর যে কোন সমস্যা • থ্রাশ	২য় দিনে
• সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ - খুব মারাত্মক সংক্রমণ (VSD-CSI) • সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ - দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (০-৬ দিন) • দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (৭-৫৯ দিন)	৪র্থ দিনে
• বয়স অনুপাতে ওজন কম ওজনের ছোট শিশু যে বুকের দুধ খায় না	৭ম দিনে
• বয়স অনুপাতে ওজন কম ওজনের ছোট শিশু যে বুকের দুধ খায়	১৪তম দিনে

অবিলম্বে আবার কখন আসতে হবেঃ

নীচের যে কোন একটি চিহ্ন থাকলে, অবিলম্বে মাকে ফিরে আসতে পরামর্শ দিন:

- অচেতন
- খিঁচুনি
- ক্রমাগত বমি
- মাথার তালু স্ফীত
- শরীরের বিশেষ অংশ নীলবর্ণ ধারন
- গুরুতর রক্তপাত
- বুকের নিচের অংশ মারাত্মক ভাবে ডেবে যাওয়া
- বুকের দুধ কম খায় বা কম পান করে
- শিশুর চঞ্চলতা কমে গেলে
- বেশি অসুস্থ হয়ে গেলে
- জ্বর
- ঠান্ডা অনুভব করলে
- দ্রুত শ্বাস
- শ্বাসকষ্ট
- হাত ও পায়ের তালু হলুদ হয়ে গেলে

অসুস্থ ছোট শিশুর জন্য ফলোআপ চিকিৎসা দিন

সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ-খুব মারাত্মক সংক্রমণ (VSD-CSI), সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ-দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (০-৬ দিন বয়সের জন্য) বা দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (৭-৫৯ দিন বয়সের জন্য)

৪ দিন পর ঃ

- সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ অথবা দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (৭-৫৯ দিন বয়সের জন্য) যাচাই করুন > রোগ "নিরূপণ ও শ্রেনী বিভাগ" চার্টটি দেখুন

চিকিৎসা ঃ

- **অবিলম্বে** হাসপাতালে **প্রেরন** করুন যদি ঃ
  - ছোট শিশু আরো অসুস্থ হয়ে যায় অথবা
  - চিকিৎসাধীন অবস্থায় **সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক** রোগের কোন নতুন উপসর্গ দেখা দিলে
- যদি ছোট শিশু সুস্থ হতে থাকে, দিনে দুইবার মুখে খাওয়ার এমক্সিসিলিন খাওয়ানো অব্যাহত রাখার জন্য মা কে বলুন
- ৪ দিন পর ছোট শিশুকে নিয়ে আসার জন্য মা কে বলুন

স্থানীয় ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমন

২ দিন পর ঃ

- নাভি লক্ষ্য করুন। এটা কি লাল অথবা পুঁজ পড়ছে?
- চামড়ার পুঁজ সহ দানা লক্ষ্য করুন

চিকিৎসা ঃ

- যদি **পুঁজ পড়ে অথবা লালচে থেকে যায় অথবা অবস্থা আরও খারাপ হয়** তা হলে হাসপাতালে **রেফার** করুন
- যদি **পুঁজ পড়া অথবা লালচে এর উন্নতি হয়** তা হলে মাকে ৫ দিন এ্যান্টিবায়োটিক দেয়া চালিয়ে যেতে বলুন এবং বাড়ীতে স্থানীয় সংক্রমনের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে বলুন
- যদি **চামড়ার পুঁজ সহ দানা একই রকম থাকে অথবা খারাপ হয়** তা হলে হাসপাতালে **রেফার** করুন
- যদি **চামড়ার পুঁজ সহ দানার উন্নতি হয়** তাহলে মাকে ৫ দিন এ্যান্টিবায়োটিক দেয়া চালিয়ে যেতে বলুন এবং বাড়ীতে স্থানীয় সংক্রমনের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে বলুন

অসুস্থ ছোট শিশুর জন্য ফলোআপ চিকিৎসা দিন

জন্ডিস

১ দিন পর ঃ

জন্ডিস লক্ষ্য করুন। হাত এবং পায়ের পাতা হলুদ কি?

চিকিৎসা ঃ

- **হাত এবং পায়ের পাতা হলুদ হলে হাসপাতালে প্রেরন করুন**
- **যদি হাত এবং পায়ের পাতা হলুদ না থাকে, জন্ডিসও না কমে তবে মাকে বাড়ীতে শিশুর যত্ন নিতে বলুন এবং ১ দিনের ফলো-আপে আসতে বলুন**
- যদি জন্ডিস কমতে শুরু করে তাহলে মাকে বাড়ীতে শিশুর যত্ন নিতে বলুন। শিশুর তিন সপ্তাহের বয়সে পুনরায় ফলো-আপে আসতে বলুন
- যদি তিন সপ্তাহের বেশী জন্ডিস থাকে, তবে পুনরায় রোগ নিরূপণের জন্য হাসপাতালে রেফার করুন

ডায়রিয়া

২ দিন পর ঃ

- জিজ্ঞাসা করুনঃ ডায়রিয়া কি থেমে গেছে?
- যদি ডায়রিয়া **না থামে**, যাচাই করুন, ডায়রিয়ার জন্য ছোট শিশুকে শ্রেনীবিভাগ করুন
- যদি ডায়রিয়া **থামে**, শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখার জন্য মা কে বুলুন

অসুস্থ ছোট শিশুর ফলোআপ চিকিৎসা দিন

খাওয়ানোর সমস্যা

২ দিন পর ঃ

খাওয়ানো পুনরায় নিরূপণ করুন > উপরে বর্নিত "খাওয়ানোর সমস্যা বা কম ওজনের জন্য যাচাই করুন"

- প্রথম সাক্ষাতে খাওয়ানোর ব্যাপারে কোন সমস্যা ছিল কিনা জিজ্ঞেস করুন
- খাওয়ানোর ব্যাপারে কোন নতুন বা অব্যাহত সমস্যা থাকলে সে সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন। আপনি যদি খাওয়ানোর ব্যাপারে মাকে দিয়ে লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন করাতে চান তাহলে শিশুকে নিয়ে তাঁকে আবার আসতে বলুন
- যদি বয়সের তুলনায় শিশুর ওজন কম হয়, তাহলে শিশুর ওজন বেড়েছে কি না তা মাপার জন্য প্রথম সাক্ষাতের ১৪ দিন পরে মাকে আবার আসতে বলুন

ব্যতিক্রম ঃ

যদি মনে করেন, খাওয়ানোর বর্তমান পদ্ধতি কার্যকর হচ্ছে না অথবা শিশুর **ওজন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে** তাহলে তাকে হাসপাতালে **রেফার** করুন।

বয়স অনুপাতে কম ওজন

১৪ দিন পর (অথবা ৭ দিন পর যদি ছোট শিশুটি বুকের দুধ না খায়) ঃ

ওজন করুন এবং বয়স অনুপাতে শিশুর ওজন এখনও কম কিনা নির্ণয় করুন। খাওয়ানো পুণরায় নিরূপণ করুন:
উপরে বর্নিত, "খাওয়ানোর সমস্যা অথবা কম ওজন যাচাই করুন।"

- যদি ছোট শিশুটি **বয়স অনুপাতে এখন আর কম ওজনের না হয়,** তাহলে মায়ের প্রশংসা করুন এবং অব্যাহত রাখতে উৎসাহ দিন
- যদি ছোট শিশুটি **এখনও বয়স অনুপাতে কম ওজনের হয়, কিন্তু ভালভাবে খাওয়ানো হচ্ছে,** তাহলে মাকে প্রশংসা করুন। যখন আবার টিকার জন্য আসতে হবে অথবা ১ মাসের মধ্যে আবার আসতে বলুন যাতে করে শিশুর পুনরায় ওজন নেয়া যায়
- যদি **বয়স অনুপাতে শিশুটির ওজন এখনও কম হয়** এবং **এখনও খাওয়ানোর সমস্যা থাকে,** তাহলে খাওয়ানোর অসুবিধা সম্পর্কে মাকে পরামর্শ দিন। মাকে ১৪ দিনের মধ্যে আবার আসতে বলুন (অথবা তিনি যখন টিকার জন্য আসবেন, যদি তা ২ সপ্তাহের মধ্যে হয়)। সপ্তাহে সপ্তাহে খোঁজ নিন যতদিন না শিশু ভালমত খায় এবং নিয়মিত ওজন বৃদ্ধি হয় অথবা বয়স অনুপাতে আর কম ওজন নয়

ব্যতিক্রম ঃ

যদি মনে করেন, খাওয়ানোর বর্তমান পদ্ধতি কার্যকর হচ্ছে না অথবা শিশুর **ওজন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে** তাহলে তাকে হাসপাতালে **রেফার** করুন।

থ্রাশ

২ দিন পর ঃ

মুখের ভিতরে সাদা দাগ (থ্রাশ) লক্ষ্য করুন।
খাওয়ানো পুণরায় নিরূপণ করুন, উপরে বর্নিত "খাওয়ানোর সমস্যা অথবা কম ওজনের জন্য যাচাই করুন"।

- যদি **থ্রাশ আরও খারাপ হয়** চিকিৎসা সঠিকভাবে দেয়া হয়েছিল কিনা যাচাই করুন
- যদি শিশুটির **ভালভাবে বুকে লাগানো বা দুধ চুষা নিয়ে সমস্যা হয়,** তাহলে হাসপাতালে রেফার করুন
- যদি **থ্রাশ একই রকম থাকে বা ভাল-র দিকে যায়** এবং ছোট শিশুটিকে **ভালভাবে খাওয়ানো হয়,** তাহলে মোট ৭ দিনের জন্য নাইসটেটিন ওয়েন্টমেন্ট দেয়া অব্যাহত রাখুন

IMCI রেজিস্টার (২ মাসের কম বয়সী শিশু)

সেবা গ্রহীতার পরিচিতি	শারীরিক পরীক্ষা	লক্ষণ	শ্রেণী বিভাগ	ব্যবস্থাপনা: রেফারেল হলে	ব্যবস্থাপনা: রেফারেল না হলে
১	২	৩	৪	৫	৬
রেজিঃ নং ঃ তারিখ ঃ শিশুর নাম ঃ জন্ম তারিখ ঃ বয়স ঃ লিঙ্গ ঃ ☐ ছেলে ☐ মেয়ে ভিজিট ঃ ☐ প্রথম ☐ ফলো-আপ মায়ের নাম ঃ পিতার নাম ঃ ঠিকানা ঃ বাড়ির নাম/হোল্ডিং নম্বর ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ ইউনিয়ন ঃ উপজেলা ঃ জেলা ঃ মোবাইল নম্বর ঃ	ওজন (কেজি) ঃ .... দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) ঃ .... তাপমাত্রা (°সেঃ / °ফাঃ) ঃ .... শ্বাস (মিনিটে কতবার) ঃ .... পালস অক্সিমিটারের সাহায্যে রক্তে অক্সিজেন সেচুরেশন মাপুন (%) ঃ .... লক্ষণ শুরুর তারিখ ঃ .... ☐ হাতের তালু পরীক্ষাকরণ ☐ চোখ পরীক্ষাকরণ ☐ অন্যান্য সমস্যা নিরূপণের জন্য পরীক্ষাকরণ	☐ অচেতন বা ঝিমুনি ☐ খিচুনি বা খিচুনির ইতিহাস ☐ একেবারেই খেতে না পারা ☐ ক্রমাগত বমি ☐ মাথার তালু স্ফীত ☐ ঘুমের মধ্যে ২০ সেঃ বা বেশি সময়ের জন্য শ্বাস বন্ধ হওয়া ☐ শিশুর শরীরের বিশেষ অংশ নীল বর্ণ ধারণ ☐ অধিক রক্তপাত ☐ জন্ম ওজন ১৫০০ গ্রামের কম ☐ গুরুতর জন্মগত বিকলাঙ্গতা ☐ সার্জিক্যাল কন্ডিশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি প্রয়োজন	☐ **সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ-সঙ্কটাপন্ন অসুস্থতা (VSD-CI)**	**প্রথম ডোজ প্রদান ও রেফার** ☐ ইনজেকশন জেন্টামাইসিন; ডোজ ঃ ☐ এমক্সিসিলিন সিরাপ; ডোজ ঃ	[redacted]
		☐ বুকের নীচের অংশ মারাত্মক ভাবে ডেবে যাওয়া ☐ নিম্ন তাপমাত্রা (তাপমাত্রা ৯৫.৫° ফাঃ/৩৫.৫° সেঃ এর কম বা শরীর ঠান্ডা মনে হয়) ☐ জ্বর (৯৯.৫° ফাঃ /৩৭.৫° সেঃ বা এর বেশি বা শরীর গরম মনে হয়) ☐ শুধুমাত্র উত্তেজিত করলে নড়াচড়া করে বা একেবারেই নড়াচড়া করে না ☐ ঠিকমতো খেতে না পারা	☐ **সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ-খুব মারাত্মক সংক্রমণ (VSD-CSI)**	**প্রথম ডোজ প্রদান ও রেফার** ☐ ইনজেকশন জেন্টামাইসিন; ডোজ ঃ ☐ এমক্সিসিলিন সিরাপ; ডোজ ঃ	☐ ইনজেকশন জেন্টামাইসিন - দিনে এক বার ২ দিন; ডোজ ঃ ☐ এমক্সিসিলিন সিরাপ - দিনে দুই বার ৭ দিন; ডোজ ঃ ☐ **৪র্থ দিন ফলো-আপ** ☐ **৮ম দিনে ফলো-আপ**
		☐ শ্বাসের হার মিনিটে ৬০ বা তার বেশী (০-৬ দিন বয়সের জন্য)	☐ **সম্ভাব্য মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ অথবা খুব মারাত্মক রোগ- দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (০-৬ দিন বয়সের জন্য)**	**প্রথম ডোজ প্রদান ও রেফার** ☐ এমক্সিসিলিন সিরাপ; ডোজ ঃ	☐ এমক্সিসিলিন সিরাপ - দিনে দুই বার ৭ দিন; ডোজ ঃ ☐ **৪র্থ দিন ফলো-আপ** ☐ **৮ম দিনে ফলো-আপ**
		☐ শ্বাসের হার মিনিটে ৬০ বা তার বেশী (৭-৫৯ দিন বয়সের জন্য)	☐ **দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া (৭-৫৯ দিন বয়সের জন্য)**	[redacted]	☐ এমক্সিসিলিন সিরাপ - দিনে দুই বার ৭ দিন; ডোজ ঃ ☐ **৪র্থ দিন ফলো-আপ** ☐ **৮ম দিনে ফলো-আপ**
		☐ নাভীর চারপাশে লাল বা নাভী থেকে পুঁজ পড়া ☐ চামড়ায় পুঁজসহ দানা আছে	☐ **স্থানীয় ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ**		☐ এমক্সিসিলিন সিরাপ - দিনে দুই বার ৭ দিন; ডোজ ঃ ☐ **২য় দিন ফলো-আপ**
		জন্ডিস যাচাই ঃ ☐ হলদে হাতের তালু ও পায়ের পাতা ☐ জন্ডিস জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেখা দিয়েছে	☐ **মারাত্মক জন্ডিস** ☐ **জন্ডিস**	**মারাত্মক জন্ডিস ঃ** ☐ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধে ☐ যথাযথ চিকিৎসা ☐ হাসপাতালে **রেফার** ☐ শিশুকে হাসপাতালে নেয়ার সময় কিভাবে গরম রাখবেন সে ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিন	**জন্ডিস ঃ** ☐ বাড়িতে শিশুর যত্নের পরামর্শ ☐ ১ দিন পর ফলো-আপের পরামর্শ ☐ হাতের তালু /পায়ের পাতা হলুদ হলে মাকে অবিলম্বে নিয়ে আসার পরামর্শ ☐ শিশুর বয়স ৩ সপ্তাহের বেশী হলে রোগ নিরূপণের জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করুন
		পানি স্বল্পতা যাচাই ঃ ☐ শুধু মাত্র উত্তেজিত করলে নড়াচড়া করে ☐ একেবারেই নড়াচড়া করে না ☐ অস্থির, খিটখিটে ☐ চোখ বসে গেছে ☐ পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরে ধীরে ফিরে যায় ☐ পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় খুব ধীরে ধীরে ফিরে যায়	**পানি স্বল্পতা** ☐ **চরম পানি স্বল্পতা** ☐ **কিছু পানি স্বল্পতা** ☐ **পানি স্বল্পতা নাই**	☐ যদি শিশুর অন্য কোন খুব মারাত্মক রোগও হয়ে থাকে- **জরুরী ভাবে** হাসপাতালে প্রেরন করুন	পানি স্বল্পতার শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী চিকিৎসা ঃ ☐ **চরম পানি স্বল্পতা** ☐ **কিছু পানি স্বল্পতা** ☐ **পানি স্বল্পতা নাই** **কিছু পানি স্বল্পতা ও পানি স্বল্পতা নাই** এর জন্য ঃ ☐ শিশুর অবস্থার উন্নতি না হলে ২য় দিনে ফলো-আপে আসতে বলুন
		☐ সাত দিনের কম বয়সী শিশুর ওজন ২ কেজির কম হলে ☐ ভালভাবে বুকে লাগানো হয় নি ☐ ভালভাবে দুধ চুষে না ☐ ২৪ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ ৮ বারের চেয়ে কম খায় ☐ অন্য খাবার বা তরল খাবার খায় ☐ বয়স অনুপাতে ওজন কম ☐ থ্রাশ (মুখে ঘা অথবা সাদা ঘা)	☐ **বয়সের তুলনায় খুব কম ওজন** ☐ **খাওয়ানোর সমস্যা অথবা কম ওজন** ☐ **খাওয়ানোর সমস্যা নাই**	☐ ক্যাংগারু মাদার কেয়ারের জন্য হাসপাতালে **রেফার** করুন ☐ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধে ☐ যথাযথ চিকিৎসা দিন ☐ শিশুকে হাসপাতালে নেয়ার সময় কিভাবে গরম রাখবেন সে ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিন	☐ খাওয়ানোর সমস্যা থাকলে আদর্শ প্রটোকল (আইএমসিআই) অনুসারে মাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং ২য় দিনে ফলো-আপ ☐ যদি বুকের দুধ একেবারেই না খায়: ☐ বুকের দুধ খাওয়ানো সম্ভব হলে পুনরায় বুকের দুধ চালুর পরামর্শ গ্রহণের জন্য হাসপাতালে প্রেরন ☐ থ্রাশ হলে, বাড়ীতে থ্রাশের চিকিৎসা ব্যবস্থা মাকে বুঝিয়ে দিন- প্রতিবার হাত ধুয়ে দিনে ৪ বার নাইসটেটিন ড্রপ মুখের ভিতর ৭ দিন দিতে হবে এবং ২ দিন পর ফলো-আপের জন্য আসতে বলা ☐ বয়স অনুপাতে ওজন কম হলে ১৪ দিন পর ফলো-আপে আসার পরামর্শ প্রদান
		☐ হাতের তালু মারাত্মক ফ্যাকাশে ☐ হাতের তালু কিছু ফ্যাকাশে	☐ **মারাত্মক রক্ত স্বল্পতা** ☐ **রক্ত স্বল্পতা**		
		[redacted]	☐ **৩২ সপ্তাহের আগে জন্মগ্রহণ/ অপরিনিত জন্মের ইতিহাস** ☐ **চোখের ছানি/ রেটিনোব্লাসটোমা/ অন্যান্য** ☐ **চোখ দিয়ে পানি বা পূঁজ পড়া** ☐ **চোখ লাল হয়ে যাওয়া (কর্নিয়া বা চোখে ক্ষত/ কনজাংটিভাইটিস)** ☐ **গঠনজনিত ত্রুটি**	**চোখের যে কোন সমস্যার জন্য ঃ** ☐ **জরুরী ভিত্তিতে** হাসপাতালে প্রেরন করুন	[redacted]
			☐ **পানিতে ডুবে যাওয়া** ☐ **শিশুর আঘাত/ দূর্ঘটনাজনিত অসুস্থতা**		
			☐ **অন্যান্য সমস্যা (নির্দিষ্ট করে লিখুন) ঃ**		
		পুষ্টি সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য			
		☐ শুধুমাত্র বুকের দুধ খায় (০-৬মাস)			
		কাউন্সেলিং			
		☐ আইওয়াইসিএফ ☐ ভিটামিন এ ☐ আইডিডি ☐ রক্ত স্বল্পতা ☐ মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এমএনপি)			
		শিশুর টিকাদান বিষয় যাচাই করুন: (আজকে কোন টিকার প্রয়োজন থাকলে তা বৃত্তায়িত করুন)			
		বি.সি.জি পেন্টা-১ ওপিভি-০ ওপিভি-১ পিসিভি-১ আইপিভি		পরবর্তী টিকার জন্য আসবেন ঃ ________ (তারিখ)	

IMCI রেজিস্টার (২ মাস হতে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু)

সেবা গ্রহীতার পরিচিতি	শারীরিক পরীক্ষা	লক্ষণ	শ্রেণী বিভাগ	ব্যবস্থাপনা রেফারেল হলে	 রেফারেল না হলে
১	২	৩	৪	৫	৬
রেজিঃ নং ঃ	ওজন (কেজি) ঃ	☐ পান করতে অথবা বুকের দুধ খেতে পারে না ☐ সবকিছু বমি করে ফেলে দেয় ☐ খিঁচুনি হয়েছিল বা এখন আছে ☐ নেতিয়ে পড়েছে কিংবা অজ্ঞান ☐ শান্ত অবস্থায় স্ট্রাইডর থাকা	☐ **মারাত্মক নিউমোনিয়া অথবা খুব মারাত্মক রোগ**	☐ এমক্সিসিলিন ডিটি প্রথম ডোজ ঃ ☐ যদি ডিটি না থাকে- এমক্সিসিলিন সিরাপ প্রথম ডোজ ঃ ☐ মাংসপেশীতে ইনজেকশন জেন্টামাইসিনের প্রথম ডোজ ঃ ☐ খিঁচুনি হলে মলদ্বারে ডায়াজিপাম দিন ☐ হুইজিং হলে সালবিউটামল দিন ☐ **জরুরি রেফার**	
তারিখ ঃ শিশুর নাম ঃ	উচ্চতা (ইঞ্চি) ঃ .... তাপমাত্রা (°সেঃ/°ফাঃ) ঃ	☐ বুকের নীচের অংশ ভিতরে ডেবে যাওয়া ☐ দ্রুত শ্বাস- শ্বাসের হার মিনিটে ৫০ বা তার বেশী (২মাস - ১১মাস পর্যন্ত) ☐ দ্রুত শ্বাস- শ্বাসের হার মিনিটে ৪০ বা তার বেশী (১২মাস - ৫বছর পর্যন্ত)	☐ **নিউমোনিয়া**	☐ কাশি ১৪ দিনের বেশি থাকলে অথবা ঘন ঘন হুইজিং থাকলে, রোগ নিরূপনের জন্য হাসপাতালে **রেফার**	☐ এমক্সিসিলিন ডিটি দিনে দুইবার ৫ দিনঃ ডোজ ঃ ☐ যদি ডিটি না থাকে- এমক্সিসিলিন সিরাপ দিনে দুইবার ৫ দিনঃ ডোজ ঃ ☐ হুইজিং থাকলে ৫ দিনের জন্য সালবিউটামল ☐ কাশি উপশম করার পরামর্শ ☐ যে কোন একটি সাধারণ বিপদজনক চিহ্ন বা স্ট্রাইডর দেখা দিলে অবিলম্বে আসার পরামর্শ ☐ ৩য় দিন ফলো-আপের পরামর্শ
	....	☐ নিউমোনিয়া অথবা খুব মারাত্মক রোগ এর চিহ্ন/ লক্ষণ নাই	☐ **কাশি অথবা সর্দি**	☐ কাশি ১৪ দিনের বেশি থাকলে অথবা ঘন ঘন হুইজিং থাকলে, রোগ নিরূপনের জন্য হাসপাতালে **রেফার**	☐ হুইজিং থাকলে ৫ দিনের জন্য সালবিউটামল ☐ গলা পরিষ্কার ও কাশি উপশমের পরামর্শ ☐ দ্রুত শ্বাস বা শ্বাস কষ্ট দেখা দিলে অবিলম্বে আসার পরামর্শ ☐ অবস্থার উন্নতি না হলে, ৫ম দিন ফলো-আপের পরামর্শ
জন্ম তারিখ ঃ	শ্বাস (মিনিটে কতবার) ঃ	**পানি স্বল্পতা যাচাই ঃ** ☐ নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান ☐ চোখ বসে গেছে ☐ পান করতে পারে না বা কম পান করে ☐ অস্থির, খিটখিটে ☐ আগ্রহের সাথে পান করে, তৃষ্ণার্ত ☐ পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় ধীরে ধীরে ☐ পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় খুব ধীরে ধীরে	**পানি স্বল্পতা** ☐ **চরম পানি স্বল্পতা** ☐ **কিছু পানি স্বল্পতা** ☐ **পানি স্বল্পতা নাই**	☐ যদি শিশুর অন্য কোন মারাত্মক শ্রেণী বিভাগও থাকে ঃ **জরুরীভাবে** হাসপাতালে প্রেরন করুন	পানি স্বল্পতার শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী চিকিৎসা ঃ ☐ **চরম পানি স্বল্পতা** ☐ **কিছু পানি স্বল্পতা** ☐ **পানি স্বল্পতা নাই** **কিছু পানি স্বল্পতা ও পানি স্বল্পতা নাই এর জন্য ঃ** ☐ শিশুর অবস্থার উন্নতি না হলে ৫ দিনের ফলো-আপে আসতে বলুন
বয়স ঃ লিঙ্গ ঃ ☐ ছেলে ☐ মেয়ে	পালস অক্সিমিটারের সাহায্যে রক্তে অক্সিজেন সেচুরেশন মাপুন (%) ঃ .... লক্ষণ শুরুর তারিখ ঃ	ডায়রিয়া ১৪ দিন বা বেশী সময় ধরে ঃ ☐ পানি স্বল্পতা আছে ☐ পানি স্বল্পতা নাই	☐ **মারাত্মক দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া** ☐ **দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া**	**মারাত্মক দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া ঃ** ☐ অন্য কোন মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ থাকলে-**রেফার** ☐ অন্য কোন মারাত্মক শ্রেণীবিভাগ না থাকলে পানি স্বল্পতার চিকিৎসা এবং **রেফার**	**দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া ঃ** ☐ বয়সে অনুযায়ী সুপারিশকৃত খাবারের পরামর্শ ☐ ভিটামিন এ এবং মাল্টিভিটামিন/ মিনারেল ☐ ৫ম দিনে ফলো-আপের পরামর্শ
		☐ মলে রক্ত আছে	☐ **আমাশয়**		**আমাশয় ঃ** ☐ সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিনে দুইবার ৩ দিনঃ ডোজ ঃ ☐ ৩য় দিন ফলো-আপের পরামর্শ
	☐ হাতের তালু পরীক্ষাকরণ	☐ কানের পেছনে ব্যথা সহ ফোলা	☐ **ম্যাসটয়ডাইটিস**	☐ এমক্সিসিলিন ডিটি প্রথম ডোজ ঃ ☐ প্যারাসিটামল এর প্রথম ডোজ ঃ ☐ **জরুরি রেফার**	
ভিজিট ঃ ☐ প্রথম ☐ ফলো-আপ	☐ চোখ পরীক্ষাকরণ	☐ কানে ব্যথা ☐ কান থেকে পুঁজ বা পানি পড়ে (১৪ দিনের কম সময় ধরে)	☐ **কানের তীব্র সংক্রমণ**		☐ এমক্সিসিলিন ডিটি দিনে দুইবার ৫ দিনঃ ডোজ ঃ ☐ যদি না থাকে, কোট্রিমোক্সাজল দিনে দুইবার ৫ দিনঃ ডোজ ঃ ☐ প্যারাসিটামলঃ ডোজ ঃ ☐ কান পরিষ্কার এবং কানে পানি না ঢুকার পরামর্শ ☐ ৫ম দিনে ফলো-আপের পরামর্শ
	☐ ইসিডি নির্ণয়ের পরীক্ষা (ECD)	☐ কান থেকে পুঁজ বা পানি পড়ে (১৪ দিন বা বেশী সময় ধরে)	☐ **কানের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমন**		☐ কান পরিষ্কার এবং কানে পানি না ঢুকার পরামর্শ প্রদান ☐ কুইনোলন কানের ড্রপ ☐ ৫ম দিনে ফলো-আপের পরামর্শ
মায়ের নাম ঃ	☐ অন্যান্য সমস্যা নিরূপণের জন্য পরীক্ষাকরণ	☐ জ্বরের ইতিহাস/গরম অনুভব/তাপমাত্রা ৯৯.৫ °ফাঃ বা ৩৭.৫°সেঃ বা অধিক ☐ যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন ☐ ঘাড় শক্ত	☐ **খুব মারাত্মক জ্বর জনিত রোগ**	☐ এমক্সিসিলিন ডিটি প্রথম ডোজ ঃ ☐ প্যারাসিটামল এর প্রথম ডোজ ঃ ☐ আরটিসোনেট এর প্রথম ডোজ ঃ ☐ রক্তে গ্লুকোজ স্বল্পতার চিকিৎসা ☐ **জরুরী রেফার**	
পিতার নাম ঃ		☐ জ্বরের ইতিহাস/ তাপমাত্রা ৯৯.৫°ফাঃ বা ৩৭.৫°সেঃ বা অধিক ☐ ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি আছে ☐ ম্যালেরিয়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ভ্রমন ☐ আরডিটি/ ম্যালেরিয়ার অন্য পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ ☐ জ্বরের অন্য কোন কারণ নাই	☐ **ম্যালেরিয়া**	☐ ৭ দিনের বেশী প্রতিদিনই জ্বর থাকলে হাসপাতালে **রেফার**	☐ আরটিসোনেট ৩ দিনঃ ডোজ ঃ ☐ প্যারাসিটামলঃ ডোজ ঃ ☐ অবিরাম জ্বর থাকলে ৩ দিন পর ফলো- আপের পরামর্শ
		☐ জ্বরের ইতিহাস বা গরম অনুভব অথবা তাপমাত্রা ৯৯.৫°ফাঃ/৩৭.৫°সেন্টিঃ বা অধিক ☐ জ্বরের অন্য কারণ আছে	☐ **জ্বর-ম্যালেরিয়া নয়**	☐ ৭ দিনের বেশী প্রতিদিনই জ্বর থাকলে হাসপাতালে **রেফার**	☐ প্যারাসিটামলঃ ডোজ ঃ ☐ জ্বরের অন্যান্য সুনির্দিষ্ট কারণগুলোর চিকিৎসা ☐ অবিরাম জ্বর থাকলে ৩ দিন পর ফলো-আপের পরামর্শ
		☐ যে কোন সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন ☐ ঘোলাটে কর্নিয়া ☐ গভীর ও ব্যাপক মুখের ঘা	☐ **মারাত্মক জটিলতাসহ হাম**	☐ ভিটামিন এ ☐ এমক্সিসিলিন ডিটি প্রথম ডোজ ঃ ☐ টেট্রাসাইক্লিন মলম দিয়ে ঘোলাটে কর্নিয়ার চিকিৎসা ☐ **জরুরী রেফার**	
ঠিকানা ঃ বাড়ির নাম/হোল্ডিং নম্বর ঃ		☐ চোখ দিয়ে পুঁজ পড়া ☐ মুখের ঘা	☐ **চোখ ও মুখের জটিলতাসহ হাম**		☐ ভিটামিন এ ☐ চোখ থেকে পুঁজ পড়লে টেট্রাসাইক্লিন মলম ☐ মুখে ঘা হলে- নাইসটেটিন মলম এবং রিবফ্লাভিন প্রদান ☐ ৩য় দিনে ফলো-আপ
		☐ এখন অথবা বিগত ৩ মাসের মধ্যে হাম	☐ **হাম**		☐ ভিটামিন এ
গ্রাম/মহল্লা ঃ		☐ উভয় পা ফোলা ☐ WFH/L এর জন্য জেড স্কোরঃ - ৩ এর চেয়ে কম ☐ MUAC ১১৫ মিলিমিটারের কম ☐ স্বাস্থ্যগত জটিলতা আছে ☐ পুষ্টি চিকিৎসা শেষ করতে পারেনি ☐ বুকের দুধ খাওয়ায় সমস্যা	☐ **জটিল মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি**	☐ এমক্সিসিলিন ডিটি প্রথম ডোজ ঃ ☐ রক্তে গ্লুকোজ স্বল্পতার চিকিৎসা ☐ **জরুরী রেফার**	
ইউনিয়ন ঃ		☐ WFH/L এর জেড স্কোরঃ - ৩ এর চেয়ে কম ☐ MUAC ১১৫ মিলিমিটারের কম	☐ **জটিলতাবিহীন মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি**		☐ এমক্সিসিলিন ডিটি দিনে দুইবার ৫ দিনঃ ডোজ ঃ ☐ সুপারিশকৃত খাবার ☐ ৭ম দিন ফলোআপ
		☐ WFH/L এর জেড স্কোরঃ - ৩ এবং - ২ এর মধ্যে ☐ MUAC ১১৫ থেকে ১২৫ মি.মি এর মধ্যে	☐ **মাঝারী তীব্র অপুষ্টি**		☐ শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী চিকিৎসা ☐ ৩০ তম দিন ফলোআপ
উপজেলা ঃ		☐ হাতের তালু মারাত্মক ফ্যাকাশে ☐ হাতের তালু কিছু ফ্যাকাশে	☐ **মারাত্মক রক্তস্বল্পতা** ☐ **রক্তস্বল্পতা**	**মারাত্মক রক্ত স্বল্পতা ঃ** ☐ **জরুরীভিত্তিতে** হাসপাতালে **রেফার**	**রক্তস্বল্পতা ঃ** ☐ আয়রন বা মাল্টিপল মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টঃ ডোজ ঃ ☐ হুইজিং থাকলে ৫ দিনের জন্য সালবিউটামল ☐ ১ বছর বা তার বেশি বয়স হলে এবং গত ৬ মাসে কোনও ডোজ না পেয়ে থাকলে মেবেনডাজল / অ্যালবেনডাজল ☐ ১৪ দিনের মধ্যে ফলো-আপ
জেলা ঃ মোবাইল নম্বর ঃ			☐ **কম জন্ম ওজন (জন্মের ৭২ ঘন্টার মধ্যে)** ☐ **বয়সের তুলনায় কম ওজন সম্পন্ন (Underweight) (৬-৫৯ মাস)** ☐ **বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা সম্পন্ন (Stunting) (৬-৫৯ মাস)** ☐ **উচ্চতার তুলনায় কম ওজন সম্পন্ন (Wasting) (৬-৫৯ মাস)**		
			☐ **চোখের ছানি/ রেটিনোব্লাসটোমা/ অন্যান্য** ☐ **চোখ দিয়ে পানি বা পুঁজ পড়া** ☐ **চোখ লাল হয়ে যাওয়া (কর্নিয়া বা চোখে ক্ষত/ কনজাংটিভাইটিস)** ☐ **অক্ষি গোলক ও বহিরাংশের ইনজুরি** ☐ **টেরা চোখ** ☐ **গঠনজনিত ত্রুটি** ☐ **দৃষ্টিশক্তি হ্রাস** ☐ **দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে না পারা**	**চোখের যে কোন সমস্যার জন্য ঃ** ☐ **জরুরীভিত্তিতে** হাসপাতালে **রেফার**	
			☐ **ইসিডি সমস্যা**	**ত্রুটিপূর্ন মানসিক বিকাশ হলে ঃ** ☐ **জরুরীভিত্তিতে** হাসপাতালে **রেফার**	
			☐ **পানিতে ডুবে যাওয়া** ☐ **আঘাত/ দূর্ঘটনাজনিত অসুস্থতা**		
			☐ **অন্যান্য সমস্যা (নির্দিষ্ট করে লিখুন) ঃ**		

পুষ্টি সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য

☐ শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো (০- ৬ মাস)

☐ নিউট্রেশনাল থেরাপী (৬- ২৩ মাস)

কাউন্সেলিং

☐ আইওয়াইসিএফ ☐ ভিটামিন এ ☐ আইইডি ☐ রক্ত স্বল্পতা ☐ মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এমএনপি)

শিশুর টিকাদান বিষয় যাচাই করুন (আজকে কোন টিকার প্রয়োজন থাকলে তা বৃত্তায়িত করুন)

বি.সি.জি ওপিভি-০	পেন্টা-১ ওপিভি-১ পিসিভি-১ আইপিভি	পেন্টা- ২ ওপিভি- ২ পিসিভি- ২	পেন্টা - ৩ ওপিভি - ৩ পিসিভি- ৩ আইপিভি	এম আর -১	এম আর- ২	ভিটামিন এ কৃমিনাশক	পরবর্তী টিকার জন্য আসবেন ঃ __________ (তারিখ)

বয়স অনুপাতে ওজন নির্ণয়ের চার্ট (মেয়ে)

জন্ম থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত

Weight-for-age GIRLS

Birth to 5 years (z-scores)

World Health Organization

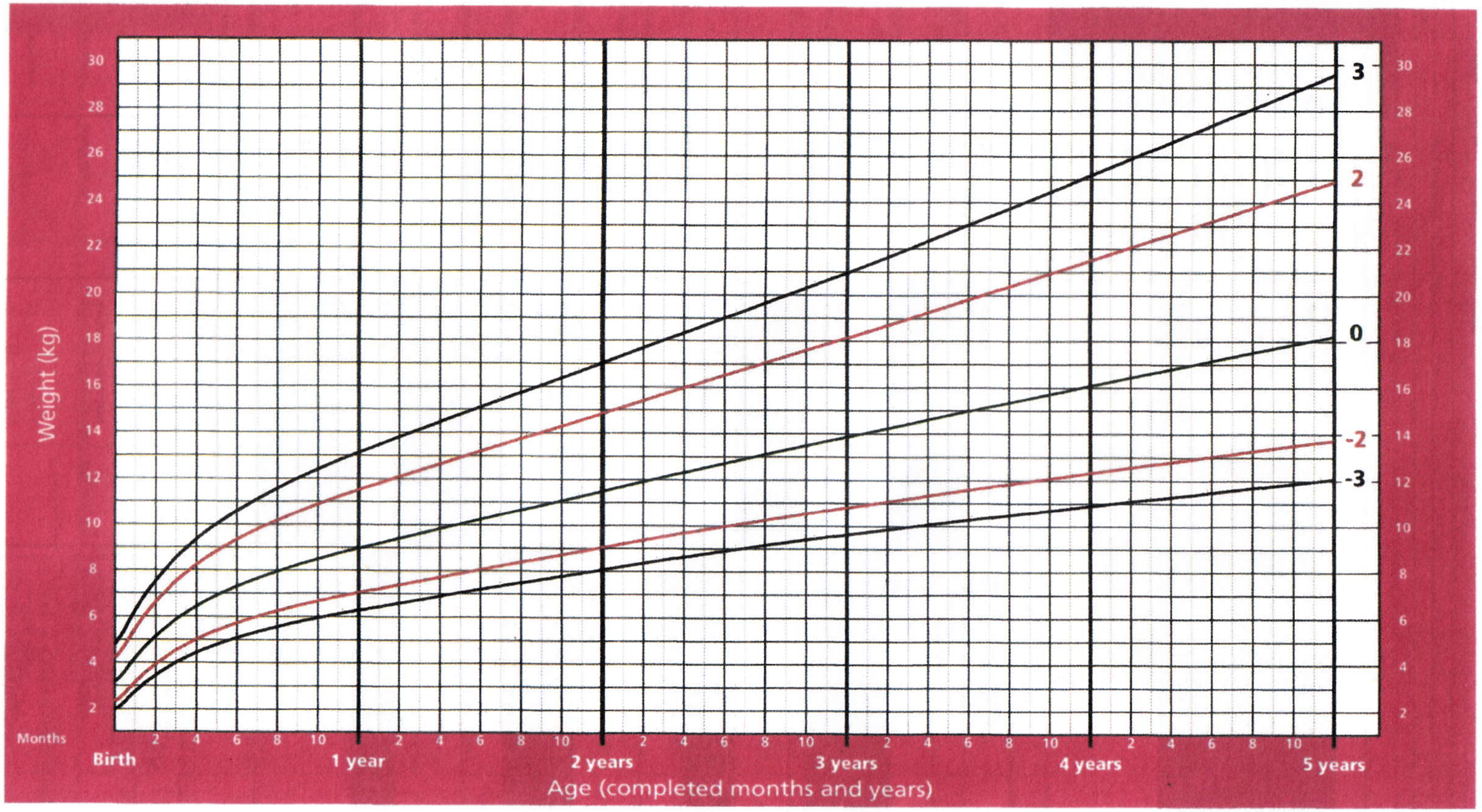

WHO Child Growth Standards

বয়স অনুপাতে ওজন নির্ণয়ের চার্ট (ছেলে)
জন্ম থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত

Weight-for-age BOYS

Birth to 5 years (z-scores)

World Health Organization

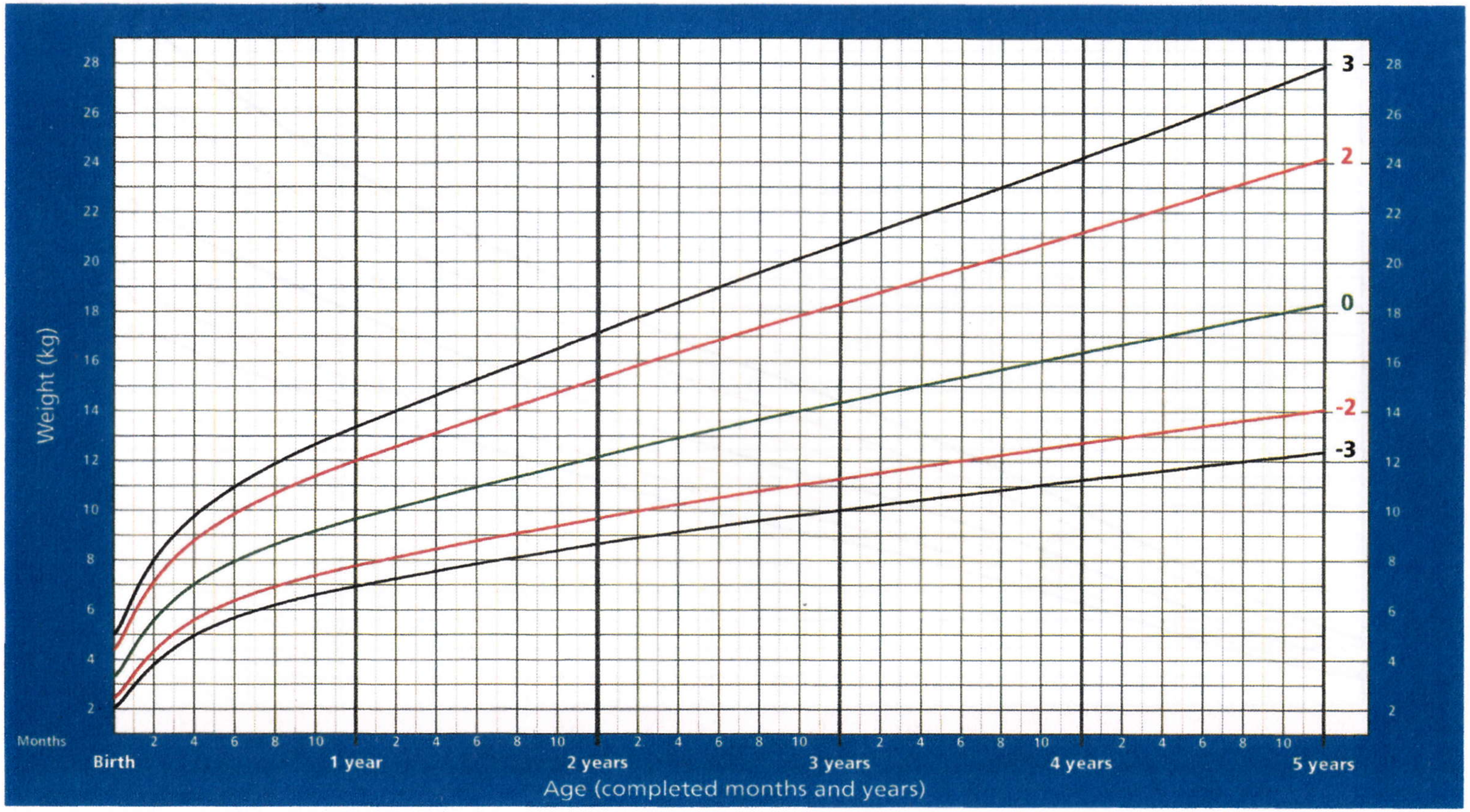

WHO Child Growth Standards

Weight-for-length GIRLS

Birth to 2 years (z-scores)

World Health Organization

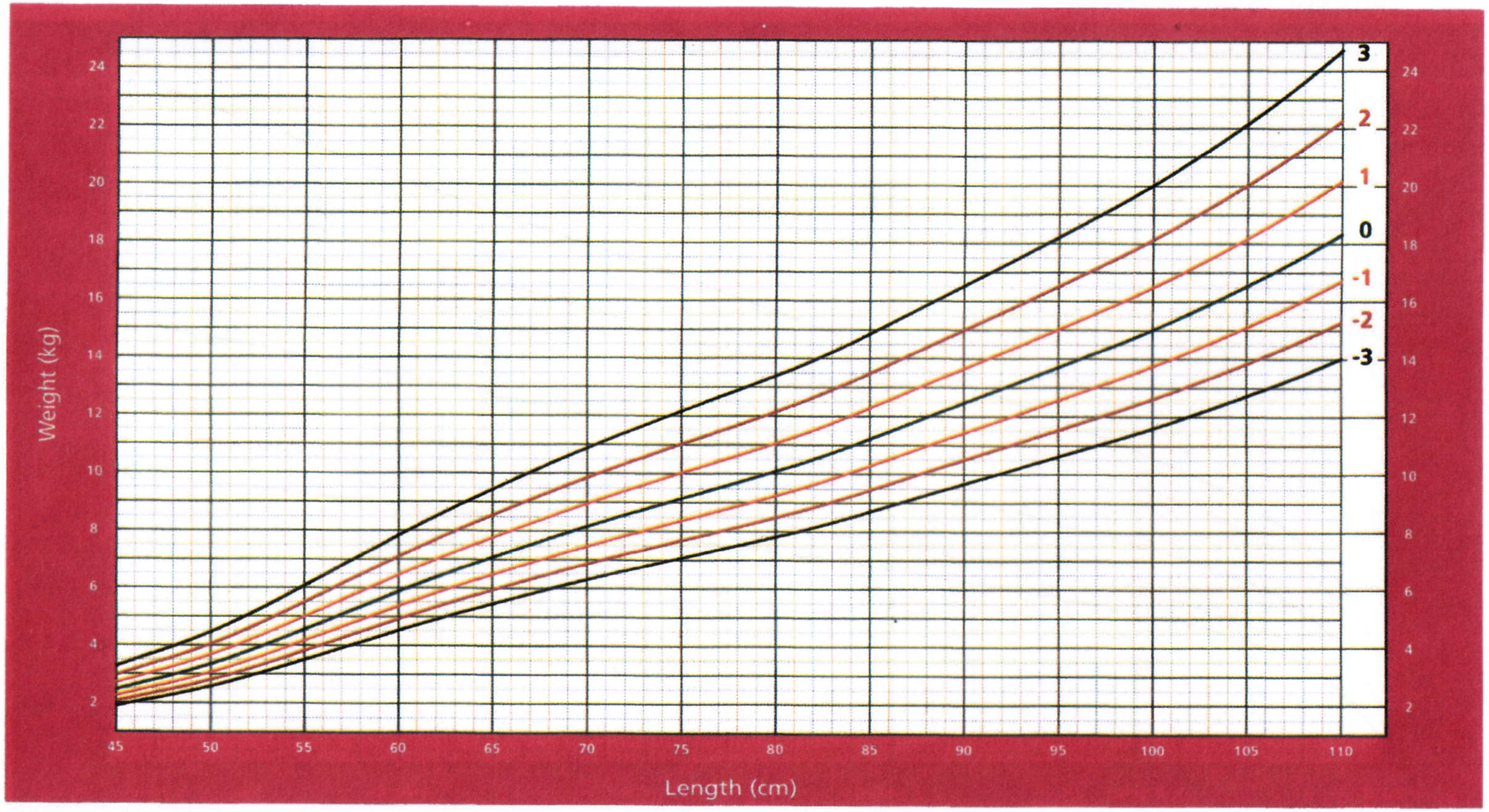

WHO Child Growth Standards

দৈর্ঘ্য অনুপাতে ওজন নির্ণয়ের চার্ট (ছেলে)
জন্ম থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত

Weight-for-length BOYS

Birth to 2 years (z-scores)

World Health Organization

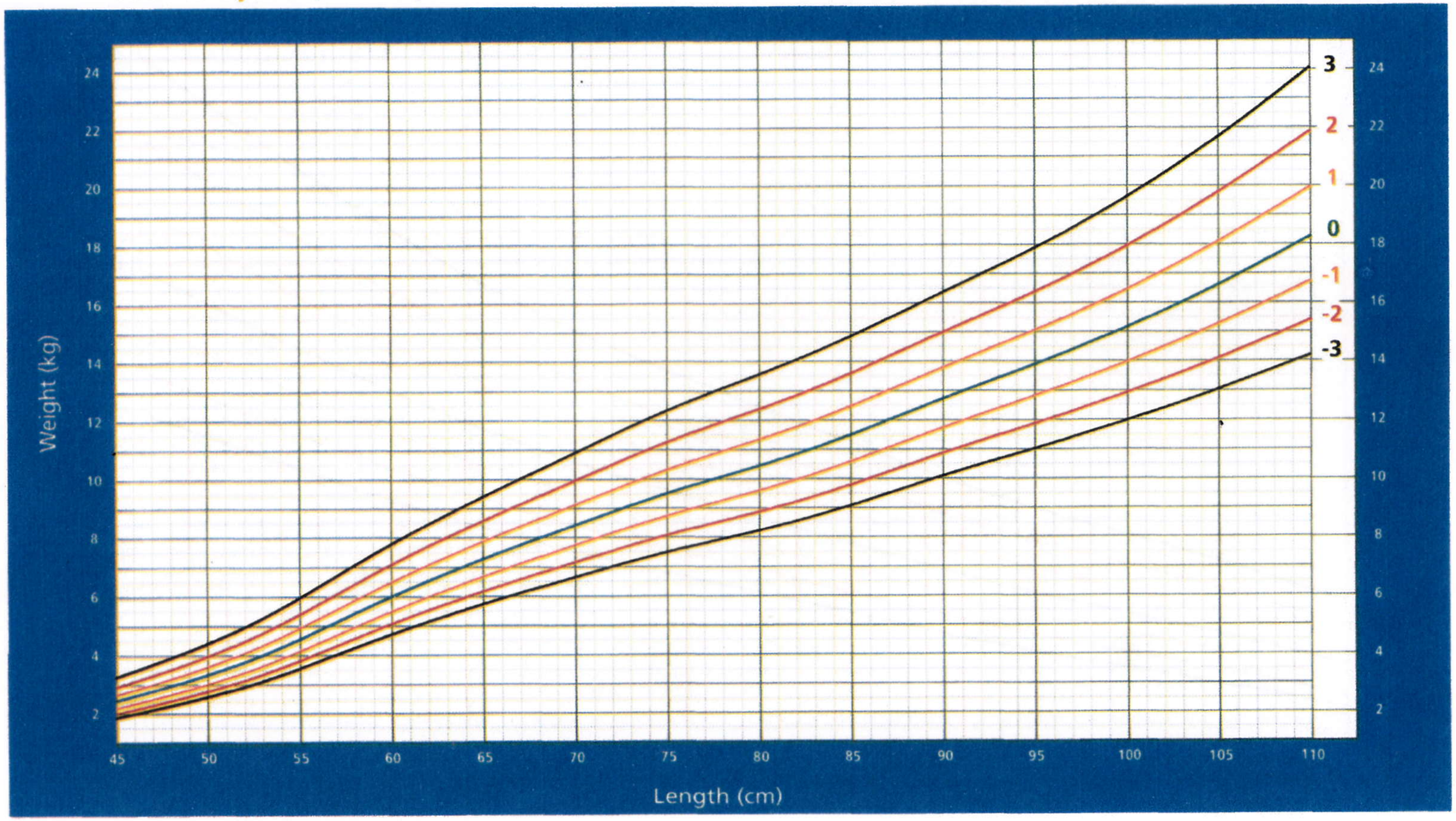

WHO Child Growth Standards

উচ্চতা অনুপাতে ওজন নির্ণয়ের চার্ট (মেয়ে)
২ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত

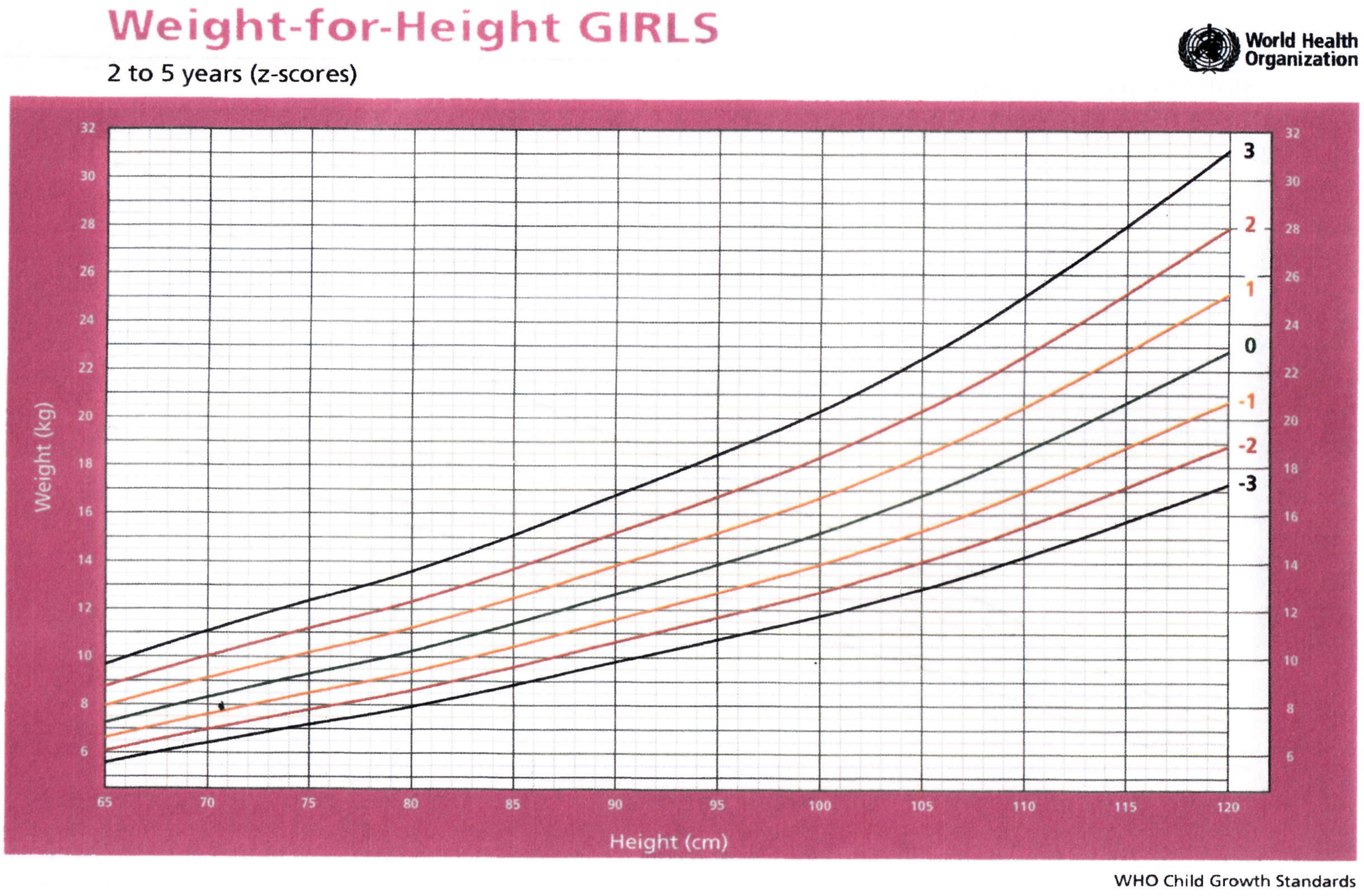

উচ্চতা অনুপাতে ওজন নির্ণয়ের চার্ট (মেয়ে)

২ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত

Weight-for-height BOYS

2 to 5 years (z-scores)

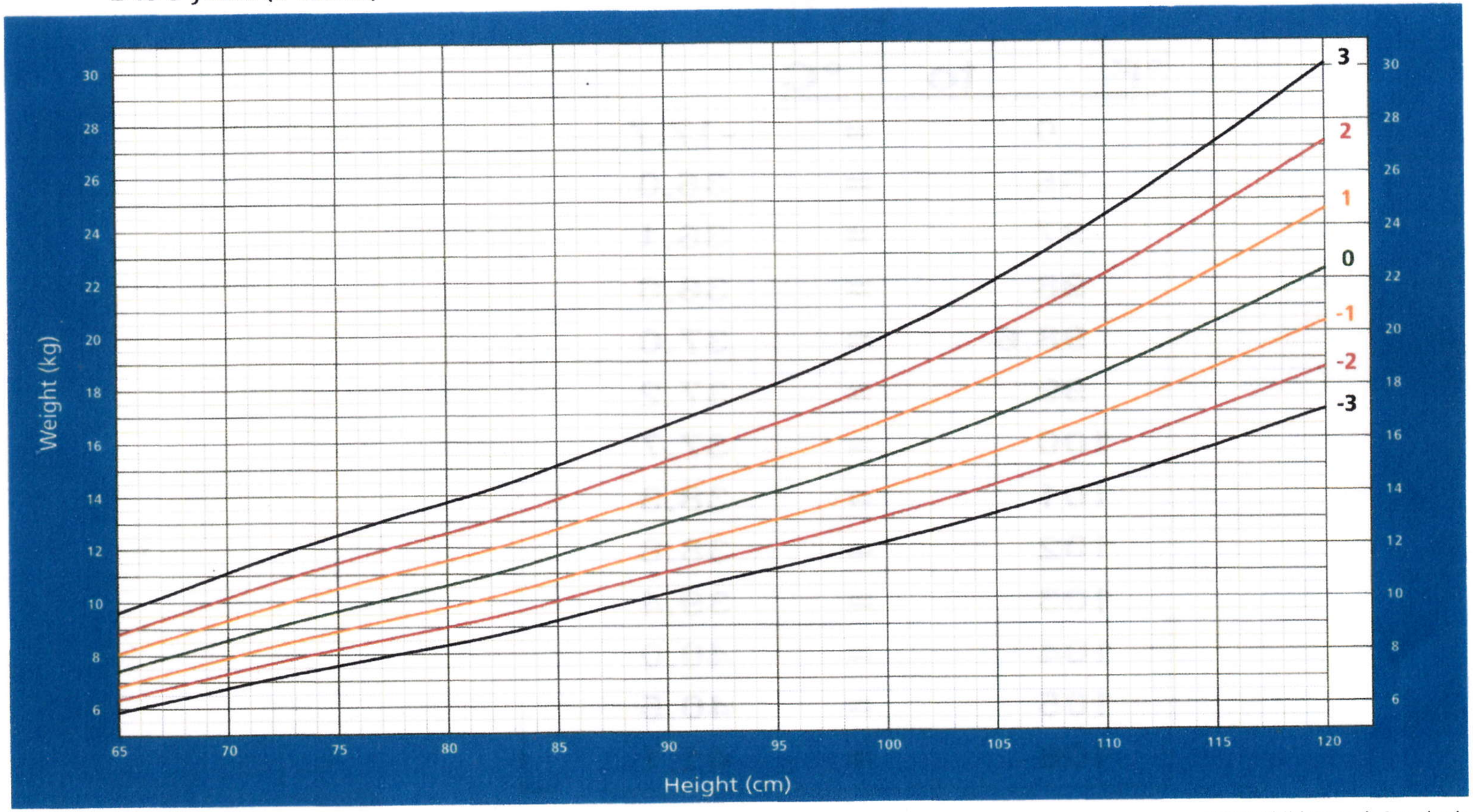

WHO Child Growth Standards

তাপমাত্রা রূপান্তরের ছক

Temperature
Conversion Table
°C / °F

°F	to	°C
0	=	-17.7
95	=	35.0
97	=	36.1
98	=	36.6
98.6	=	37.0
99	=	37.2
100	=	37.7
101	=	38.3
102	=	38.8
103	=	39.4
104	=	40.0
105	=	40.5
106	=	41.1